আল-হাদিস শিক্ষণ

BMED 1442

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

অধ্যাপক সুফিয়া বেগম
ডিন
স্কুল অব এডুকেশন

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আল-হাদিস শিক্ষণ

BMED 1442

রচনা

ড. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ
ড. মো: মুহসীন উদ্দিন
ড. মো: আনোয়ার হোসাইন মোল্লা
শেখ জসিম উদ্দিন

মূল্যায়নে

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

সম্পাদনা

মোসাম্মৎ কামরুন নাহার
মো: সাহেদুল আলম

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

অধ্যাপক সুফিয়া বেগম
ডিন
স্কুল অব এডুকেশন

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আল-হাদিস শিক্ষণ

কোর্স কোডঃ BMED 1442

ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) প্রোগ্রাম

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণঃ জানুয়ারি, ২০২৩

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস
মহিবুল ইসলাম

কাভার গ্রাফিক্স
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিটিপি
মোঃ জাকির হোসেন

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN: 978-984-34-0109-0

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর- ১৭০৫।

মুদ্রণে

বাংলা বাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৫৩/১ নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলা বাজার, ঢাকা।

কোর্সবই অনুসরণ করার কার্যকর পরামর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী

উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিএমএড প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য স্কুল অব এডুকেশন আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। **"আল-হাদিস শিক্ষণ"** কোর্স বইটি বিএমএড প্রোগ্রামের একটি আবশ্যিক কোর্স। এ কোর্স বইটির পাঠ্য বিষয়বস্তুকে আমরা আটটি ইউনিটে ভাগ করেছি। ইউনিটগুলোর এ বিভাজন সত্ত্বেও ভাবগত ঐক্য বর্তমান।

মডিউলটির মুদ্রিত এবং অনলাইন– এ দু-ধরনের ভার্সন রয়েছে। আপনার প্রয়োজনমত তা ব্যবহার করতে পারবেন।

BMED 1442 কোর্সবই পাঠ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কী?

- স্বশিখন পদ্ধতির মূল কথাই হল নিজে নিজে পড়ে শেখা এবং নিজের চেষ্টায় শেখা। অন্য কথায় এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। বস্তুত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই **স্কুল অব এডুকেশন**-এর বিভিন্ন কোর্স বইগুলো রচিত। এতে ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ প্রাথমিকভাবে একবার পড়তে আপনার ৪৫ মিনিট সময় লাগবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ পাঠগুলো আপনি বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রে বা যে কোন সুবিধাজনক স্থানে সুবিধাজনক সময়ে নিজস্ব গতিতে পড়তে পারবেন। আবার প্রতিটি ইউনিটের শেষে আপনি নিজেই নিজের পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন। এ জন্য পাঠের শেষে পাঠোত্তর প্রশ্নমালা এবং ইউনিটের শেষে রয়েছে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রশ্নমালা।

বিশেষ নির্দেশনা

- মডিউলটির মুদ্রিত কপি আপনার হাতের কাছে না থাকলেও সমস্যা নেই।
- আপনার হাতে থাকা স্মার্ট ফোনটির মাধ্যমে বাউবির ওয়েবসাইট www.ebookbou.ac.bd এ ক্লিক করে বিএমএড প্রোগ্রামের বইগুলোর তালিকা থেকে এ বইটি সিলেক্ট ও ওপেন করেও আপনি এটি পড়তে পারেন।
- প্রয়োজনে বইটি ডাউনলোড করে রেখে দিন এবং পরবর্তিতে সময়মতো তা পড়তে পারেন।

মডিউলটি পড়ার সময় কি কি কাজের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে?

- ☐ পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজে করুন। আপনার উত্তরগুলো সঠিক হল কি না, তা পাঠের শেষে দেওয়া "সঠিক উত্তর" দেখে যাচাই করে নিন।
- ☐ পাঠোত্তর মূল্যায়নের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে পরবর্তি পাঠে এগিয়ে যান।
- ☐ আপনার উত্তরগুলো সঠিক না হলে পাঠগুলো পুনরায় পড়ুন। পড়া শেষ হলে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর করুন। উত্তর সঠিক হলে পর পর পাঠে এগিয়ে যান।
- ☐ কোন পাঠে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে সে পাঠের নির্দিষ্ট অংশ পুনরায় পড়ুন। এভাবে প্রতিটি ইউনিটের পাঠগুলো শেষ করুন।

মডিউলটিতে যে সমস্ত নির্দেশনামূলক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল:

পাঠের উদ্দেশ্য | স্বপঠন | পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নমালা | **সঠিক উত্তর**

- **পাঠ-সহায়ক কর্মসূচি**
  - ☐ এ স্বশিখন মডিউলটি ছাড়াও বিএমএড প্রোগ্রামের স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে (১ম ও ২য় অথবা ৩য় ও ৪র্থ শুক্রবার) দুইটি টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসব ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে কোর্স টিউটরের কাছ থেকে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন।
  - ☐ এছাড়া স্কুল অব এডুকেশন রেডিও ও টিভিতে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার আপনার জন্য পাঠ্য বিষয়বস্তু ভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আপনি নির্ধারিত সময়ে ঘরে বসে এসব ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ: পাঠ্যপুস্তকটিতে কুরআন ও হাদিসের আরবি টেক্সট আছে। যার অর্থ ও রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। কম্পিউটার কম্পোজ বিভ্রাটের কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। এছাড়াও কোথাও কোনো তথ্য-তত্ত্ব, বানান ও বাক্য বিন্যাসে অসঙ্গতি থাকলে পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

সূচিপত্র

ইউনিট ১	:	**দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস**	**১**
পাঠ ১.১	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	২
পাঠ ১.২	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু	৬
পাঠ ১.৩	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক	৮
পাঠ ১.৪	:	আল-হাদিস শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয়-দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ	১০
ইউনিট ২	:	**আল-হাদিস পরিচিতি ও গুরুত্ব**	**১৫**
পাঠ ২.১	:	হাদিসের পরিচয় ও শ্রেণি বিভাগ	১৬
পাঠ ২.২	:	আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় আল-হাদিসের গুরুত্ব	২২
পাঠ ২.৩	:	হাদিস, খাবর ও আছার–এর মধ্যে পার্থক্য	২৬
পাঠ ২.৪	:	ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে হাদিসের প্রভাব ও গুরুত্ব	৩১
পাঠ ২.৫	:	আল-হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি	৩৭
পাঠ ২.৬	:	আল-হাদিস ও আল-কুরআনের মধ্যকার সম্পর্ক	৪২
ইউনিট ৩	:	**হাদিস পাঠদান পদ্ধতি এবং কলাকৌশল**	**৪৭**
পাঠ ৩.১	:	বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠন	৪৮
পাঠ ৩.২	:	সহিহ ও মাওযূ হাদিস এবং এতদবিষয়ক প্রসিদ্ধ কিতাব	৫১
পাঠ ৩.৩	:	হাদিস অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৫৫
পাঠ ৩.৪	:	হাদিস পাঠদান ও হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন	৫৯
পাঠ ৩.৫	:	হাদিস শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	৬৩
পাঠ ৩.৬	:	হাদিস শিখনে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি	৬৫
পাঠ ৩.৭	:	হাদিস শিখনে আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি	৬৯
পাঠ ৩.৮	:	হাদিস শিখনে আরোহী, অবরোহী ও গাঠনিক পদ্ধতি	৭৩
পাঠ ৩.৯	:	হাদিস শিখনে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ	৭৭
পাঠ ৩.১০	:	হাদিস শিখনে একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজ	৮২
ইউনিট ৪	:	**হাদিসে পারদর্শিতা উন্নয়ন পদ্ধতি**	**৮৭**
পাঠ ৪.১	:	সহিহ, য'ঈফ ও মাওযূ হাদিস: পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য	৮৮
পাঠ ৪.২	:	প্রচলিত কতিপয় জাল হাদিস	৯৩
পাঠ ৪.৩	:	হাদিস জাল করার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়	৯৭
পাঠ ৪.৪	:	হাদিসের সনদ ও মতন: পার্থক্য ও গুরুত্ব	১০২
পাঠ ৪.৫	:	হাদিস সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত	১০৬
পাঠ ৪.৬	:	বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতি	১১০
পাঠ ৪.৭	:	বিরোধপূর্ণ হাদিসের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পদ্ধতি	১১৬
পাঠ ৪.৮	:	হাদিস থেকে ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন কৌশল	১১৯
পাঠ ৪.৯	:	হাদিসের পারদর্শিতা উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১২৩
পাঠ ৪.১০	:	জীবন ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও আল-হাদিস শিক্ষণ	১২৭
ইউনিট ৫	:	**আল-হাদিস শিখনে শিক্ষা উপকরণ**	**১৩১**
পাঠ ৫.১	:	শিক্ষা উপকরণের পরিচয় ও গুরুত্ব	১৩২
পাঠ ৫.২	:	আল-হাদিস শিখনে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার	১৩৫
পাঠ ৫.৩	:	শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৩৮
পাঠ ৫.৪	:	শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১৪১

পাঠ ৫.৫	:	শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ	১৪৪
ইউনিট ৬	:	**আল-হাদিস বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা**	**১৪৭**
পাঠ ৬.১	:	শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল	১৪৮
পাঠ ৬.২	:	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও উপাদানসমূহ	১৫৩
পাঠ ৬.৩	:	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল	১৫৮
পাঠ ৬.৪	:	পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার	১৬২
পাঠ ৬.৫	:	পাঠ পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	১৬৫
ইউনিট ৭	:	**আল-হাদিস পাঠদানে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল**	১৬৯
পাঠ ৭.১	:	আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	**১৭০**
পাঠ ৭.২	:	অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	১৭৬
পাঠ ৭.৩	:	শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল	১৮১
পাঠ ৭.৪	:	শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন	১৮৭
ইউনিট ৮	:	**আল-হাদিস শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর উপায়**	**১৯৩**
পাঠ ৮.১	:	মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা	১৯৪
পাঠ ৮.২	:	আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	২০০
পাঠ ৮.৩	:	প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার	২০৫
পাঠ ৮.৪	:	বিভিন্নতার ভিত্তিতে শিখন সফলতা বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ	২১০
পাঠ ৮.৫	:	সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা	২১৫
		সহায়ক গ্রন্থাবলী	**২২১**

ইউনিট ১: দাখিল স্তরের শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস

ভূমিকা

আল-কুরআন ও আল-হাদিস হলো ইসলামের মূলভিত্তি। এরই আলোকে গড়ে ওঠেছে ইসলামী আকীদা তথা বিশ্বাস, আমল-আখলাক, ইবাদত, মুআমালাত ও মুআশারাত। হাদিস হলো ইসলামী শরীয়তের বিশ্লেষণধর্মী ভিত্তি, যার আলোকে নিদের্শিত হয়েছে গোটা শরীয়ত। শরীয়তকে অনুধাবন করতে হলে হাদিস বা সুন্নাহ বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। এক কথায় বলা যায়, হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন অপরিহার্য। আর তা হলো হাদিসের সনদে বা মতনে হাদিসের শব্দসমষ্টিতে কোন ত্রুটি আছে কিনা; হাদিসটির বিধান রহিত হয়ে গেছে কিনা। একটি হাদিস অন্য কোনো হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা বা হাদিসসমূহের শুদ্ধা-শুদ্ধি যাচাই হয়েছে কিনা। নির্ভরযোগ্যতার পর্যায় নির্ণয় করে হাদিসটি প্রামাণ্য হওয়ার যোগ্য কিনা এই সব মূলনীতির আলোকে নির্ণীত হয়ে থাকে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

পাঠ ১.১	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ ১.২	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু
পাঠ ১.৩	:	দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক
পাঠ ১.৪	:	আল-হাদিস শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয়-দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ

পাঠ ১.১: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রমের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিসের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- দাখিল স্তরে আল-হাদিসের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দাখিল স্তরে আল-হাদিসের শ্রেণি বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম ও হাদিসের পরিচয়

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং টেকসই উন্নয়নের মূলমন্ত্র। একটি জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যত বিনির্মাণের হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। সমাজের অগ্রগতি ও উন্নত আদর্শিক জীবনযাপনের জন্য শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্য শিক্ষাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Curriculum। এটি ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে এসেছে, যার অর্থ Course of Study অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়। আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে নির্দিষ্ট লক্ষে উপনীত হওয়ার জন্য পরিচালিত কোর্সকে বোঝায়। অন্যদিকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল-হাদিস হলো শরীয়ত-এর দ্বিতীয় উৎস। এর মাধ্যমে ইসলামী রীতিনীতি যথাযথভাবে পালন করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। আল-কুরআনের পরে আল-হাদিসের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব জীবনে শরীয়তের প্রতিটি বিষয় কীভাবে পরিপালন করতে হবে সে নির্দেশনার জন্য হাদিসের বিকল্প নেই। বস্তুত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও মৌন অনুমোদন সন্দেহ মুক্ত। তাই হাদিস দ্বারা লব্ধ জ্ঞান আইনুল ইয়াকীন বা চাক্ষুষ প্রত্যয়-এর পর্যায়ভুক্ত। একজন শিক্ষার্থীকে হাদিস বিষয়ে শিক্ষাদানে সমস্ত হাদিসের মধ্যে কোন কোন অধ্যায় এবং কী কী বিষয় প্রথমে শিক্ষা দিবে সেটা শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে নির্বাচন করতে হবে।

আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, এক কথায় সকল বিষয়ে ইসলাম কর্ম-পরিপালনের গুরুত্ব প্রদান করে। আল-হাদিসের শিক্ষার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল, ন্যায়পরায়ণ, সৎ, উদার, সহনশীল, নিষ্ঠাবান, শ্রমের মর্যাদাবোধ, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়া, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে আদর্শ চরিত্রবান মানুষ হিসেবে সমাজকে বিনির্মাণ করা সম্ভব। হাদিস শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তব জীবনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ, পারলৌকিক জীবনের সফলতা, জাগতিক দুনিয়ার জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়।

আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্কালে শিক্ষাক্রম বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সময়ের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শিক্ষাক্রমের ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই শিক্ষাক্রমের সুনির্দিষ্ট একক কোনো সংজ্ঞা বা ধারণা উদ্ভব হয়নি। তবে শিক্ষাক্রম বিষয়টি ইসলামি কিংবা সাধারণ শিক্ষা যে বিষয়ই হোক প্রাথমিকভাবে এটা অনানুষ্ঠানিকভাবে পাঠদান

করা হতো। সময়ের পরিবর্তনে এটি বিশ্বব্যাপী আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে। যার বর্তমান রূপ হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা।

আল-হাদিস সংকলনের প্রেক্ষাপট

আল-হাদিস হলো আল-কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল-কুরআনে বহু হুকুম বর্ণিত হলেও তা বাস্তবায়নের সময়সীমা, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি সবকিছুই আল-কুরআনের ব্যাখ্যা, যা উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয়। তাই সাহাবায়ে কেরাম আল-কুরআনের পাশাপাশি আল-হাদিস সংরক্ষণের প্রতিও বিশেষভাবে যত্নশীল ছিলেন। আল-হাদিস সংরক্ষণের সুমহান দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামকে বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তারা তা স্মৃতিতে ধারন ও লিখে সংরক্ষণ করতেন। যখন সাহাবিগণ আল-কুরআনকে হুবহু শব্দে মুখস্থ করতে পরিপক্কতা অর্জন করেছিলেন এবং আল-কুরআন ও আল-হাদিস একাকার হয়ে যাওয়ার আশংকা দূরিভূত হয়ে গিয়েছিল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহ আলাইহি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে আল-হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এর অন্যতম কারণ হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কারণে আরবরা যেমন স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে পারতো অনারবদের পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না। ফলে লিখিতভাবে হাদিসসমূহ তাদের সম্মুখে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে সৃষ্ট বহুমাত্রিক বিশৃঙ্খলা নিরসন ও জাল হাদিসের প্রতিরোধকল্পে আল-হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

উলূমুল হাদিস

উলূমুল হাদিস দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. ইলমুল হাদিস বির-রিওয়ায়াহ বা রিওয়ায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদিস। যে শাস্ত্রে আমাদের পর্যন্ত হাদিসগুলো পৌঁছার প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন সূত্রে পৌঁছেছে না অবিচ্ছিন্নসূত্রে পৌঁছেছে এবং রাবীদের অবস্থা অর্থাৎ হাদিস বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তি, সংরক্ষণগুণ, বিশ্বস্ততা এবং গ্রহণযোগ্য, অগ্রহণযোগ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুল হাদিস বির-রিওয়াহ বলা হয়।

খ. ইলমুল হাদিস বিদ্-দিরায়াহ বা অর্থ ও ভাব অনুধাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদিস। যে শাস্ত্রে আরবি ভাষার নিয়ম-কানুন ও শরীয়তের মূলনীতির আলোকে হাদিসের আক্ষরিক অর্থ ও ভাবার্থ এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য তা থেকে উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুল হাদিস বিদ-দিরায়াহ বলা হয়।

হাদিসের স্বরূপ

দাখিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদিস বিষয় জানতে পারে। যেমন– হাদিসের পরিচয়, আল-কুরআন এবং আল-হাদিসের মধ্যে পার্থক্য, হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস, হাদিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামে হাদিসের গুরুত্ব, হাদিসের পরিভাষা, খবর, আছার ও হাদিসে কুদসির মধ্যে পার্থক্য, সনদ অনুসারে হাদিসের শ্রেণিবিন্যাস, মতন অনুসারে হাদিসের প্রকারভেদ, মুনকাতি হাদিসের প্রকারভেদ, সহিহ ও যঈফ হওয়ার দিক থেকে হাদিসের শ্রেণি বিভাগ, অগ্রহণযোগ্য হাদিসের প্রকার ইত্যাদি।

আল-হাদিস হলো আল-কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় প্রকাশিত। তথাপি এ দু'এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

১. কুরআন ওহীয়ে মাতলু বা পঠিত প্রত্যাদেশ আর হাদিস ওহীয়ে গাইরে মাতলু বা অপঠিত প্রত্যাদেশ।
২. কুরআনের ভাব ও ভাষা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার। অপরদিকে হাদিসের ভাব ও মর্ম আল্লাহ তাআলার, কিন্তু ভাষা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর।
৩. আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ওহি বা প্রত্যাদেশ। আর আল-হাদিস আল্লাহ তাআলার রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি পরোক্ষ ওহি।
৪. আল-কুরআন জিবরাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। আর আল-হাদিস অপ্রকাশ্য প্রত্যাদেশ রূপে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিল হয়েছে।
৫. নামাযে কুরআন পাঠ করা ফরয। অপরদিকে হাদিস নামাযে পাঠ করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কারিকুলাম শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে।
ক. ইংরেজি
খ. ফরাসি
গ. ল্যাটিন
ঘ. রুশ

২. শিক্ষাক্রম বলতে কী বোঝায়?
ক. কলাকৌশল
খ. পাঠ্য বিষয়
গ. পাঠচক্র
ঘ. বিষয়বস্তু

৩. ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস কোনটি?
ক. ইজমা
খ. আল-কুরআন
গ. আল-হাদিস
ঘ. কিয়াস

৪. শিক্ষাক্রমের আনুষ্ঠানিক রূপ কোনটি?
ক. অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা
খ. অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা
গ. যৌথ শিক্ষাব্যবস্থা
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. গ. ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন।
২. কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৩. হাদিস সংরক্ষণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
৪. সাহাবিগণ কখন হাদিস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি লাভ করেন?
৫. সরকারিভাবে কখন এবং কেন হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়?
৬. ইলমুল হাদিস বিদ্-দিরায়াহ এর অর্থ কী? বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আল-হাদিস ও আল-কুরআনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২. আল-হাদিস শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের কী কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারে? বর্ণনা করুন।
৩. ইলমুল হাদিসকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কী কী? বর্ণনা করুন।

পাঠ ১.২: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দাখিল স্তরে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের শিখনফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- দাখিল স্তরে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।

আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের শিখনফল

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। অতঃপর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়বস্তু, শিখনফল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, মূল্যায়ন ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট বিষয় অথবা পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীরা কী কী শিখবে বা দক্ষতা অর্জন করবে তা-ই হলো শিখনফল । শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণ ক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে লক্ষ করেই শিখনফল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

দাখিল স্তরে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীগণ হাদিসের পরিচয় জানতে পারবে। এ ক্ষেত্রে হাদিসের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, বিভিন্ন আঙ্গিকে হাদিসের প্রকারভেদ এবং সম্যক পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে। সেই সাথে শুদ্ধভাবে হাদিস পাঠ করতে পারবে। হাদিসের গুরুত্ব, আল-কুরআন ও আল-হাদিসের মধ্যে পার্থক্য এবং হাদিস সংরক্ষণের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারবে।

এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় হাদিসসমূহ পাঠ করতে পারবে। এগুলোর অর্থ, ব্যাখ্যা ও হুকুম প্রয়োগ করতে পারবে। সেই সাথে রাবীর পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে।

আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু

দাখিল স্তরে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোই বাছাই করে এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে, পারস্পরিক অধিকার; এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক অভিবাদন, কারো সাথে সাক্ষাৎ গ্রহণের শিষ্টাচার, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সৃষ্টির সেবা সেই সাথে মহান আল্লাহর অধিকার। আরেকটি বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি জীবনকে সুশৃঙ্খল করার মধ্য দিয়ে আত্মোন্নয়ন। এ ক্ষেত্রে রয়েছে বসা, দাঁড়ানো, হাঁচি দেয়া, মুসাফাহা, হাসি-খুশি থাকা ইত্যাদি। সে সাথে সৎকাজের অনুশীলন করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা। এ ক্ষেত্রে দান করা, দয়া প্রদর্শন, লজ্জাশীলতা, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা; গীবত, ক্রোধ ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা, কারো সাথে শত্রুতা না রাখা, স্বজনপ্রীতি না করা। জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকা, জান্নাতের নিয়ামত ও হালাল রুজি অর্জন বিষয়ের পাশাপাশি যাবতীয় ফিৎনা-ফাসাদ, মাদকাসক্তির কুফল, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নারীর প্রতি সহিংস আচরণও স্থান পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হাদিস শব্দের অর্থ কী?
ক. কথা বা বাণী
খ. আলোচনা
গ. বর্ণনা
ঘ. বই

২. রাবী কাকে বলে?
ক. হাদিসের লেখককে
খ. হাদিস শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিকে
গ. হাদিস বর্ণনাকারীকে
ঘ. হাদিস শিক্ষার্থীকে

৩. ওহীয়ে গায়রে মাতলু কোনটি?
ক. আল-কুরআন
খ. আল-হাদিস
গ. ইজমা
ঘ. কিয়াস

৪. শিক্ষাক্রমে কোন বিষয়টি সর্বপ্রথম নির্ধারণ করতে হয়?
ক. উদ্দেশ্য
খ. বিষয়বস্তু
গ. শিখনফল
ঘ. মূল্যায়ন

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. খ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখনফল বলতে কী বোঝেন?
২. কিসের ওপর ভিত্তি করে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়?
৩. পারস্পরিক অধিকার বলতে কী বোঝেন?
৪. গীবতের কুফল বর্ণনা করুন।
৫. নারীর প্রতি সহিংস আচরণের প্রতিকার সম্পর্কে লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আল-হাদিস কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করুন। আল-হাদিসের প্রকারভেদ উল্লেখসহ বর্ণনা করুন।
২. আল-হাদিস সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করুন।

পাঠ ১.৩: দাখিল শিক্ষাক্রমে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দাখিল স্তরে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- দাখিল স্তরে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে জানতে পারবেন।

দাখিল স্তরে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি

মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বয়স, মেধা ও ধারন ক্ষমতার প্রতি লক্ষ রেখে পাঠসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। পাঠ্যসূচির হাদিসগুলো আকারে ছোট এবং দৈনন্দিন জীবনে একান্ত পালনীয়। আল-হাদিসের পরিচয় দিয়ে বইটি শুরু হয়েছে। অতঃপর সালাম, মুসাফাহা ও মুয়ানাকা, দণ্ডায়মান হওয়া, হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা, হাসি, নাম রাখা, জিহ্বা সংযতকরণ, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি, কৌতুক, বংশ গৌরব ও স্বজনপ্রীতি, মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার, সৃষ্টির প্রতি দয়া, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা, বর্জন ও সম্পর্কচ্ছেদ, আত্মসংযম, সতর্কতা ও ধীরস্থীরতা, দয়া, লজ্জাশীলতা ও উত্তম চরিত্র, ক্রোধ ও অহংকার, অত্যাচার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান, খানা-পিনার আদব, দান-সাদকা, জাহান্নামের শাস্তি, জান্নাতের নিয়ামত, হালাল রুজি উপার্জন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা, ফিতনা-ফাসাদ, নেশা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, নারীদের উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদিস সংকলিত হয়েছে।

দাখিল স্তরে আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তক

দাখিল কার্যক্রমের আল-হাদিস বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকটি নিঃসন্দেহে ক্লাসের উপযোগী। প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চমৎকার ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এতে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও বিভিন্ন তথ্যাদি দিয়ে শিক্ষার্থীকে একটি পূর্ব-ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদিসের অনুবাদ সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুবাদের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে। কঠিন শব্দসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে বইটিকে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। অনুশীলনীতে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্নের অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত চর্চার চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মুমিনের পারস্পরিক কর্তব্য কয়টি?
ক. ৫টি
খ. ৬টি
গ. ১০টি
ঘ. ১২টি

২. অনুমতি প্রার্থনার হুকুম কী?
   ক. ফরয
   খ. সুন্নাত
   গ. ওয়াজিব
   ঘ. নফল
৩. লজ্জাশীলতা কীসের অঙ্গ?
   ক. বিবাহের
   খ. ইমানের
   গ. চরিত্রের
   ঘ. কথাবার্তার
৪. দো'আ কবুলের পূর্বশর্ত কী?
   ক. হালাল রুজি
   খ. এস্তেগফার করা
   গ. কুরআন তেলাওয়াত করা
   ঘ. কিবলামুখী হওয়া
৫. জান্নাতে কয়টি স্তর আছে?
   ক. ১০টি
   খ. ৮টি
   গ. ৭টি
   ঘ. ৯টি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩. খ, ৪. ক, ৫. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সৃষ্টির প্রতি দয়া বলতে কী বোঝায়?
২. হালাল রুজি উপার্জন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
৩. ইভটিজিং প্রতিরোধে আল-হাদিসের নির্দেশনা বর্ণনা করুন।
৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা সম্পর্কে আল-হাদিসের বক্তব্য কী?
৫. মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের প্রধান কর্তব্যগুলো কী? সংক্ষেপে লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আল-হাদিস শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে উল্লেখ করুন।
২. "বয়স, মেধা ও ধারণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ রেখেই পাঠসূচি নির্ধারণ করা হয়"– কথাটির ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১.৪: আল-হাদিস শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয়-দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা ও মূল্যবোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আদর্শ শিক্ষকের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠনের স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা:

শিক্ষকদের অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানব জাতির মহান শিক্ষক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শিক্ষক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেন। শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ খুবই সূক্ষ্ম ও জটিল প্রক্রিয়া। যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার জন্য যোগ্য শিক্ষকদের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। একজন যোগ্য শিক্ষকের রয়েছে অনেক বৈশিষ্ট্য। যেমন, ভালো শিক্ষক কখনও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে হেয় করেন না। মানুষের মানবীয় মর্যাদা মহান আল্লাহরই দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার এবং এ মর্যাদার কারণেই তারা সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সম্মানিত। তাই ভালো শিক্ষক শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের পরিবেশ গড়ে তোলেন এবং কখনও কোনো শিক্ষার্থীকে অপমানজনক কথা বলেন না।

ইসলামে বৈষম্যহীন শিক্ষার গুরুত্ব

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোনো মুসলমানকেই ছোট মনে করো না, কারণ তাদের মধ্যে কম সম্মানিত ব্যক্তিও মহান আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী”। হযরত জাফর সাদিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য না করা ও সকলকে সমান চোখে দেখে সমমানের শিক্ষা দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার উপকরণ সমানভাবে বণ্টন করাও এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষা নেয়া ও নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রেও শিক্ষককে বৈষম্য থেকে দূরে থাকতে হবে যাতে কম মেধাবী শিক্ষার্থীকে শনাক্ত করা যায়। ইসলাম এতীম শিক্ষার্থীদের সাথে বেশি কোমল আচরণ করতে পরামর্শ দেয়। আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ ব্যাপারে শিক্ষকদের বলেছেন, “এতীমকে ঠিক সে শিক্ষাই দাও যা তোমরা নিজ সন্তানকে দিয়ে থাক এবং তাকে নিজ সন্তানের মতই শাসন করবে”। এতীম শিশুর মা-বাবা নেই বলে তারা শিক্ষকের ওপর অধিক নির্ভর করে থাকে। তাই ইসলাম এতীমকে বেশি গুরুত্ব দিতে ও তাদেরকে বেশি ভালবাসতে শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছে। সূরা আদ-দোহায় মহান আল্লাহ বলেছেন, “অতঃপর (হে রাসূল!) আপনি এতীমের প্রতি কখনও কঠোর হবেন না” (আল কুরআন: ৯৩: ৯)।

শিক্ষক সভ্যতার কারিগর

আদর্শ শিক্ষক তিনিই যিনি যথাসময়ে, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন, শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হবেন, পাঠদানের পূর্বে পাঠ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখবেন, পাঠের বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ে তার পড়াশোনা থাকবে। সাধারণভাবে শিক্ষক হলেন সভ্যতার নির্মাতা। কার্যত শিক্ষক বলতে একজন আলোকিত, জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিদীপ্ত পন্ডিত ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি সভ্যতার বিবর্তনে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি

শিক্ষাদানে নিবেদিতপ্রাণ। তিনি তাঁর আচার-আচরণ, মন ও মননে নিজেই বটবৃক্ষের প্রতীক। সমাজের প্রত্যাশা মোতাবেক একজন শিক্ষক হবেন জ্ঞানতাপস, মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চৌকস, শ্রেণিকক্ষে আগ্রহী পাঠদানকারী ও জ্ঞান বিতরণে আন্তরিক। তিনি সুবিচারক, দায়িত্বশীল পরীক্ষক, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রক, যুক্তিবাদী, গবেষক ও উদ্ভাবক। তিনি সঠিক পথের দিশারী ও পথ প্রদর্শক, সৎ ও ধার্মিক। শিক্ষক সহজ-সরল হবেন, নির্মোহ হবেন, হবেন অকুতোভয় ও সত্যবাদী। সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সমাজ হিতৈষী, পরোপকারী, বিজ্ঞান-মনস্ক, বিচক্ষণ ও সমাজ সংস্কারক।

শিক্ষকের গুরুত্ব

শিক্ষক মানুষকে আলোকিত করেন। শিক্ষা প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার কার্যক্রমে অনুপ্রেরণাদানকারী। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের অংশগ্রহণ মানুষকে আলোকিত হতে সাহায্য করে। কোনো বিষয় চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষক ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করে ঐ জ্ঞানের জ্যোতির দ্বারা নিজে আলোকিত হন ও সমাজকে জ্যোর্তিময় করতে সহায়তা করেন। শিক্ষকের ইতিবাচক ভূমিকার কারণেই শিক্ষার্থীর মন-মননে ও মানসিকতায় উৎকর্ষ সাধন হয়। আচার-আচরণ, মন ও আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

শিক্ষক মূল্যবোধ বিনির্মাণের আদর্শ কারিগর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যবোধ চর্চার অনন্য কারখানা। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে সমাজকে করতে পারেন আলোকিত ও উদ্ভাসিত। মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীকে মূল্যবোধের পরীক্ষা দিতে হয়। বর্তমানে সর্বত্র মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় চলছে। পাশ্চাত্যের আদলে গড়ে উঠছে সমাজব্যবস্থা। নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও মাদক যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মূল্যবোধের চরম সংকট মুহূর্তে দেশের শিক্ষক সমাজ শ্রেণিকক্ষসহ সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল্যবোধ বিকাশের জন্যে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখতে পারেন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণেধরা মূল্যবোধকে শিক্ষক সমাজই আবার জাগিয়ে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থী, পরিবার-পরিজন, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রধান কর্ণধারের ভূমিকা পালন করতে হবে শিক্ষক সমাজকেই। শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে সমাজ ও দেশকে মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে পারেন।

ভালো ও আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলি

ভালো শিক্ষক হতে হলে প্রথমেই একজন ভালো ও আদর্শবান মানুষ হতে হবে। একজন আদর্শবান শিক্ষকের যে গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সেসবের মধ্যে সবার আগে আসে সততা, সময়ানুবর্তিত, দয়া ও ক্ষমা। যে কোনো শিক্ষার্থীকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে সততার বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের মাঝে ভুল করার প্রবণতা থাকবে, সবসময় তাদের সাথে কঠোর আচরণ করলে ভালো ফলাফল আসবে না। একজন শিক্ষক শুধুই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, এটা ভাবলে ভুল হবে। সকল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুসরণীয় মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হবেন এটাই কাম্য। সুতরাং শুধু বিষয়ভিত্তিক ভালো জ্ঞান থাকলেই যে কেউ ভালো শিক্ষক হয়ে যান না তার মাঝে কতিপয় মানবীয় গুণাবলি থাকতে হয়। সম্মানিত ও ভালো শিক্ষক হতে হলে অবশ্যই ভালো মানুষ হতে হবে আর তা হলেই তিনি হবেন সবার প্রিয় ও অনুকরণীয় আদর্শ শিক্ষক।

শিক্ষিত ও উন্নত জাতি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

একজন শিক্ষকই মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে একটি শিক্ষিত ও উন্নত জাতি গঠন করতে পারেন। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একজন শিক্ষার্থীর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পিতা-মাতা সন্তান জন্ম দিলেও শিক্ষকই তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। একজন শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করতে। তার চিন্তা-চেতনা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন একজন শিক্ষক। সন্তানের কাছে তার পিতা-মাতা যেমন আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তেমনি একজন শিক্ষকও তার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও কর্মের গুণে শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে ওঠেন।

অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা

একজন ভাল শিক্ষক হওয়া আসলে সহজ কাজ নয়। মৌলিক বিষয়গুলোতে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের চেয়ে কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য শিক্ষকদের মাঝে থাকা চাই, যা দেখে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে এবং তাকে অনুসরণ করবে। সেটা হতে পারে তার বাচনভঙ্গি, পোশাক, স্নেহ-মমতা ও পিতৃসুলভ ভাল ব্যবহার। একজন শিক্ষক যখন তার শিক্ষার্থীদের কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হবেন তখন তাদের শেখার ইচ্ছাটাও আরও বেড়ে যাবে। শিক্ষকদের দায়িত্ব শুধুই পড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করাও তাদের কাজ। যেন তারা নিজে থেকে শেখার দক্ষতা তৈরি করতে পারে।

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষকের অবদান

শিক্ষক সভ্যতার নির্মাতা ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের পথপ্রদর্শক। কার্যত শিক্ষক বলতে একজন আলোকিত, জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিদীপ্ত পন্ডিত ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি সভ্যতার বিবর্তনের অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার সবটুকু যোগ্যতা ঢেলে দেন। তার সাফল্যের ভিত্তি হলো পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, নির্মল চারিত্রিক গুণাবলি, জ্ঞান আহরণে আন্তরিক সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা। তাই শিক্ষক বলতে এমন এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জ্ঞানী, গুণী ও পন্ডিত ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি শিক্ষার্থীকে শিখন প্রক্রিয়ায়, জ্ঞান অন্বেষণ ও আহরণে, মেধা বিকাশ ও উন্নয়নে, শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে থাকেন।

পাঠদানে শিক্ষকের দক্ষতা

বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে স্তরেই শিক্ষকতা করি না কেন, যে বিষয়টি আমরা শ্রেণিকক্ষে পড়াবো সে বিষয়ে অবশ্যই আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছ থেকে শিখেই তা তাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাবে। সেটা গণিত, বিজ্ঞান, বাংলা কিংবা ধর্ম শিক্ষাই হোক না কেন। নিজ নিজ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেই পড়ানো উচিত। এক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পড়ালেখা করাটাও একজন ভাল শিক্ষকের গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। কোন একটি ডিগ্রি অর্জন বা সার্টিফিকেট অর্জনের সাথে সাথে সব যোগ্যতা বা দক্ষতা চলে আসে না। এর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা এবং অবিরত জ্ঞান অর্জন করে যেতে হবে। আধুনিক বিশ্বে যে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন অনেক সহজ হয়ে গেছে। বইয়ের পাশাপাশি ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় শেখা যায়। ক্লাসে যাওয়ার আগে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়া একজন ভাল শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য। এতে ক্লাস হয়ে উঠে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত। একজন শিক্ষক যখন আত্মবিশ্বাসী থাকেন, শিক্ষার্থীরাও তার কাছ থেকে শিখতে আগ্রহী হয়।

আধুনিক শিক্ষা উপকরণের সাথে পরিচিত থাকা

শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত অনেকেই সময়ের সাথে সাথে তাদের শিক্ষা উপকরণ পরিবর্তনে মনোযোগী থাকেন না। কিন্তু বর্তমানে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি পরিবর্তন হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত হচ্ছে বহু নতুন উপকরণ। পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিক্ষা উপকরণের যুগোপযোগী ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য দশ বা বিশ বছর আগের কোন উদাহরণ দেওয়া কার্যকর নাও হতে পারে। বর্তমানে ক্ষেত্র বিশেষ বিষয়কে ভবিষ্যতের উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে হবে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষককে প্রস্তুত ও যোগ্য করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। আপনি যে বিষয়ের শিক্ষকই হোন না কেন, যে স্তরের শিক্ষকই হোন না কেন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার এবং বর্তমান বিশ্বের নিত্য নতুন সব ব্যাপারে আপনার পারদর্শিতা থাকতে হবে। পাঠদানের সময় দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা প্রবাহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে উদাহরণ দিতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে। বাস্তবতা বর্জিত কোনো কিছুর উদাহরণ দেওয়া যাবে না।

প্রত্যুৎপন্নমতি হওয়া

সবশেষে যে বিষয়টি আলোচনা করা দরকার তা হচ্ছে, “প্রত্যুৎপন্নমতি” হওয়া বা উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হওয়া, যা একজন শিক্ষকের জন্য একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যে কোন বিষয়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে পারে এজন্য শিক্ষককে উত্তরদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রশ্ন করতে দেওয়াও একজন ভালো শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যতাই শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করলে তাকে নিরুৎসাহিত না করে বরং উৎসাহিত করা এবং তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। এমন হতেই পারে যে শিক্ষক সরাসরি উত্তর জানেন না বা বিব্রতকর কোন প্রশ্ন হয়েছে, সেক্ষেত্রে একটু ঘুরিয়ে সুন্দরভাবে উত্তর দেওয়ার কৌশল জানতে হবে। এ বৈশিষ্ট্য রপ্ত করতে পারলে একজন শিক্ষক জনপ্রিয় হয়ে ওঠতে পারেন।

শিক্ষক ভাল না খারাপ, এটা বিচার করা খুবই কঠিন কাজ। তাই আপনি একজন ভালো শিক্ষক কিনা তা আপনি নিজেই ঠিক করবেন। নিজেকে নিজে বিচার করে নিজের যোগ্যতাকে উন্নত করার মাধ্যমে আসলে ভাল শিক্ষক হয়ে ওঠা যায়। শেখার কোন সীমারেখা নেই। একজন শিক্ষক যা পড়াবেন তা নিজে আমল করবেন। তাই একজন শিক্ষক যা জানবেন তাতে আত্মতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই। ভাল শিক্ষক এবং ভাল মানুষ হয়ে ওঠতে পারলেই শিক্ষার্থীরা জ্ঞানী এবং ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ‘হে রাসূল! আপনি এতিমের প্রতি কখনও কঠোর হবেন না’– কোন সূরায় বলা হয়েছে?

ক. সূরা ফাতিহা
খ. সূরা নাস
গ. সূরা আদ-দোহা
ঘ. সূরা ফীল

২. মূল্যবোধ বিনির্মাণের আদর্শ কারিগর কে?
ক. শিক্ষক
খ. বন্ধু
গ. প্রতিবেশী
ঘ. আত্মীয়

৩. "কোনো মুসলমানকেই ছোট মনে করো না"– এটা কার নির্দেশ?
ক. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
খ. হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
গ. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
ঘ. হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

৪. "এতিমকে ঠিক সেই শিক্ষাই দাও যা তোমরা নিজ সন্তানকে দিয়ে থাক"- একথা কে বলেছেন?
ক. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
খ. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
গ. হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
ঘ. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

৫. জান্নাতে কতটি স্তর আছে?
ক. ১০টি
খ. ৮টি
গ. ৭টি
ঘ. ৯টি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. খ, ৪. ঘ, ৫. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিষয় দক্ষতা বলতে কী বোঝেন?
২. শিক্ষককে সভ্যতার কারিগর বলা হয় কেন?
৩. ইসলাম এতিমকে বেশি ভালবাসতে ও গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছে কেন?
৪. বিষয় শিক্ষকের আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কী?
৫. একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে মূল্যায়নের পরিমাপক কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নত জাতি গঠনে শিক্ষকের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. শিক্ষাক্রমে আদর্শ শিক্ষকের যে গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন।

ইউনিট ২: আল-হাদিস পরিচিতি ও গুরুত্ব

ভূমিকা

কুরআন ও হাদিসের আলোকে গড়ে ওঠেছে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, ইবাদত, মুআমালাত ও মু'আশারাত। হাদিস হলো ইসলামী শরীয়তের বিশ্লেষণধর্মী ভিত্তি, যার আলোকে গড়ে ওঠেছে গোটা শরীয়ত। শরীয়তকে অনুধাবন করতে হলে হাদিস বা সুন্নাহ বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষে হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। তা হচ্ছে হাদিসটির সনদে বা মতনে কোন ত্রুটি আছে কিনা; একটি হাদিস অন্য কোন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা বা হাদিসসমূহের শুদ্ধা-শুদ্ধি যাচাই করা। কোন একটি হাদিস প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার যোগ্য কিনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠ ২.১	:	হাদিসের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ২.২	:	আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় আল-হাদিসের গুরুত্ব
পাঠ ২.৩	:	হাদিস, খাবর ও আছার–এর মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ২.৪	:	ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে হাদিসের প্রভাব ও গুরুত্ব
পাঠ ২.৫	:	আল-হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি
পাঠ ২.৬	:	আল-হাদিস ও আল-কুরআনের মধ্যকার সম্পর্ক

পাঠ ২.১: হাদিসের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

আল-কুরআনের ন্যায় আল-হাদিসও ইসলামী শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি ও দ্বিতীয় উৎস। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও ফুকাহায়ে উম্মতের এ বিষয়ে কোন রূপ দ্বিমত নেই। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও ইসলামী জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করতে আল-হাদিস শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এক শ্রেণির ইসলাম বিদ্বেষী বুদ্ধিজীবী ইসলাম সম্পর্কে তাদের স্বকল্পিত ধ্যান-ধারণার পথে আল-হাদিসের সুরক্ষিত সুবিশাল ভাণ্ডারকে অন্তরায় মনে করে এবং আল-হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা তথা হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহের ধুম্রজাল ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং আল-হাদিস অধ্যয়ন ও বিধান জানার জন্য আল-হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইলমে হাদিসের পরিচয় ও সংশ্লিষ্ট কতিপয় পরিভাষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-হাদিস সংকলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাকবুল হাদিস ও তার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল-হাদিস থেকে বিধান আহরণের প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

আল-হাদিসের পরিচয়

'হাদিস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কথা ও বাণী। হাদিসের মূলনীতি বিষয়কশাস্ত্রকে উলূমুল হাদিস বলা হয়। علوم الحديث একটি আরবি পরিভাষা, যা দু'টি শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে। একটি হলো علوم আর অপরটি হলো الحديث . علوم শব্দটি বহুবচন, একবচনে علم। এর অর্থ হলো: (১) জ্ঞান লাভ করা (২) প্রজ্ঞা, জানা, বুঝা (৩) বিশ্বাস করা (৪) শাস্ত্র ইত্যাদি এবং حديث শব্দটিও আরবি।

ইসলামি পরিভাষায় নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কথা ও কাজের প্রতি সমর্থন ও সম্মতিদান করেছেন তার সবগুলোই হাদিস। অনুরূপভাবে সাহাবী ও তাবেঈদের কথা, কাজ এবং মৌন সমর্থনও হাদিস হিসেবে পরিগণিত।

আল-হাদিস-এর পারিভাষিক অর্থ

ইসলামি পরিভাষায় হাদিস বলা হয় মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে। এক কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়াতি জীবনের সকল কথা কাজ ও অনুমোদন এবং চারিত্রিক গুণাবলী, সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায় علوم الحديث অর্থ হাদিসের জ্ঞান বা হাদিস শাস্ত্র। ইলমুল হাদিস-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়–

- ইমাম সাখাভি রহ. বলেন, معرفة ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا اوتقريرا. অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কর্ম, অনুমোদন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার নাম ইলমুল হাদিস।
- আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

ইলমে হাদিস এমন এক শাস্ত্রের নাম, যা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কর্ম ও হাল বা অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

- হাদিসের বিষয়ে আল্লামা কিরমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত ও তথ্য সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে হাদিস"। হাদিসকে সুন্নাহও বলা হয়। তবে সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে রীতিনীতি, প্রথা ও নিয়ম। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসও এক প্রকার ওহী। কেননা মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ বলেছেন,ওহী দু'প্রকার–

ক. প্রকাশ্য বা পঠিত ওহী।
খ. অপ্রকাশ্য বা অপঠিত ওহী।

- কুরআন হলো প্রকাশ্য ও পঠিত আল্লাহর বাণী এবং হাদিস হলো গোপন ও অপঠিত ইলাহী নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও শরীয়ত বিষয়ক কোন কথা নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া বলেননি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া যে তিনি কোন কথা বলেননি, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"। (সূরা আন-নাজম ৫৩: ৩-৪)

আর প্রকাশ্য ওহী ছাড়া অন্য যে সমস্ত কথা তিনি সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে পেয়েছেন সেগুলোকে হাদিসে কুদসি বলা হয়।

হাদিসের প্রকারভেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বক্তব্য দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা যে সব কর্ম-সম্পদিত হয়েছে এবং তিনি সাহাবীগণের যেসব কথা কাজ অনুমোদন করেছেন সবই হাদিস। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস সবই সহিহ, কিন্তু সনদ ও বর্ণনাকারীদের সংখ্যা, গুণাগুণ ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা ইত্যাদির বিবেচনায় মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এ শ্রেণিবিভাগের ফলে হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে; হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা স্পষ্ট হয়েছে। উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে গুরুত্বের বিবেচনায় নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

উলূমুল হাদিসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ক. (ইলমুল হাদিস বির-রিওয়ায়াহ) রিওয়ায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদিস। যে শাস্ত্রে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হাদিসগুলো পৌঁছার প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন সূত্রে পৌঁছেছে না অবিচ্ছিন্ন সূত্রে পৌঁছেছে এবং রাবীদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের স্মৃতিশক্তি, সংরক্ষণগুণ, বিশ্বস্ততা এবং তিনি গ্রহণযোগ্য না যয়ীফ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুল হাদিস বির-রিওয়ায়াহ বলা হয়।

খ. (ইলমুল হাদিস বিদ্-দিরায়াহ) অর্থ ও ভাব অনুধাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদিস। যে শাস্ত্রে আরবি ভাষার নিয়ম-কানুন ও শরীয়তের মূলনীতির আলোকে হাদিসের আক্ষরিক অর্থ ও ভাবার্থ এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য তা থেকে উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুল হাদিস বিদ্-দিরায়াহ বলা হয়।

গুরুত্বের বিবেচনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

▪ কাওলি হাদিস

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত কথা বা বাণীকে কাওলি হাদিস বা বক্তব্যমূলক হাদিস বলা হয়। যেমন– 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধাংশ'।

▪ ফি'লি হাদিস

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যে সকল কাজ সম্পাদন করেছেন এবং কোন সাহাবি সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তাকে 'ফি'লি হাদিস' বলা হয়। যথা: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন"।

▪ তাকরীরী হাদিস

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে তাঁর সম্মুখে সাহাবি শরীয়াত সম্বন্ধে কোন কথা বলেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থেকে মৌনসম্মতি জানিয়েছেন অথবা তার প্রতিবাদ করেননি তাকে তাকরীরী হাদিস বা অনুমোদনমূলক হাদিস বলা হয়। যেমন, কোন সাহাবি বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে এরূপ কাজ সম্পাদন করেছি ইত্যাদি"।

❖ হাদিসে কুদসী

উপরের এই তিন প্রকার হাদিস ব্যতীত আরো এক প্রকার হাদিস আছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর গোপন ওহি রূপে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তিনি সরাসরি বর্ণনা করতেন; তবে ঐ হাদিসের ভাষা ছিলো রাসূলের, কিন্তু ভাব আল্লাহর– একে 'হাদিসে কুদসী' বলা হয়। যথা–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : الصوم لى وانا اجزى به

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করেন, মহান আল্লাহ বলেছেন: "রোযা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব"।

❖ অপরদিকে সনদ বা রাবী পরম্পরার দিক থেকে হাদিসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- **মারফূ:** যে সব হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।
- **মাওকুফ:** যে সব হাদিসের বর্ণনা সূত্র সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলা হয়।
- **মাকতূ:** যে সনদ সূত্রে কোন তাবিঈর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাকতূ হাদিস বলা হয়।
- সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিচারে মাকবূল হাদিস প্রধানত দুই প্রকার:
  (ক) সহিহ হাদিস, (খ) হাসান হাদিস।
- যে হাদিস অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই পূর্ণ আদিল বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, দ্বীনদ্বার এবং উন্নত শিষ্টাচারের অধিকারী হবেন এবং পূর্ণ স্মৃতিশক্তির বা সংরক্ষণ গুণের অধিকারী হবেন। আর বর্ণনাটি যদি তাদের চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরিপন্থি না হয় এবং বর্ণনায় যদি কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি না থাকে তাহলে এ ধরনের হাদিসকে সহীহ বলা হয়।

- সহিহ হাদিসকে মূলত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়:
  ১. (সহীহলি-যাতিহি) স্ব-বৈশিষ্ট্যে সহীহ।
  ২. (সহীহলি-গাইরিহি) অন্যের সমর্থনের কারণে সহিহ।

- সনদের বিচার বিশ্লেষণে যে হাদিস সাহাবীর স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয় না, কিন্তু যয়ীফের স্তরভুক্ত বলেও গণ্য করা যায় না এ ধরনের হাদিসকে হাসান বলা হয়।
- হাসান দুই প্রকার:
  (ক) (হাসান লি-যাতিহি) (খ) (হাসান লি-গাইরিহি)।

আল-হাদিসের গুরুত্ব ও সনদের দিক থেকে প্রকারভেদ

সনদের দুটি প্রকারভেদ:

ক. মুত্তাসিল
খ. মুনকাতে

মুত্তাসিল: যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সংরক্ষিত, কোনো স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদিস বলে।

মনুকাতে: যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, কোন স্তরে রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতে হাদিস বলে।

- গ্রহণযোগ্যতার বিচারে হাদিসকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা:

১. মাকবূল (গ্রহণযোগ্য),
২. মারদূদ (অগ্রহণযোগ্য)।

১. **মাকবূল হাদিস:** এমন ধরনের রিওয়ায়াতকে মাকবূল বলা হয় যাতে রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলী বিদ্যমান রয়েছে। রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত চারটি:
   ক. সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছন্ন হওয়া।
   খ. বর্ণনাকারীগণ আদিল (বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ) সাবিত (বা পূর্ণ স্মরণ শক্তির অধিকারী/সংরক্ষণ গুণের অধিকারী) হওয়া।
   গ. রিওয়ায়াতটি শায না হওয়া।
   ঘ. রিওয়ায়াতটি মু'আল্লাল বা ত্রুটিযুক্ত না হওয়া।

- **মাকবূল হাদিসের প্রকারভেদ**

মাকবূল রিওয়ায়াতসমূহকে প্রথম দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

১. মুতাওয়াতির (বহু সূত্রে বর্ণিত),
২. খরবে ওয়াহিদ (সীমিত সূত্রে বর্ণিত)।

মুতাওয়াতির: যে সহিহ হাদিস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যাদের সংখ্যাধিক্যতা ও বাসস্থানের ভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির হাদিস বলে।

খরবে ওয়াহিদ: কোন রিওয়ায়াতে মুতাওয়াতির হওয়ার শর্তাবলি বিদ্যমান না থাকলে তাকে খরবে ওয়াহিদ বলা হয়।

বর্ণনার সূত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে খরবে ওয়াহিদ তিন প্রকার–

ক. মাশহুর, খ. আযীয, গ. গরীব।

ক. মাশহুরঃ মশহুর বলা হয় যা প্রতি স্তরে তিন বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত। তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত পৌছেনি।

খ. আযীযঃ যে বর্ণনা সূত্রের কোন স্তরে মাত্র দু'জন বর্ণনাকারী থাকে এবং অন্যান্য স্তরে বর্ণনাকারী সংখ্যা দু'য়ের চেয়ে কম থাকবে না, তাকে আযীয বলা হয়।

গ. গরীবঃ কোন হাদিসের সনদের যে কোন স্তরে যদি একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয় তাহলে সেই হাদিসটি গরীব বলে।

মারদূদঃ যে হাদিসের সনদের মাঝে গ্রহণযোগ্য হওয়ার এক বা একাধিক শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে বর্ণনাকারীর সত্যবাদী হওয়ার দিকটি প্রাধান্য পায়নি এরূপ হাদিসকে মারদূদ বলা হয়। হাদিস মাকবূল হওয়ার যেসব শর্ত শরীয়তে রয়েছে তা বিদ্যমান না থাকলেই সে হাদিসকে মারদূদ বলা হয়। হাদিস মাকবূল হওয়ার জন্য মোট শর্ত ছয়টি।

১. ইত্তিসাল সূত্রের ধারাবাহিকতা;
২. আদাল (আদালত) রাবীর বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা;
৩. যাবত-রাবীর প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী হওয়া;
৪. রিওয়ায়াতটিতে শায না থাকা;
৫. কোন ইল্লাত না থাকা;
৬. যে দুর্বলতাগুলো দূরীভূত করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে দুর্বলতা দূরীকরণের উপায় বিদ্যমান থাকা।

যয়ীফঃ যে হাদীসে হাসান হওয়ার শর্তাবলি সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিকভাবে বিদ্যমান নেই তাকে যয়ীফ বলা হয়।

আল্লামা ইবনুস সালাহ বলেন, যে হাদিসে সহহি হওয়ার শর্তাবলী কিংবা হাসানের শর্তাবলি বিদ্যমান নেই তাকে যয়ীফ বলে।

হাদিস যয়ীফ হওয়ার মূল কারণ দুটি–

১. সনদ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়ার কারণে যয়ীফ।

সনদ থেকে রাবী বাদ পড়ে যাওয়ার কারণে যয়ীফ হাদিসের প্রকারভেদ বর্ণনাসূত্র থেকে বর্ণনাকারী পড়ে যাওয়া বা বিচ্যুত হওয়ার অর্থ হল সূত্রের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়া। সূত্র থেকে বর্ণনাকারীর বিচ্যুতির বিষয়টি বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। বিচ্যুতির বিষয়টি স্বেচ্ছায় হতে পারে আবার অনিচ্ছাকৃতভাবেও হতে পারে। আবার বিচ্যুতির বিষয়টি সনদের শুরুতেও হতে পারে, মধ্যভাগেও হতে পারে আবার শেষভাগেও হতে পারে। এরূপ বিভিন্ন বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

২. বর্ণনাকারী সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে যয়ীফ।

- হাদিস ও হাদিসে কুদসীর মাঝে পার্থক্য করার জন্য কতিপয় বিষয় বিষয় জানতে হবে। যেমন– (ক) মুসালসাল, (খ) মু'আন'আন, (গ) মুআন্নান, (ঘ) মুহকাম, (ঙ) নাসেখ ও মানসূখ, (চ) রাজেহ/মারজুহ, (ছ) আদালত, (জ) যাবত ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইসলামী শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস কোনটি?
ক. ইজমা
খ. আল-কুরআন
গ. আল-হাদিস
ঘ. কিয়াস

২. সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিচারে মাকবূল হাদিস প্রধানত কত প্রকার?
ক. তিন প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. ছয় প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার

৩. হাদিস মাকবূল হওয়ার জন্য মোট শর্ত কয়টি?
ক. আটটি
খ. ছয়টি
গ. সাতটি
ঘ. নয়টি

৪. যে হাদিসের প্রতিটি স্তরে তিন বা ততোধিক রাবী রয়েছেন কিন্তু তা মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেনি তাকে কি বলে?
ক. মশহুর
খ. আযীয
গ. গরীব
ঘ. যয়ীফ

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ, ৩. খ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মাকবূল হাদিসের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত কয়টি এবং কী কী?
২. ইলমুল হাদিস বির-রিওয়ায়াহ কাকে বলে? বর্ণনা করুন।
৩. আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় আল-হাদিসের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বর্ণনার সূত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে খবরে ওয়াহিদ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দিন।
২. আল-হাদিস অধ্যয়নে হাদিস শাস্ত্রের মূলনীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.২: আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় আল-হাদিসের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল-কুরআনের মাধ্যমে আল-হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদিসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনে হাদিসের মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল-হাদিসের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিত্র আলোচনা করতে পারবেন।

হাদিসের গুরুত্ব

আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং আল-হাদিসের অনুসরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে জীবন গঠন করতে হবে এবং হাদিসের ভিত্তিতেই আমাদেরকে কুরআনের নির্দেশাবলি পালন করতে হবে। বস্তুত হাদিসের সাহায্য ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কুরআনের বিধান পালন করা, ইসলামী জীবন গঠন সম্ভব নয়। আমাদের জীবন চলার অন্যতম পাথেয় হাদিস। তবে অবশ্যই আমাদেরকে বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদিসের ওপর নির্ভর করতে হবে। হাদিস বাদ দিয়ে কোনোভাবেই সামগ্রিকভাবে কুরআন মেনে চলা সম্ভব নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন, পরিচয়, বিশ্বস্ততা, সততা, নবুয়ত ইত্যাদি কোনো তথ্যই হাদিসের মাধ্যমে ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তিনি কিভাবে কুরআন লাভ করলেন, শিক্ষা দিলেন এবং তা কীভাবে গ্রন্থাবদ্ধ হলো তার কোন কোনো কিছুই হাদিসের তথ্যাদি ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

যদি কেউ হাদিস অস্বীকার করে শুধু কুরআনকেই দ্বীন ইসলামের একমাত্র উৎস মনে করে, তাহলে সে কুরআনের ওই সমস্ত আয়াতকেও কার্যত অস্বীকার করে, যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে– হাদিস ও সুন্নাত দ্বীনের উৎস এবং শরীয়তের স্বতন্ত্র দলীল। যদি কেউ সেটা স্বীকার না করে তবে তা হবে কুরআন অস্বীকার করার নামান্তর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“সেই আল্লাহ নিরক্ষর লোকদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন। এতে করে যাতে তিনি তাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দান করেন। এর এই লোকেরাই ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত ছিল”। (সূরা জুমআ: আয়াত ০২)

ইবনে কাসিরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই আয়াতে ওহীর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: (ক) কুরআন তেলাওয়াত, (খ) পরিশুদ্ধকরণ, (গ) কিতাবের শিক্ষা ও (ঘ) প্রজ্ঞার শিক্ষাদান। এখানে কিতাবের শিক্ষা বলতে কুরআনের তাফসির ও ব্যাখ্যার কথা বোঝানো হয়েছে। আর প্রজ্ঞা অর্থ হাদিস ও সুন্নাত।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না পারস্পরিক বিবাধে তারা আপনাকে মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে নেয়। অতঃপর আপনার মীমাংসায় তাদের মনে কোনো ধরনের সঙ্কোচ না আসে এবং তা পূর্ণরূপে মেনে নেয়" (সূরা নিসাঃ আয়াত ৬৫)।

এ আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের আনুগত্য শুধু যে আবশ্যক তা নয়; বরং মুমিন হওয়ারও পূর্বশর্ত। সেই আদেশ-উপদেশ ও কর্মপন্থা পরিপালন মূলত হাদিস।

আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুটি বিষয় প্রদান করেছেন: 'কিতাব' (পুস্তক) ও 'হিকমাহ' (প্রজ্ঞা)। স্বভাবতই কুরআনও প্রজ্ঞা ও হিকমাহ। তবে বারংবার পৃথকভাবে উল্লেখ করা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুরআনের অতিরিক্ত 'প্রজ্ঞা' বা জ্ঞান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেছিলেন এবং তিনি কুরআন ছাড়াও অতিরিক্ত অনেক শিক্ষা মানবজাতিকে প্রদান করেছেন এ 'প্রজ্ঞা' থেকে। কুরআনের অতিরিক্ত যে শিক্ষা তিনি প্রদান করেছিলেন তাই 'হাদিস'-রূপে সংকলিত। 'হাদিস' ছাড়া তাঁর 'প্রজ্ঞা' জানার ও মানার আর কোনো উপায় নেই। কাজেই কুরআনের নির্দেশ অনুসারেই আমাদেরকে কুরআন ও হাদিসের অনুসরণে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"কোনো মুমিন নারী-পুরুষের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ দিলে সে কাজে প্রশ্ন করবে। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে স্পষ্ট গোমরাহিতে নিপতিত হলো" (সূরা আহযাব: আয়াত ৩৬)।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনকে ইমানের জন্য অপরিহার্য ও মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্যতাকে আল্লাহ অবাধ্যতার সাথে তুলনা করেছেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস তথা বাণী ও কর্ম যদি শরীয়তের অন্যতম দলীল না হতো তবে উক্ত আয়াতে এতো কঠোর সাবধান বাণী দেওয়া হতো না।

'ওহী'র মাধ্যমে যে নির্দেশনা মানবজাতি লাভ করে তার বাস্তব প্রয়োগ ও পালনের সর্বোচ্চ আদর্শ হন 'ওহী-প্রাপ্ত নবীগণ' ও তাদের সাহচর্যপ্রাপ্ত সঙ্গীগণ। তাদের জীবনাদর্শই মূলত অন্যদের জন্য 'ওহী'র অনুসরণ ও পালনের একমাত্র চালিকাশক্তি। এ জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্ম-প্রচারক ও তাঁর শিষ্য, প্রেরিত বা সহচরদের জীবন, কর্ম ও আদর্শকে 'ধর্ম' পালনের মূল উৎসরূপে সংরক্ষণ ও শিক্ষাদান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন, কর্ম, ত্যাগ, ধৈর্য, মানবপ্রেম, আল্লাহর ভয়, সত্যের পথে আপসহীনতা ইত্যাদি 'হাদিস' ছাড়া জানা সম্ভব নয়। একজন মুসলমানকে হাদিস থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই হলো তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এতে অতি সহজেই তাঁকে কুরআন থেকে এবং ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হয়।

কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আনুগত্য ছাড়াও তাঁকে 'অনুসরণ' করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, এতে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন” (সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত ৩১)।

আনুগত্য অর্থ আদেশ-নিষেধ পালন করা। কারো অনুসরণের অর্থ অবিকল তার কর্মের মত কাজ করা। হাদিসের ওপর নির্ভর না করলে কোনোভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কুরআন কারীমে আদেশ-নিষেধ উল্লেখ করা হলেও কোথাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম ও জীবন রীতি আলোচিত হয়নি। এজন্য কুরআন দেখে রাসূলুল্লাহ'র 'অনুসরণ' করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। কাজেই কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আল্লাহর ভালোবাসা ও ক্ষমা লাভ করতে হলে অবশ্যই হাদিসের বর্ণনা অনুসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতে হবে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশরঃ আয়াত ০৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুদীর্ঘ নবুওয়তি জীবনে তাঁর সাহাবিকে অনেক বিষয় শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ সকল শিক্ষা ও নির্দেশনাও 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন'-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই 'রাসূল যা দিয়েছেন' সবকিছু গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে কুরআনের পাশাপাশি হাদিসের ওপর নির্ভর করতে হবে।

হাদিসের ওপর নির্ভর না করলে 'কুরআন' মানাও সম্ভব নয়। কুরআনুল কারীমে সকল কিছুর বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তা সবই শুধু 'মূলনীতি' বা 'প্রাথমিক নির্দেশনা' রূপে। কুরআনের অধিকাংশ নির্দেশই 'প্রাথমিক নির্দেশ', ব্যাখ্যা ছাড়া যেগুলো আমল করা সম্ভব নয়। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হলো 'সালাত' বা নামায। কুরআনে বহু স্থানে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সালাত আদায়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়নি। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রুকু করার ও সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'যেভাবে তোমাদেরকে সালাত শিখিয়েছি সেভাবে সালাত আদায় করো'। কিন্তু কুরআনে কোথাও সালাতের এ পদ্ধতিটি শেখানো হয়নি। 'সালাত' বা 'নামায' কী, কখন তা আদায় করতে হবে, কখন কত রাক'আত আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাক'আত কী পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাক'আতে কুরআন পাঠ কিভাবে হবে, রুকু কয়টি হবে, সিজদা কয়টি হবে, কীভাবে রুকু ও সিজদা আদায় করতে হবে এসব কিছুই কুরআনে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কুরআনের নির্দেশ পালন করতে হলে আমাদেরকে হাদিসের ওপর নির্ভর করতে হবে। এভাবে কুরআনুল কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই হাদিসের ব্যাখ্যা ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়।

কুরআনে কিছু নির্দেশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। যেমন কোথাও মদ, জুয়া ইত্যাদিকে বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও তা অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কাফির ও অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও সকল প্রকার বিরোধিতা ও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদিসের নির্দেশনা ছাড়া এ সকল নির্দেশের কোনটি আগে, কোনটি পরে এবং কিভাবে সেগুলো পালন করতে হবে তা জানা যায় না। এজন্য হাদিস বাদ দিলে এ সকল আয়াতের ইচ্ছামত ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ হয়ে যায়।

মূলত এজন্যই ইহুদি, খ্রিষ্টান, কাদিয়ানী, বাহাঈ প্রমুখ সম্প্রদায় হাদিসের বিরুদ্ধে ঢালাও অপপ্রচার চালায়। তাদের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। তারাও জানে যে, হাদিসের সাহায্য ছাড়া কোনোভাবেই কুরআন মানা যায় না। শুধু সরল প্রাণ মুসলিমকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই তারা মূলত 'কুরআনের' নাম উল্লেখ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস কোনটি?
ক. আল-ইজমা
খ. আল-কুরআন
গ. আল-হাদিস
ঘ. আল-কিয়াস

২. সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিচারে মাকবূল হাদিস প্রধানত কত প্রকার?
ক. তিন প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. ছয় প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার

৩. হাদিস মাকবূল হওয়ার জন্য মোট শর্ত কয়টি?
ক. আটটি
খ. ছয়টি
গ. সাতটি
ঘ. নয়টি

৪. যে হাদিসের প্রতি স্তরে তিন বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত পৌছেনি, তাকে কী বলে?
ক. মশহুর
খ. আযীয
গ. গরীব
ঘ. যয়ীফ

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ, ৩. খ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় আল-হাদিসের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
২. দৈনন্দিন জীবনে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদিসে প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. আল-কুরআনে আল-হাদিস পরিপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে কী কী নির্দেশনা রয়েছে? বর্ণনা করুন।
৩. ইসলাম পরিপালনে আল-হাদিসের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিত আলোচনা করুন।

পাঠ ২.৩: হাদিস, খাবর ও আছার–এর মধ্যে পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইলমে হাদিসের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস, খাবর ও আল-আছারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- হাদিস, খাবর ও আল-আছার সম্পর্কে হাদিস বিশারদদের বিভিন্ন অভিমত ও সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনে হাদিস শব্দের ব্যবহার ও এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কি ধরনের নির্দেশনা দিয়েছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

আল-হাদিসের পরিচয়

আল-হাদিস হলো ওহীর মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের এমন এক উৎস বা আকর যা সকল প্রকার দ্বিধা-সংশয় ও শুবাহ-সন্দেহ মুক্ত। তাই আল-হাদিস দ্বারা লব্ধ জ্ঞান আইনুল ইয়াকীনের পর্যায়ভুক্ত।

আভিধানিক অর্থ

হাদিস আরবি শব্দ। আরবি অভিধান ও কুরআনের ব্যবহার অনুযায়ী ‘হাদিস’ শব্দের অর্থ কথা, বাণী, বার্তা, সংবাদ, বিষয়, খবর ও ব্যাপার ইত্যাদি।

- আল-মু'জামুল ওয়াফী গ্রন্থে বলা হয়েছে: হাদিস "حديث" শব্দটি অভিধাানে নতুন, নবীন, আধুনিক, সাম্প্রতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে আল-হাদিস দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস তথা তাঁর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে বোঝায়।
- হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি গ্রন্থে বলা হয়েছে–

الحديث لغةالجديد و يجمع علي أحاديث علي خلاف القياس-

অর্থাৎ আল-হাদিস "الحديث" নতুন বস্তু বা নব সৃষ্ট বিষয় কিংবা বস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর বহুবচন "الأحاديث" ব্যবহৃত হয়েছে। এর বিপরীত হলো আল-কাদীম "القديم" বা পুরাতন, অনাদি, অনন্ত।

পারিভাষিক অর্থ–

- আল-হাদিসের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে ফাতহুল মুগীস সাখাবী গ্রন্থে বলা হয়েছে:

  ما أضيف إلي النبي (صلي) من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حتي الحركات والسكات في اليقظة والمنام-

  অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ, মৌন অনুমোদন, তাঁর গুণাবলী এমনকি নিদ্রা ও জাগরণের যাবতীয় আচার-আচরণকে আল-হাদিস বলা হয়।
- প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ আল্লামা জাওহারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর صحاح নামক গ্রন্থে বলেন:

الحديث ما أضيف إلي النبي صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة-

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত কথা, কাজ, মৌন অনুমোদন ও গুণাবলিকে হাদিস বলে।

- আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেছেন, সাহাবী ও তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে এবং তাদের ফাতওয়াকেও হাদিস নামে অভিহিত করা হয়।

মোটকথা হাদিস শুধু একটি আভিধানিক শব্দ নয়। মূলত হাদিস শব্দটি ইসলামের এক বিশেষ পরিভাষা। সে হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কাজের বিবরণ কিংবা কথা ও কাজের সমর্থন এবং অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হওয়াকেই হাদিস নামে অভিহিত করা হয়।

আল-কুরআনে হাদিস শব্দের ব্যবহার

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়েছেন–

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

“এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন”। সূরা দুহা: আয়াত ১১

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা হাদিস শব্দের ব্যবহার করেছেন। এখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, ওয়াহীর মাধ্যমে রিসালাতের যে নিয়ামত আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা মানুষের নিকট বর্ণনা করুন। এই প্রত্যাদেশেরই পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামগ্রিক জীবনে। তিনি সেই নিয়ামতেরই বর্ণনা করেছেন তাঁর সারা জীবনের কথোপকথনে, কাজকর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে। তাই জেনে শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে মিথ্যা কথার অবতারণা করা জঘণ্য অপরাধ এবং জাহান্নামী হওয়া উপযোগী। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

من حدث عني بحديث يري انه كذب فهو احد الكاذبين

“যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে বুঝে শুনে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করবে সে মিথ্যাবাদীদের একজন”।

আল-খাবর-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

আল-খাবর (الخبر) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সংবাদ, বিবরণ, বর্ণনা ইত্যাদি। বস্তুত পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ হাদিস বর্ণনা করার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনদের কথা, কাজ ও অনুমোদনের সংবাদ দিয়েছেন, এজন্য একে খাবর বলা যুক্তিসঙ্গত।

পারিভাষিক অর্থ

খাবরের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়–

ক. খাবর শব্দটি হাদিসের সমার্থক। অতএব খবরের সংজ্ঞা হবে হাদিসের সংজ্ঞার অনুরূপ।

খ. খাবর শব্দটি হাদিসের চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। এ মতের প্রবক্তারা খবরের সংজ্ঞায় বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন কিংবা অন্য কারো থেকে যা কিছু বর্ণিত তাকে খবর বলে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত তাকে হাদিস বলে।

গ. খাবর শব্দটি হাদিসের চেয়ে ভিন্ন অর্থবোধক। এমতের প্রবক্তারা খাবরের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তাকে খাবর বলে। আর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত তাকে হাদিস বলে। এজন্যই শরীয়তে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনা করেন তাদেরকে মুহাদ্দিস বা হাদিসবিশারদ বলা হয় এবং যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণনা করেন তাদেরকে আখবারী, মুয়াররিখ বা ইতিহাসবিদ বলা হয়।

আল-আছার-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

আল-আছার (الاثار) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ধ্বংসাবিশেষ, নিদর্শন, শেষচিহ্ন, অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। এ অর্থের প্রেক্ষিতেই নবী, সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা, কাজ ও অনুমোদনের বর্ণনাকে আছার বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ

আছার শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস-এর অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদিস ও আছার-এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাদের মতে সাহাবি থেকে শরীয়াত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীয়ত সম্পর্কে সাহাবি নিজস্বভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করেননি। অন্যভাবে আছারের পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে দুই ধরনের অভিমত পাওয়া যায়–

ক. আল-আছার শব্দটি হাদিসের সমার্থক। অতএব-এর সংজ্ঞা হাদিসের সংজ্ঞার অনুরূপ হবে। এটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত। এ অর্থের প্রেক্ষিতেই ইমাম তাহাবী তাঁর কিতাবের নামকরণ করেছেন শারহু মাআনিল আছার (شرح معاني الاثار)। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসসমূহ সংকলন ও তাঁর ব্যাখ্যাই এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। যদিও তাতে সাহাবী ও তাবেঈদের বর্ণনা রয়েছে।

খ. খোরাসানী ফিকাহবিদদের অভিমত অনুসারে আছার-এর সংজ্ঞা হলো:

ما أضيف إلي الصحابة والتابعين من الاقوال و الأفعال

অর্থাৎ সাহাবি ও তাবেঈদের কথা ও কাজের বিবরণকে আছার বলা হয়।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাদিসের সংজ্ঞায় সাহাবী ও তাবেঈদের কথা কাজ ও ফাত্ওয়াও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। অতএব সারকথা এই দাঁড়ায় যে, الاثار, خبر, حديث মূলত সমার্থবোধক। যদিও কারো কারো মতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

তবে আমরা মনে করি যে, হাদিসের সংজ্ঞায় সাহাবী ও তাবেঈদের কথা কাজ ও অনুমোদনকে যদিও সাধারণভাবে হাদিস নামে অভিহিত করা হয়; তথাপি নবী, সাহাবী ও তাবেঈদের মর্যাদার দিক বিবেচনায় এগুলোর মাঝে পার্থক্য থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। সম্ভবত এজন্যই মুহাদ্দিসগণ ব্যাপক অর্থে নবী, সাহাবী ও তাবেঈদের কথা, কাজ ও অনুমোদন সংক্রান্ত বর্ণনাকে হাদিস বললেও প্রত্যেক শ্রেণির জন্য পৃথক নাম নির্ধারণ করেছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিসে মারফু বলা হয়। আর সাহাবীদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিসে মাওকুফ বলা হয়। পক্ষান্তরে তাবেঈদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিসে মাকতূ ও ফাত্ওয়া বলা হয়।

হাদিস, খাবর ও আছার-এর মধ্যে পার্থক্য– (الفرق بين الحديث والخبر والأثر)

হাদিসের শাব্দিক অর্থ হলো জাদিদ বা নতুন এবং খাবর এর শাব্দিক অর্থ আন-নাবাউ বা সংবাদ–

الحدث لغة -الجديد و الخبر لغة–النباء ومجمع علي احاديث علي خلاف القياس-

খাবরের শাব্দিক অর্থ সংবাদ-এর বহুবচন আখবার–

الخبر لغة: النباء وجمعة اخبار

আছার-এর শাব্দিক অর্থ যা কিছু অবশিষ্টাংশ–

الأثر لغة: بقيت الشي

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হাদিস শব্দের শাব্দিক অর্থ কি?
ক. পুরাতন বস্তু
খ. নতুন বস্তু
গ. মুহাদ্দিসিনের অভিমত
ঘ. ফিকহি ব্যাখ্যা

২. আখবারী, মুয়াররিখ বা ইতিহাসবিদ কাকে বলা হয়?
ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনাকারী
খ. কুরআনের তাফসীরকারক
গ. যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনাকারী
ঘ. হাদিস বর্ণনাকারী

৩. ইসলামি শরীয়তে মুহাদ্দিসিন কাকে বলা হয়?
ক. যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনা করেন
খ. যারা সাহাবিদের সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনা করেন
গ. যারা খলিফাদের সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনা করেন
ঘ. যারা তাবেয়িদের সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনা করেন

৪. আছার শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
ক. পুরাতনকে অস্বীকার করা
খ. কোন বস্তু নতুন রূপে রূপান্তরিত হওয়া
গ. মাইল ফলক
ঘ. নিদর্শন, শেষচিহ্ন বা অবশিষ্টাংশ

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. ক, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. খাবর-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন।
২. হাদিস ও আছারের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. আল-হাদিসের পারিভাষাকি অর্থ কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আল-হাদিস ও আল-আছার সম্পর্কে বিবরণ দিন।
২. আল-হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতিতে হাদিস, খাবর ও আছারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ ২.৪: ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে হাদিসের প্রভাব ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ব্যক্তি জীবনে হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সামাজিক জীবনে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কুরআনের নির্দেশনাবলী ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে পরিপালনে হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইসলামী শরীয়তের আলোকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠনে হাদিসের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবেন।

হাদিসের প্রভাব ও গুরুত্ব

দৈনন্দিন জীবনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ন্যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে হাদিস শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। হাদিস হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনালেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামি শরীয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুরআনে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদিসে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সালাত ও যাকাতের কথা বলা যেতে পারে। কুরআনে শুধু বলা হয়েছে– "সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো"। কিন্তু কীভাবে সালাত কায়েম করতে হবে এবং কীভাবে যাকাত দিতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। হাদিস ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য হাদিস শিক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের গুরুত্ব

রাসূলের আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা এককথায় তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ও কর্মময় জীবন ইসলামি শরীয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে মানব জাতি সকল কাজে কর্মে অনুসরণ করে চলবে, তাঁর বাস্তব জীবনধারাকে অনুসরণ করবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَاأَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ

"আমি রাসূল পাঠিয়েছি এ জন্যে যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে"। (সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো"। (সূরা আনফাল আয়াত– ২০)

রাসূলের অনুগত্য করা বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ নিষেধ ও অনুসৃত রীতি-নীতি মেনে চলা বোঝায়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ নিষেধ ও তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাত্যহিক জীবনে হাদিসের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া এবং ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্যই হাদিস অপরিহার্য। উম্মতে মুহাম্মদীর দৈনন্দিন চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল কাজে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিচার-আচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকর্মের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পাদনের জন্য হাদিসের প্রয়োজন। হাদিস অস্বীকার করার অর্থ হল ইসলামকেই অস্বীকার করা। কেননা আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো"। (সূরা হাশর, আয়াত ৭)

সূতরাং প্রত্যাহিক জীবনে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরআন বোঝার জন্য হাদিসের গুরুত্ব

হাদিসের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সকল বিধি-বিধান সঠিক ও যথাযথভাবে বোঝা ও আমল করা দুঃসাধ্য। সুতরাং কুরআনের মর্ম সঠিকভাবে বুঝতে হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংশ্লিষ্ট যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা অবশ্যই জানতে হবে। কারণ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা জীবনই কুরআনের ব্যাখ্যা। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা-এর নিকট কিছুলোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী কুরআন পড়ো না? তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন, কুরআনই তাঁর চরিত্র"। অতএব হাদিস ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানা, বোঝা ও অনুসরণের কোনো উপায় নেই। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যও হাদিসের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব

হাদিস ইসলামের ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস। হাদিস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চর্চার পথ উন্মোচিত হয়েছে। হাদিস বর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তির জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে বিপুলায়তন নতুনত্বের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস গড়ে ওঠেছে। হাদিসের মাধ্যমে সমকালীন আরবসহ সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি ও জীবন যাত্রার তথ্য মিলে। এ ছাড়াও পৃথিবীর আদি ইতিহাসের অনেক নির্ভুল-সঠিক তথ্যও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হাদিস

হাদিস কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয়; বরং তা তাঁর সকল কর্মতৎপরতার পূর্ণাঙ্গ দলিল। ধর্ম, যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন–

"ইলমে হাদিস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদিস সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর সাহাবিদের কথা, কাজ ও সমর্থন বিধৌত। বস্তুত হাদিস অন্ধকারে আলোক স্তম্ভ,

যেন সর্বদিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণ শশী। যে ব্যক্তি-এর অনুসারী হবে, একে আয়ত্ত করবে, সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে; সে লাভ করবে বিপুলায়তন কল্যাণের ফলগুধারা"।

হাদিস অনুসরণে কুরআনের নির্দেশ

ইসলামি শরীয়তের নিরিখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, কথা-বার্তা তথা গোটা জীবনই উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"আল্লাহর রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ"। (সূরা আহযাব, আয়াত– ২১)

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যও তাই। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّلِيُطَاعَ

"রাসূলকে অনুসরণের জন্যই প্রেরণ করেছি"। (সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ

"বলুন, অনুসরণ করো আল্লাহ ও রাসূলের"। (আলে ইমরান, আয়াত ৩২)

সুতরাং রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁর সামগ্রিক জীবন তথা হাদিসের প্রামাণ্য দলিল অনুসরণ করা ঈমানদার হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হাদিস

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাযথভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইসলাম জানতে- বোঝতে ও ইসলামি জীবনব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে রাসূলের হাদিস বা আদর্শের কোনো বিকল্প নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন। সমাজে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ থেকে দুঃখ-দুর্দশা বিদায় করে দিয়েছেন। সমাজকে সকল প্রকার কলুষমুক্ত রাখার জন্য আইন বিধান দিয়েছেন। সমাজকে অন্যায়, অবিচার ও নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস জীবনে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। হাদিস গ্রন্থসমূহের তাফসীর অধ্যায়সমূহই তার প্রমাণ।

যেসব আয়াতের সঠিক অর্থ সাহবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বোঝতে পারতেন না তা নিয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে সাহাবীদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করতেন। যেমন আল্লহ তা'আলা বলেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোনো প্রকার জুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি" এ আয়াত যখন নাযিল হলো তখন এটা সাহাবীদের মাঝে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য জানার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে তার ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি? (সহীহ বুখারী) তাঁদের এ প্রশ্ন শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝতে পারলেন যে, সাহাবীগণের নিকট এই আয়াতটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যেরূপ ধারণা করেছ, আয়াতের অর্থ তা নয়। এখানে যুলুম অর্থ শিরক। তোমরা কি শোননি, লোকমান (আ) তার পুত্রকে বলেছেন- "হে প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক মহাঅপরাধ"।

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(সূরা লোকমান, আয়াত ১৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে পেরে সাহাবিগণ প্রশান্তি লাভ করলেন। এ কারণে আল-কুরআনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জানার জন্য বিশ্ব মুসলিম রাসূলের হাদিসের একান্ত মুখাপেক্ষী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাখ্যা ব্যতীত আল-কুরআনের সঠিক তাৎপর্য জানার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো উপায়-সূত্র নেই।

সূতরাং ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণের দায়িত্ব রাসূলের ওপর অর্পিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আঞ্জাম দিয়েছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"তিনি তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করেন, তাদের জন্য অপবিত্র ও নিকৃষ্ট জিনিস হারাম করেন"। (সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৭)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো"– কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে?
ক. সূরা আনফাল– ৮: ২০
খ. সূরা লোকমান– ৩১: ১৩
গ. সূরা নিসা– ৪: ৬৪
ঘ. সূরা আহযাব– ৩৩: ২১

২. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় কিসের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে?
ক. ইসলামী গ্রন্থ
খ. সাধারণ গ্রন্থ
গ. কুরআন ও হাদিস
ঘ. যে কোনো নির্দেশনা

৩. হযরত লোকমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্রকে কী থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন?
ক. সদাচরণ
খ. উপকার করা
গ. অধ্যয়ন
ঘ. শিরক

৪. "কুরআনই তাঁর চরিত্র" এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
খ. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
গ. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
ঘ. হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যক্তি জীবনে আল-হাদিস গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২. সামাজিক জীবনে আল-হাদিসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৩. হাদিস অনুসরণে আল-কুরআনের নাযিলকৃত আয়াতের ব্যাখ্যা করুন।
৪. ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে হাদিসের মূল্যায়ন করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য হাদিসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

২. ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ইসলামী শরীয়ত পরিপালনে হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোনো প্রকার জুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি"– হাদিসের আলোকে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ২.৫: আল-হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি

উপস্থাপনা

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও ইসলামী জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করতে আল-হাদিস শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী মহল ইসলাম সম্পর্কে তাদের স্বকল্পিত ধ্যান-ধারণার পথে আল-হাদিসের সুরক্ষিত সুবিশাল ভাণ্ডারকে অন্তরায় মনে করে এবং আল-হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা তথা হুজ্জত বা প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহের ধুম্রজাল ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এতদ্‌প্রসঙ্গে আল-হাদিস অধ্যয়ন ও বিধান জানার জন্য আল-হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উলূমুল হাদিসের পরিচয় দিতে পারবেন;
- মাকবূল হাদিস ও এর শ্রেণি বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি বা উসূলে হাদিস সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ক. উলূমুল হাদিস পরিচিতি

উলূমুল হাদিস একটি পৃথক শাস্ত্র। উলূমুল হাদিস বলতে আল-হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা, নীতিমালা, সনদ, মতন, বর্ণনাকারীরদের ইতিহাস, তাদের বিশ্বস্ততা-অবিশ্বস্ততা, গ্রহণযোগ্যতা–অগ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বোঝায়। হাদিস বর্ণনা ও আহরণের ক্ষেত্রে হাদিসবিশারদগণ যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন পরবর্তীকালে সেগুলোই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

উলূমুল হাদিস এমন কতিপয় নিয়মনীতির সমষ্টিকে বলা হয়, যা দ্বারা হাদিসের গ্রহণীয় ও বর্জনীয় হওয়ার প্রেক্ষিতে সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

উলূমুল হাদিসের প্রকারভেদ

উলূমুল হাদিসকে দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. রিওয়ায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদিস (ইলমুল হাদিস বির-রিওয়ায়াহ)। যে শাস্ত্রে আমাদের পর্যন্ত হাদিসগুলো পৌঁছার প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন সূত্রে পৌঁছেছে না অবিচ্ছিন্ন সূত্রে পৌঁছেছে এবং রাবীদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের স্মৃতি শক্তি, সংরক্ষণ গুণ, বিশ্বস্ততা এবং তিনি কি গ্রহণযোগ্য, না গ্রহণযোগ্য নন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুল হাদিস বির-রিওয়ায়াহ বলা হয়।

খ. অর্থ ও ভাব অনুধাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমে হাদিস (ইলমুল হাদিস বিদ্-দিরায়াহ)। যে শাস্ত্রে আরবি ভাষার নিয়ম-কানুন ও শরীয়তের মূলনীতির আলোকে হাদিসের আক্ষরিক অর্থ ও ভাবার্থ এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য তা থেকে উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমুল হাদিস বিদ্-দিরায়াহ বলা হয়।

আল-হাদিসের প্রকারভেদ

- সংজ্ঞা হিসেবে হাদিস ৪ প্রকার। (ক) কাওলি হাদিস, (খ) ফি'লি হাদিস, (গ) তাকরীরী হাদিস, (ঘ) হাদিসে কুদসী।
- সনদ হিসেবে হাদিস ৩ প্রকার। (ক) মারফূ, (খ) মাওকুফ, (গ) মাকতূ।
- বর্ণনাকারীর সংখ্যা হিসেবে হাদিস দুই প্রকার। (ক) মুতাওয়াতির, (খ) আহাদ।

আল-হাদিস গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্ব বিবেচনায় শ্রেণি বিভাগ

- গ্রহণযোগ্যতার বিচারে হাদিসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা: (১) মাকবূল (গ্রহণযোগ্য), (২) মারদূদ (অগ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয়)।

খ. মাকবূল হাদিস ও এর শ্রেণিবিভাগ

১. মাকবূল হাদিস: এমন ধরনের রিওয়ায়াতকে মাকবূল বলা হয় যাতে রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলী বিদ্যমান রয়েছে। রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত চারটি–

- সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছন্ন হওয়া।
- বর্ণনাকারীগণ আদিল (বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ) ও সাবিত (পূর্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী) হওয়া।
- রিওয়ায়াতটি শায্ না হওয়া।
- রিওয়ায়াতটি মু'আল্লাল বা ত্রুটিযুক্ত না হওয়া।

মাকবূল রিওয়ায়াতসমূহকে প্রথম দুই ভাগে বিভক্ত। (১) মুতাওয়াতির (বহুসূত্রে বর্ণিত), (২) খরবে ওয়াহিদ (সীমিত সূত্রে বর্ণিত)।

মুতাওয়াতির দুই প্রকার: ১। সনদের প্রেক্ষিতে মুতাওয়াতির, ২। যুগের প্রেক্ষিতে মুতাওয়াতির।

মুতাওয়াতির: যে সহিহ হাদিস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যাদের সংখ্যাধিক্যতা ও বাসস্থানের ভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির হাদিস বলে।

খরবে ওয়াহিদ: কোন রিওয়ায়াতে মুতাওয়াতির হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান না থাকলে তাকে খরবে ওয়াহিদ বলা হয়।

বর্ণনার সূত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে খরবে ওয়াহিদ তিন প্রকার:

(ক) মাশহুর, (খ) আযীয, (গ) গরীব।

ক. মাশহুর: মাশহুর বলা হয় এমন হাদিসকে যা প্রতি স্তরে তিন বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেনি।

খ. আযীয: যে বর্ণনা সূত্রের কোন স্তরে মাত্র দু'জন বর্ণনাকারী থাকে এবং অন্যান্য স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা দু'য়ের চেয়ে কম থাকবে না, তাকে আযীয বলা হয়।

গ. গরীব: কোন হাদিসের সনদের যে কোন স্তরে যদি একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয় তাহলে সেই হাদিসটিকে গরীব বলে।

সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিচারে মাকবূল হাদিস প্রধানত দুই প্রকার: (১) সহীহ, (২) হাসান।

যে হাদিস অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই পূর্ণ বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, দ্বীনদার এবং উন্নত শিষ্টাচার ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তি বা সংরক্ষণ গুণের অধিকারী হবেন। বর্ণনাটি যদি তাদের চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরিপন্থি না হয় এবং বর্ণনায় যদি কোন প্রকার সূক্ষ্ম ত্রুটি বিদ্যমান না থাকে তাহলে এ ধরনের হাদিসকে সহিহ বলা হয়।

সহিহ হাদিসকে মূলত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১. স্ব-বৈশিষ্ট্য সহিহ (সহী লি-জাতিহি)।
২. অন্যের সমর্থনের কারণে সহিহ (সহী লি-গাইরিহি)।

যে হাদিসের কোনো রাবির যাবত গুণের পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদিস বলা হয়।

হাসান দুই প্রকার: (১) হাসান লি-জাতিহি, (২) হাসান লি-গাইরিহি।

মারদূদ: যে হাদিসের সনদের মাঝে গ্রহণযোগ্য হওয়ার এক বা একাধিক শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে বর্ণনাকারীর সত্যবাদী হওয়ার দিকটি প্রাধান্য পায়নি এরূপ হাদিসকে মারদূদ বলা হয়। বস্তুত হাদিস মাকবূল হওয়ার যেসব শর্ত রয়েছে তা বিদ্যমান না থাকলেই যে হাদিসকে মারদূদ বলা হয়ে থাকে।

হাদিস মাকবূল হওয়ার শর্ত ছয়টি।

১. ইত্তিসাল সূত্রের ধারাবাহিকতা;
২. আদাল (আদালত) রাবীর বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা;
৩. যাবত-রাবীর প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী হওয়া;
৪. রিওয়ায়াতটি শায না থাকা;
৫. ইল্লাত না থাকা।
৬. যে দুর্বলতাগুলো দূরিভূত করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে দুর্বলতা দূরীভূতকরণের উপায় বিদ্যমান থাকা।

যয়ীফ: যে হাদীসে হাসান হওয়ার শর্তাবলী সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিকভাবে বিদ্যমান নেই তাকে যয়ীফ বলা হয়।

আল্লামা ইবনুস সালাহ বলেন, যে হাদিসে সহিহ হওয়ার কিংবা হাসানের শর্তাবলী বিদ্যমান নেই তাকে যয়ীফ বলে।

হাদিস যয়ীফ হওয়ার মূল কারণ দুটি–

১. সনদ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়ার কারণে হাদিস যয়ীফ হয়ে থাকে।

সনদ থেকে রাবী বাদ পড়ে যাওয়ার কারণে যয়ীফ হাদিসের প্রকারভেদ বর্ণনাসূত্র থেকে বর্ণনাকারী পড়ে যাওয়া বা বিচ্যুত হওয়ার অর্থ হল সূত্রের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়া। সূত্র থেকে বর্ণনাকারীর বিচ্যুতির বিষয়টি বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। বিচ্যুতির বিষয়টি কেউ ইচ্ছা করেও ঘটাতে পারে আবার অনিচ্ছাকৃতভাবেও ঘটতে পারে। আবার বিচ্যুতির বিষয়টি সনদের শুরুর ভাগেও হতে পারে, মধ্য ভাগেও হতে পারে এবং শেষ ভাগেরও হতে পারে।

২. বর্ণনাকারী সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে হাদিস যয়ীফ হয়ে থাকে।

বর্ণনাকারী বিভিন্ন কারণে সমালোচিত ও অভিযুক্ত হতে পারে। আর এ কারণেই হাদিস সাধারণত যয়ীফ হয়ে থাকে।

গ. হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি বা উসূলে হাদিস

হাদিস বিশারদগণ নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে কতিপয় মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। যে শাস্ত্রে এ মূলনীতি নির্ণয়ের সমাহার ঘটেছে, তা উসূলে হাদিস হিসেবে পরিচিত।

মূলত হাদীসকে নির্ভেজাল ও কলুষমুক্ত রাখাই এ শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। নিম্নে উসূলে হাদিসের পরিচিতিসহ গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহ সংক্ষিপ্ত পরিসরে পেশ করা হলো।

اصول الحديث **এর পরিচিতি:** উসূলে হাদিস শাস্ত্রের পরিচয় প্রদানের বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্য হলো–

هو علم يعرف به احوال السندو المتن الحديث অর্থাৎ, যে শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে হাদিসের সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাকে উসূলে হাদিস বলে।

اصول الديث**–এর বিষয়বস্তু:** এ শাস্ত্র হাদিসের সনদ ও মতন নিয়ে আলোচনা করে বিধায় হাদিসের সনদ ও মতন এর বিষয়বস্তু।

اصول الحديث **এর উদ্দেশ্য:** সহিহ ও গায়রে সহিহ হাদিসের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইসলামী শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস কোনটি?
ক. আল-ইজমা
খ. আল-কুরআন
গ. আল-হাদিস
ঘ. আল-কিয়াস

২. সনদের নির্ভরযোগ্যতার বিচারে মাকবূল হাদিস প্রধানত কত প্রকার?
ক. তিন প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. ছয় প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার

৩. হাদিস মাকবূল হওয়ার জন্য মোট শর্ত কয়টি?
ক. আটটি
খ. ছয়টি
গ. সাতটি
ঘ. নয়টি

৪. যে হাদিসের প্রতি স্তরে তিন বা ততোধিক রাবী রয়েছে কিন্তু তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পর্যন্ত পৌছেনি তাকে কি বলে?
ক. মাশহুর
খ. আযীয
গ. গরীব
ঘ. যয়ীফ

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. খ, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মাকবূল হাদিসের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত কয়টি এবং কী কী?
২. ইলমুল হাদিস বির-রিওয়ায়াহ কাকে বলে?
৩. ইলমুল হাদিস বিদ্-দিরায়াহ কাকে বলে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আল-হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি বা উসূলুল বলতে কী বোঝেন? বর্ণনা করুন।
২. বর্ণনার সূত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে খবরে ওয়াহিদ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দিন।

পাঠ ২.৬: আল-হাদিস ও আল-কুরআনের মধ্যকার সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল-কুরআনের নির্দেশনা পালনে আল-হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস ছাড়া কুরআনের আমল করা কেন সম্ভব নয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালনের অপরিহার্যতায় কুরআনের নির্দেশনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আল-কুরআন ও আল-হাদিসের বিধান পরিপালনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে যুগে যুগে এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। তাঁরা মহান আল্লাহর বাণী লাভে করে মানুষকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করে গেছেন। এসব মহামানব আল্লাহ তাআলার একান্ত বান্দারূপে নবুওয়াত লাভ করেছেন। নবুওয়াত কোনো শিক্ষা, যোগ্যতা বা অর্জনযোগ্য বিষয়ের নাম নয়। দক্ষতা, মেধা বা প্রতিভা দিয়ে এটি লাভ করা যায় না। চর্চা, অধ্যবসায়, অনুশীলন ও সাধনা দ্বারা দুনিয়ার অনেক কিছু অর্জন সম্ভব হলেও নবুওয়াত ও রিসালাত অর্জন সম্ভব নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার মনোনয়ন। মহান আল্লাহর পয়গাম মানবজাতির কাছে বহন করে আনা এবং তা প্রচার করার উদ্দেশ্যই আল্লাহ নবী-রাসূল মনোনীত করেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল-কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠ মুজিযা, যা আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নাযিল হয়েছে। আর হাদিস ইলহাম এবং স্বপ্নযোগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাভ করেছেন। মুসলিম উম্মাহ সঠিক পথের দিশারী এই দু'টি বিষয়ই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে দু'টি মাধ্যমে, তাই কুরআন ও হাদিসের সর্ম্পক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূরা হাশরে আল্লাহ বলেন:

অর্থাৎ "রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জেনে রাখো, আমাকে দেওয়া হয়েছে কুরআন এবং তার সঙ্গে অনুরূপ আর একটি বস্তু আর তা হচ্ছে আমার সুন্নত"। (সূনানে আবু দাউদ, হা– ৪৬০৬) বিদায় হজের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটি হলো কুরআন আর অপরটি হলো আমার সুন্নাহ। যদি তোমরা এই দুটোকে আঁকড়ে থাকো তবে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না"। সুতরাং আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং আল-হাদিসের আলোকে আমাদেরকে জীবন গঠন করতে হবে।

হাদিসের ওপর নির্ভর না করলে 'কুরআন'-এর সামগ্রিক পরিচয় লাভ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিত, পরিচয়, বিশ্বস্ততা, সততা, নবুওয়াত ইত্যাদি কোনো তথ্যই হাদিসের মাধ্যমে ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তিনি কীভাবে কুরআন লাভ করলেন, শিক্ষা দিলেন ইত্যাদি কোনো কিছুই হাদিসের তথ্যাদি ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

যদি কেউ হাদিস অস্বীকার করে শুধু কুরআনকেই দ্বীন ইসলামের একমাত্র উৎস মনে করে থাকে, তাহলে সে কুরআনের ওই সমস্ত আয়াতকেও কার্যত অস্বীকার করে, যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে– হাদিস ও সুন্নাত দ্বীনের উৎস এবং শরীয়তের স্বতন্ত্র দলীল। যদি কেউ সেটা স্বীকার না করে তবে তা হবে কুরআন অস্বীকার করারই নামান্তর।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"সেই আল্লাহ নিরক্ষর লোকদের কাছে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন। তিনি তাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করেন। এর এই লোকেরাই ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত ছিলো"। (সূরা জুমআ: আয়াত ০২)

আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুটি বিষয় প্রদান করেছেন: 'কিতাব' (মহাগ্রন্থ) ও 'হিকমাহ' (প্রজ্ঞা)। স্বভাবতই কুরআনও প্রজ্ঞা ও হিকমাহ। তবে বারংবার পৃথকভাবে উল্লেখ করা থেকে বোঝা যায় যে, কুরআনের অতিরিক্ত 'প্রজ্ঞা' বা জ্ঞান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছিলেন এবং তিনি কুরআন ছাড়াও অতিরিক্ত অনেক শিক্ষা মানবজাতিকে প্রদান করেছেন এ 'প্রজ্ঞা' থেকে। সুতরাং কুরআনের অতিরিক্ত যে শিক্ষা তিনি প্রদান করেছিলেন তাই 'হাদিস'-রূপে সংকলিত। 'হাদিস' ছাড়া তার 'প্রজ্ঞা' জানার ও মানার আর কোনো উপায় নেই। কাজেই কুরআনের নির্দেশ অনুসারেই আমাদেরকে কুরআন ও হাদিসের অনুসরণে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ দিলে কোন মমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে স্পষ্ট গোমরাহিতে নিপতিত হলো' (সূরা আহযাব: আয়াত ৩৬)।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনকে ইমানের জন্য অপরিহার্য ও মুসলমানের জন্য তা আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্যতাকে আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে তুলনা করেছেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস তথা বাণী ও কর্ম যদি শরীয়তের অন্যতম দলীল না হতো তবে উক্ত আয়াতে এতো কঠোর সাবধান বাণী দেওয়া হতো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ছাড়াও অনেক কথা বলেছেন, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা যে ওহি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর নাযিল করেছেন সেগুলো ২টি শাখায় বিভক্ত।

১. ওহিয়ে মাতলু;
২. ওহিয়ে গাইরে মাতলু।

১. **ওহিয়ে মাতলু:** এমন ওহি যার শব্দ, বাক্য অর্থ, মর্ম সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে আগত। পরিভাষায় এটি আল-কুরআনুল কারিম নামে পরিচিত।

২. **ওহিয়ে গাইরে মাতলু:** এমন ওহি যার অর্থ ও মর্ম আল্লাহ প্রেরিত কিন্তু শব্দ ও বাক্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর; ইসলামের পরিভাষায় যা ওহিয়ে হাদিস ও সুন্নাহ নামে পরিচিত।

অক্ষরে অক্ষরে কুরআনের ভাষা এবং বক্তব্য দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদিসের বক্তব্য বা বিষয়বস্তুই কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করেছেন, আর ভাষা দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লামা ইবনে কাসিরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই আয়াতে ওহীর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। (ক) কুরআন তেলাওয়াত, (খ) পরিশুদ্ধকরণ, (গ) কিতাবের শিক্ষা, (ঘ) প্রজ্ঞার শিক্ষাদান। এখানে কিতাবের শিক্ষা বলতে কুরআনের তাফসির ও ব্যাখ্যার কথা বোঝানো হয়েছে। আর প্রজ্ঞা অর্থ হাদিস ও সুন্নাত।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

“আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না পারস্পরিক বিবাদে তারা আপনাকে মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে নেয়। অতঃপর আপনার মীমাংসায় তাদের মনে কোনো ধরনের সঙ্কোচ না আসে এবং তা পূর্ণরূপে মেনে নেয়” (সূরা নিসাঃ আয়াত ৬৫)।

এ আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের আনুগত্য শুধু যে আবশ্যক তাই নয়; বরং মুমিন হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। সেই আদেশ-উপদেশ ও কর্মপন্থা প্রতিপালনকে শরীয়তের পরিভাষায় হাদিস বলা হয়।

‘ওহী’র মাধ্যমে যে নির্দেশনা মানবজাতি লাভ করে তার বাস্তব প্রয়োগ ও পালনের সর্বোচ্চ আদর্শ হলে ‘ওহী-প্রাপ্ত নবীগণ’ ও তাদের সাহচর্যপ্রাপ্ত সঙ্গীগণ। তাদের জীবনাদর্শই মূলত অন্যদের জন্য ‘ওহী’র অনুসরণ ও পালনের একমাত্র চালিকাশক্তি। এ জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্ম-প্রচারক ও তাঁর শিষ্য, প্রেরিত বা সহচরদের জীবন, কর্ম ও আদর্শকে ‘ধর্ম’ পালনের মূল উৎসরূপে সংরক্ষণ ও শিক্ষাদান করেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন, কর্ম, ত্যাগ, ধৈর্য, মানবপ্রেম, আল্লাহর ভয়, সত্যের পথে আপসহীনতা ইত্যাদি ‘হাদিস’ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। একজন মুসলমানকে হাদিস থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই হলো তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এতে অতি সহজেই তাকে কুরআন থেকে এবং ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হয়।

কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আনুগত্য ছাড়াও তাঁকে ‘অনুসরণ’ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন” (সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত ৩১)।

আনুগত্য অর্থ আদেশ-নিষেধ পালন করা। আর কারো অনুসরণের অর্থ অবিকল তার কর্মের মত কর্ম করা। হাদিসের ওপর নির্ভর না করলে কোনোভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কুরআন কারীমে আদেশ নিষেধ উল্লেখ করা হলেও কোথাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম ও জীবনরীতি আলোচিত হয়নি। এজন্য কুরআন দেখে কিংবা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

'অনুসরণ' করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। কাজেই 'কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আল্লাহর প্রেম ও ক্ষমা লাভ করতে হলে অবশ্যই হাদিসের বর্ণনা অনুসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতে হবে।

অন্যত্র আল্লাহ-তাআলা বলেন:

مَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক" (সূরা হাশর: আয়াত ০৭)।

আমরা জানি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুদীর্ঘ নবুওয়তি জীবনে অনেক অনেক বিষয় শিক্ষা প্রদান করেছেন তাঁর সাহাবিগণকে। জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক দিকনির্দেশনা তিনি প্রদান করেছেন। এ সকল শিক্ষা ও নির্দেশনাও 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন'-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই 'রাসূল যা দিয়েছেন' সবকিছু গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে কুরআনের পাশাপাশি হাদিসের ওপর নির্ভর করতে হবে।

কুরআন কারীমে 'সকল কিছুর' বর্ণনা রয়েছে। তা আছে 'মূলনীতি' বা 'প্রাথমিক নির্দেশনা' রূপে। কুরআন কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই 'প্রাথমিক নির্দেশ'– ব্যাখ্যা ছাড়া যেগুলো পালন করা অসম্ভব। ইসলামের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম 'সালাত' বা নামায। কুরআন কারীমে অনেক স্থানে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সালাতের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়নি। বিভিন্ন স্থানে রুকু করার ও সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'যেভাবে তোমাদেরকে সালাত শিখিয়েছি সেভাবে সালাত আদায় করো'। কিন্তু কুরআন কারীমে কোথাও সালাতের এ পদ্ধতিটি শেখানো হয়নি। 'সালাত' বা 'নামায' কী, কখন তা আদায় করতে হবে, কখন কত রাক'আত আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাক'আত কী পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাক'আতে কুরআন পাঠ কীভাবে হবে, রুকু কয়টি হবে, সিজদা কয়টি হবে, কীভাবে রুকু ও সিজদা আদায় করতে হবে ইত্যাদি কোনো কিছুই কুরআনে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশকে আমরা কোনোভাবেই হাদিসের ওপর নির্ভর না করে আদায় করতে পারি না। এভাবে কুরআন কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই হাদিসের ব্যাখ্যা ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের ওপর আমল করা জরুরি। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টিই মানুষের জন্য জীবন বিধান। যার ওপর আমল করা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এতো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (সূরা নজম: আয়াত ২–৩)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস কোনটি?
ক. ইজমা
খ. আল-কুরআন
গ. আল-হাদিস
ঘ. কিয়াস

২. ওহি কত প্রকার
ক. তিন প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় আল-হাদিসের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের নির্দেশনা পালনে আল-হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. 'হাদিসের ছাড়া কুরআন বোঝা সম্ভব নয়'– ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৩: হাদিস পাঠদান পদ্ধতি এবং কলাকৌশল

ভূমিকা

ইসলামী শরীয়ায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলা হয়। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকেও হাদিস বলা হয়। হাদিসের অপর নাম সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ বা জীবনচরিত অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

“নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর মাঝেই তোমাদের জন্য নিহিত রয়েছে উত্তম আদর্শ”। (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

“আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো”।
(সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের প্রায়োগিক ব্যাখ্যাই হলো হাদিস বা সুন্নাহ। আর ইসলামী শরীয়ার মূল উৎসই হলো কুরআন ও সুন্নাহ। তাই কুরআন ও সুন্নাহকে সঠিকভাবে বোঝতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ.

“আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন এই দুটো জিনিস তোমরা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো হলো– আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ (হাদিস)”। (মুয়াত্তা মালিক)

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষায় দাখিল স্তরে হাদিস বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদিস বিষয়ে যারা পাঠদান করবেন, তাদের হাদিসের বিশদ্ধ পঠন-পাঠন, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন, সহিহ ও মাওযূ হাদিস সম্পর্কে ধারণা এবং হাদিস পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল, হাদিস পাঠদানে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে। এই ইউনিটে হাদিস পাঠদানের এসকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই ইউনিটে মোট ১০টি পাঠ থাকবে। যথা-

পাঠ ৩.১	:	বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠন
পাঠ ৩.২	:	সহিহ ও মাওযূ হাদিস এবং এতদবিষয়ক প্রসিদ্ধ কিতাব
পাঠ ৩.৩	:	হাদিস অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
পাঠ ৩.৪	:	হাদিস পাঠদান ও হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন
পাঠ ৩.৫	:	হাদিস শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ ৩.৬	:	হাদিস শিখনে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
পাঠ ৩.৭	:	হাদিস শিখনে আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি
পাঠ ৩.৮	:	হাদিস শিখনে আরোহী, অবরোহী ও গাঠনিক পদ্ধতি
পাঠ ৩.৯	:	হাদিস শিখনে ভূমিকাভিনয়, মাথা খাটানো ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি
পাঠ ৩.১০	:	হাদিস শিখনে একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজ পদ্ধতি

পাঠ ৩.১: বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠনে করণীয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠন

ক. বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠন পদ্ধতি

হাদিসের মূল প্রতিপাদ্য হলো আরবি ভাষায়। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই আরবি ভাষায় বিশুদ্ধভাবে পাঠ করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কোনো প্রতিপাদ্য বিষয় বিশুদ্ধভাবে পাঠ করার জন্য বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানা আবশ্যক। শ্রেণিকক্ষে মানসম্পন্নভাবে হাদিস পাঠদান করতে হলে বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠন নিশ্চিত করতে হবে। ভুল উচ্চারণে হাদিস পাঠ করলে তাতে হাদিসের অর্থের বিকৃতি ঘটে এবং হাদিসের মর্ম ও শিক্ষণীয় বিষয় সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে–

১. আরবি ভাষার বর্ণসমূহের সঠিক উচ্চারণ জানতে হবে।
২. কোন বর্ণ মুখের কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়, তার উচ্চারণস্থল সম্পর্কে জানতে হবে।
৩. কাছাকাছি উচ্চারিত বর্ণসমূহের ধ্বনির পার্থক্য সঠিকভাবে জানতে হবে।
৪. পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে আরবি ভাষার বর্ণ-ধ্বনি ও বর্ণ-ধ্বনির পার্থক্য আয়ত্ত করতে হবে।
৫. আরবি ভাষার বিভিন্ন শব্দের সঠিক উচ্চারণ শিখতে হবে।
৬. কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দসমূহের ধ্বনির পার্থক্য সঠিকভাবে জানতে হবে।
৭. আরবি ভাষার বিভিন্ন শব্দের রূপান্তর ও রূপান্তরিত শব্দের সঠিক উচ্চারণ শিখতে হবে।
৮. আরবি ভাষায় বাক্য গঠনের নিয়ম এবং বাক্যস্থিত শব্দের সঠিক উচ্চারণ জানতে হবে।
৯. অনুশীলনের মাধ্যমে হাদিসে বর্ণিত শব্দ ও বাক্যসমূহ সঠিক উচ্চারণে পাঠ করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

খ. বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠনে করণীয়

১. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি হাদিস নির্বাচিত করে শ্রেণিকক্ষে প্রথমে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কয়েকবার পাঠ করবেন এবং শিক্ষার্থীগণ মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের হাদিস পাঠ শ্রবণ করবে।
২. শিক্ষক হাদিসটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে সেগুলো বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করবেন এবং শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকের সাথে সেগুলো পাঠ করবে। শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকের অনুরূপ উচ্চারণে পাঠ করার চেষ্টা করবে। এভাবে কয়েকবার সমবেত কণ্ঠে হাদিসটির পাঠ অনুশীলন করাবেন।
৩. তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে আলাদা আলাদাভাবে নির্বাচিত হাদিসটি কিংবা তার অংশবিশেষ বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করতে বলবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থী কোনো ভুল উচ্চারণ করলে শিক্ষক তা সংশোধন করে দিবেন।

গ. বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ শিখনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। বিশুদ্ধ উচ্চারণে কীভাবে হাদিস পাঠ করতে হয়, শিক্ষকই তা শিক্ষার্থীদেরকে শেখাবেন। শিক্ষার্থীগণ শিক্ষককে দেখে এবং শিক্ষকের উচ্চারণ শুনে বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ শিখবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে তাদেরকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবেন।

এজন্য শিক্ষকের করণীয় হলো–

১. শিক্ষক নিজে বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ আয়ত্ত করবেন।
২. পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হাদিসসমূহ বারবার বিশুদ্ধভাবে পাঠ করে বিশুদ্ধ উচ্চারণে সাবলীলভাবে হাদিস পাঠের দক্ষতা অর্জন করবেন।
৩. শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিসটির পঠন দক্ষতা অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য বাড়িতে বারবার পাঠ অনুশীলন করতে বলবেন।
৪. শিক্ষার্থীগণ বিশুদ্ধ উচ্চারণে সঠিক ও সাবলীলভাবে হাদিসটি পাঠ করতে পারছে কিনা, শিক্ষক পরবর্তী শ্রেণিকার্যে তা যাচাই করবেন এবং কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হাদিসের মূল প্রতিপাদ্য কোন ভাষায়?
ক. ইংরেজি
খ. আরবি
গ. উর্দু
ঘ. বাংলা

২. কে শিক্ষার্থীদেরকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ শেখাবেন?
ক. পিতা-মাতা
খ. গৃহ শিক্ষক
গ. শ্রেণি শিক্ষক
ঘ. প্রধান শিক্ষক

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে মানসম্পন্নভাবে হাদিস পাঠদান করতে হলে সর্বপ্রথম কোন বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে?
২. বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠের জন্য কাছাকাছি উচ্চারিত বর্ণসমূহের কী জানতে হবে?
৩. বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিসের পঠন দক্ষতা অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়িতে কী করতে হবে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠনের জন্য কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে?
৩. বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পঠন-পাঠনে করণীয় বর্ণনা করুন।
৪. শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ উচ্চারণে হাদিস পাঠ শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ ৩.২: সহিহ ও মাওযূ হাদিস এবং এতদবিষয়ক প্রসিদ্ধ কিতাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সহিহ হাদিসের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- সহিহ হাদিসের হুকুম বর্ণনা করতে পারবেন;
- সহিহ হাদিসের শর্তাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সহিহ হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ ও সংকলকের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাওযূ হাদিসের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাওযূ হাদিসের হুকুম বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাওযূ হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ ও সংকলকের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

সহিহ হাদিস

ক. সহিহ হাদিস

‘সহিহ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– সঠিক, বিশুদ্ধ, নির্ভুল, সুস্থ, শুদ্ধ ইত্যাদি। সে হিসেবে ‘সহিহ হাদিস’-এর আভিধানিক অর্থ হবে সঠিক বা বিশুদ্ধ হাদিস। ইলমুল হাদিসের পরিভাষায় সহিহ হাদিস বলা হয়–

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلَا عِلَّةٍ .

অর্থাৎ যে হাদিসের সনদ মুত্তাছিল (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন), বর্ণনাকারীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ ও দৃঢ়তা সম্পন্ন এবং হাদিসটি শায (প্রসিদ্ধ বর্ণনার বিপরীত) ও মু'আল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) নয়।

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত পাঁচটি শর্ত যে হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান তাকে সহিহ হাদিস বলা হয়।

১. ইত্তিসালুস্ সনদ

ইত্তিসালুস্ সনদ হলো– হাদিসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা বজায় থাকা। অর্থাৎ সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতজন বর্ণনাকারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের নাম সনদে উল্লেখ থাকতে হবে। সনদের যে কোনো স্তরে যদি কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে যায়, তবে সেই হাদিসকে ‘সহিহ হাদিস’ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

২. ‘আদালাতুর রুওয়াত

‘আদালাতুর রুওয়াত হলো– হাদিসটির সকল বর্ণনাকারীকে আদিল বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, সৎকর্মশীল ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হতে হবে। কোনো অমুসলিম, অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন, ফাসিক ও ব্যক্তিত্বহীন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিস ‘সহিহ হাদিস’ হিসেবে গণ্য হবে না।

৩. যাবতুর রুওয়াত

যাবতুর রুওয়াত হলো– হাদিসটির সকল বর্ণনাকারী পূর্ণ দৃঢ়তা সম্পন্ন হবেন। তাদের স্মরণশক্তি এবং মুখস্থ করার ও অন্যের নিকট বর্ণনা করার সক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকতে হবে। বিভিন্ন কার্যক্রমে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, কোনো বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি দুর্বল, তিনি অনেক কিছুই সঠিকভাবে মনে রাখতে পারেন না, তার কোনো কিছু মুখস্থ করার ও অন্যের নিকট বর্ণনা করার সক্ষমতাও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান নেই; তবে উক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিস 'সহিহ হাদিস' হিসেবে গণ্য হবে না।

৪. 'আদামুশ শুযূয

'আদামুশ শুযূয হলো– হাদিসটি শায না হওয়া। কোনো প্রসিদ্ধ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত হাদিসকে শায হাদিস বলা হয়। যদি কোনো বর্ণনাকারী হাদিসের ময়দানে তার চেয়ে প্রসিদ্ধ, বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিসের বিপরীত কোনো হাদিস বর্ণনা করেন, তবে তা শায হাদিস হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের কোনো হাদিস 'সহিহ হাদিস' হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫. 'আদামুল 'ইল্লাহ

'আদামুল 'ইল্লাহ হলো– হাদিসটি ত্রুটিমুক্ত হওয়া। 'ইল্লাহ বলা হয় হাদিসের বর্ণনাকারীর মধ্যকার কোনো অদৃশ্য ও সুপ্ত ত্রুটি, যা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না; কিন্তু এ ধরনের ত্রুটি হাদিসের বিশুদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত করে তোলে। এ ধরনের ত্রুটিযুক্ত কোনো বর্ণনাকারীর হাদিস 'সহিহ হাদিস' হিসেবে গণ্য হবে না।

উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত যে হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, সে হাদিসকে 'সহিহ হাদিস' হিসেবে অভিহিত করা হবে।

সহিহ হাদিস-এর হুকুম

১. 'সহিহ হাদিস' সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য;
২. 'সহিহ হাদিস'-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব;
৩. 'সহিহ হাদিস' শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য;
৪. 'সহিহ হাদিস' অস্বীকার করা কুফরী।

'সহিহ হাদিস'-এর শাব্দিক অর্থ হলো বিশুদ্ধ ও সঠিক হাদিস। তাই আভিধানিক অর্থ শুনে কারো কারো মনে হতে পারে যে, 'সহিহ হাদিস' ছাড়া যত রকমের হাদিস রয়েছে, সবগুলো ভুল ও অশুদ্ধ হাদিস। ব্যাপারটি আসলে এ রকম নয়। বরং প্রকৃত বাস্তবতা হলো– 'সহিহ হাদিস' হলো ইলমুল হাদিসের একটি বিশেষ পরিভাষা। হাদিস বিশারদগণ হাদিসের সনদ, মতন, বর্ণনাকারীর অবস্থা, বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে হাদিসসমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো 'সহিহ হাদিস'। বিভিন্ন প্রকারের হাদিসের মধ্যে কতগুলো গ্রহণযোগ্য; কতগুলো দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত এবং কতগুলো সম্পূর্ণ বর্জনীয়। ইলমুল হাদিসে 'সহিহ হাদিস' যেমন– গ্রহণযোগ্য, তেমনি আরো অনেক প্রকারের হাদিস রয়েছে, যেগুলো বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

সহিহ হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ

ক্রমিক ন.	কিতাবের নাম	সংকলক
১.	সহিহুল বুখারী	মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
২.	সহিহ মুসলিম	আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩.	সুনানুত্ তিরমিযী	আবূ ঈসা মুহাম্মদ আত-তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ক্রমিক ন.	কিতাবের নাম	সংকলক
৪.	সুনানুন্ নাসাঈ	আহমাদ ইবন শো'আইব আন-নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫.	সুনানু আবী দাউদ	আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬.	সুনানু ইবনি মাজাহ	মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৭.	মুআত্তা মালিক	মালিক ইবন আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৮.	মুসনাদু আহমাদ	আহমাদ ইবন হাম্বাল আশ-শাইবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৯.	সুনানুল বাইহাকী	আবূ বকর আহমাদ ইবন হোসাইন আল-বাইহাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
১০.	সুনানু ইবন হাব্বান	মুহাম্মদ ইবন হাব্বান রহমাতুল্লাহি আলাইহি
১১.	সুনানুদ্ দারিমী	আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
১২.	সুনানুদ্ দারা কুতনী	আলী ইবন ওমর আদ-দারা কুতনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

খ. মাওযূ হাদিস

'মাওযূ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– বানোয়াট, জাল, মিথ্যা ইত্যাদি। সে হিসেবে 'মাওযূ হাদিস'-এর আভিধানিক অর্থ হবে মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল হাদিস। ইলমুল হাদিসের পরিভাষায়– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেননি, এমন কোনো কথা বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস হিসেবে বর্ণনা করা অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, এমন কোনো কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন বলে বর্ণনা করাকে 'মাওযূ হাদিস' বলা হয়। 'মাওযূ হাদিস' প্রকৃত অর্থে কোনো হাদিস নয়; বরং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা, জাল ও বানোয়াট বর্ণনা।

মাওযূ হাদিস-এর হুকুম

'মাওযূ হাদিস' কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে জাল হাদিস রচনা করে বর্ণনা করবে এবং তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে, তার কোনো বর্ণনাই আর হাদিস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মাওযূ হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাব

ক্রমিক ন.	কিতাব	সংকলনকারী
১.	সিল্‌সিলাতুল আহাদিস আয্ যয়ীফাহ ওয়াল মাওযূয়াহ	শায়খ নাছিরুদ্দিন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
২.	আল-লাআলিউল মাসনূয়াহ মিনাল আহাদীসিল মাওযূয়াহ	জালালুদ্দিন আস্-সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩.	আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআহ মিনাল আহাদীসিল মাওযূয়াহ	মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪.	তাযকিরাতুল মাওযূয়াত	মুহাম্মদ ইবন তাহির রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৫.	আল-মাওযূয়াত মিনাল আহাদীসিল মারফূয়াত	হুসাইন ইবন ইবরাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি
৬.	আল-মাওযূয়াত	আবদুর রহমান ইবন আল-জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সহিহ হাদিসের সনদ কেমন হবে?
ক. বিচ্ছিন্ন
খ. অবিচ্ছিন্ন
গ. সংক্ষিপ্ত
ঘ. দীর্ঘ

২. 'সহিহ হাদিস'-এর ওপর আমল করার হুকুম কী?
ক. ওয়াজিব
খ. মুস্তাহাব
গ. মুবাহ
ঘ. মাকরূহ

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ইত্তিসালুস্ সনদ বলতে কী বোঝায়?
২. সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী কেমন হবেন?
৩. মাওযূ হাদিসের হুকুম কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সহিহ হাদিসের পরিচয় ও হুকুম বর্ণনা করুন।
২. সহিহ হাদিসের শর্তাবলি আলোচনা করুন।
৩. সহিহ হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ ও সংকলকগণের নাম লিখুন।
৪. মাওযূ হাদিসের পরিচয় দিন এবং এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ ও সংকলকগণের নাম লিখুন।

পাঠ ৩.৩: হাদিস অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হাদিস অনুবাদ করার শিখন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষায় প্রসিদ্ধ হাদিস অনুবাদ গ্রন্থসমূহ ও সংকলকের নাম বলতে পারবেন;
- হাদিস ব্যাখ্যার মূলনীতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রসিদ্ধ হাদিস ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ ও সংকলকের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।

হাদিস অনুবাদ

ক. হাদিস অনুবাদ শিখন কৌশল

কোনো বক্তব্যকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলা হয়। হাদিস যেহেতু আরবি ভাষায় এবং হাদিসের প্রধান প্রধান কিতাবসমূহ আরবি ভাষায় সংকলিত হয়েছে; তাই হাদিসের কথাগুলো আরবি ভাষা থেকে অন্য যে কোনো ভাষায় রূপান্তরিত করাকে হাদিসের অনুবাদ করা বলা হয়। আমাদের ভাষা বাংলা; তাই আমরা হাদিসকে আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করবো। এই অনুবাদ পদ্ধতি কয়েক ধরনের হতে পারে:

শাব্দিক অনুবাদ: আরবি ভাষায় বর্ণিত হাদিসের সনদ, মতন ও তথ্যাবলীর প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা।

বাক্যানুবাদ: আরবি ভাষায় বর্ণিত হাদিসের সনদ, মতন ও তথ্যাবলীর প্রতিটি বাক্য আলাদা আলাদাভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা।

ভাবানুবাদ: আরবি ভাষায় বর্ণিত হাদিসের সনদ, মতন ও তথ্যাবলীর প্রতিটি শব্দ বা বাক্যকে আলাদা আলাদাভাবে অনুবাদ না করে তার ভাব বা মূল বক্তব্যকে বাংলায় রূপান্তরিত করা।

তবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য হাদিসের শাব্দিক অনুবাদ ও বাক্যানুবাদ বেশি উপযোগী। শিক্ষক প্রথমে হাদিসে বর্ণিত প্রতিটি শব্দের আলাদা-আলাদা অনুবাদ করে দিবেন। তারপর হাদিসের বাক্যগুলোকে ছোট ছোট করে আলাদা-আলাদা অনুবাদ করবেন। সবশেষে পুরো হাদিসটি এক সাথে অনুবাদ করে দিবেন। হাদিসের শব্দগুলো অনুবাদ করার সময় নতুন ও কঠিন শব্দসমূহের গঠন ও পরিচয় (তাহকীক) তুলে ধরবেন। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে হাদিস অনুবাদের অনুশীলন করাবেন।

প্রসিদ্ধ হাদিস অনুবাদ গ্রন্থসমূহ (বাংলা)

ক্রমিক নং	অনুবাদ গ্রন্থ	অনুবাদক/প্রকাশক
১.	বুখারী শরীফ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
২.	বোখারী শরীফ	মাওলানা আযীযুল হক
৩.	মুসলিম শরীফ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪.	তিরমিযী শরীফ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৫.	সুনানু নাসাঈ শরীফ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ক্রমিক নং	অনুবাদ গ্রন্থ	অনুবাদক/প্রকাশক
৬.	সুনানু ইবনু মাজাহ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৭.	সুনান আবূ দাউদ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৮.	মুয়াত্তা ইমাম মালিক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৯.	শামায়েলে তিরমিযি	মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ
১০.	মিশকাত শরীফ	মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী
১১.	রিয়াদুস সালেহীন	মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

খ. হাদিস ব্যাখ্যার মূলনীতি

ইসলামী শরীয়ার অন্যতম প্রধান দলিল হলো হাদিস। তাই হাদিস ব্যাখ্যা করার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন কোনো হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করা না হয়। এ জন্য যারা হাদিস ব্যাখ্যা করবেন তাদের কতিপয় মূলনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। যেমন–

১. আল-কুরআন ইসলামী শরীয়ার প্রথম ও প্রধান উৎস। তাই হাদিস ব্যাখ্যা করার সময় কোনো অবস্থায়ই হাদিসকে কুরআনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

২. হাদিসের যে সকল শ্রেণি বিভাগ রয়েছে, তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হাদিসগুলোকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদিসের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ একই বিষয়ে যদি একাধিক হাদিসে একাধিক রকম বক্তব্য থাকে, তবে এই সকল হাদিসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হাদিস প্রাধান্য পাবে। যেমন, সহিহ ও হাসান হাদিসের মধ্যে সহিহ হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আবার হাসান ও যয়ীফ হাদিসের মধ্যে হাসান হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। অনুরূপভাবে মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদিসের মধ্যে মুতাওয়াতির হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আবার মাশহুর ও আহাদ হাদিসের মধ্যে মাশহুর হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। একইভাবে মারফূ' ও মাওকূফ হাদিসের মধ্যে মারফূ' হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আবার মাওকূফ ও মাকতূ' হাদিসের মধ্যে মাওকূফ হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩. যদি কোনো বিষয়ে একই স্তরের কাওলী (কথা/বক্তব্য) ও ফে'লী (কর্ম) হাদিসের মধ্যে বৈপরিত্ব লক্ষ করা যায়, তখন কাওলী (কথা/বক্তব্য) হাদিস প্রাধান্য পাবে। কারণ কর্ম কখনো কখনো ব্যক্তি, স্থান, কাল ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত ও নির্দিষ্ট হতে পারে।

৪. হাদিসের গ্রন্থ বিচারে হাদিস বিশারদগণের নিকট যে গ্রন্থগুলো অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত, সেগুলোকে অন্যান্য গ্রন্থের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন সর্বপ্রথম প্রাধান্য দেওয়া হবে সহিহুল বুখারী ও সহিহ মুসলিম হাদিস গ্রন্থদ্বয়কে। তৎপরবর্তী পর্যায়ে প্রাধান্য দেওয়া হবে সুনানু আরবাআহ তথা ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ সংকলিত সুনান গ্রন্থসমূহকে। তারপর প্রাধান্য দিতে হবে সহিহ হাদিস হিসেবে বিবেচিত অন্যান্য হাদিস গ্রন্থসমূহকে। যেমন, মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদ আহমাদ, সুনানু ইবন হাব্বান, সুনানু দারাকুতনী, সুনানুদ-দারিমী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহকে।

৫. কোনো একটি হাদিসের বক্তব্য সম্পর্কে যদি অন্য কোনো হাদিসে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে তাকে কোনো আলিম বা হাদিস বিশারদের ব্যাখ্যার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

৬. যিনি হাদিস ব্যাখ্যা করবেন, তার আরবি ভাষার ওপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে।

৭. হাদিস ব্যাখ্যাকারীর অবশ্যই উলূমুল হাদিস তথা হাদিস শাস্ত্রের মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে।

৮. যিনি হাদিস ব্যাখ্যা করবেন, তাকে প্রথমে হাদিসটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। তারপর হাদিসের উৎস বা সূত্র, সনদ, মতন ইত্যাদি যাচাই করে হাদিসটির বিশুদ্ধতার মান নির্ণয় করতে হবে। (সম্প্রতি প্রকাশিত অধিকাংশ হাদিস গ্রন্থে হাদিসের বিশদ্ধতার মান উল্লেখ করা থাকে)। পাশাপাশি একই বিষয়ে অন্য কোনো

বর্ণনায় ভিন্ন কোনো বক্তব্য আছে কিনা, তা যাচাই করতে হবে। যদি একই বিষয়ে একাধিক হাদিসে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়, তাহলে উলূমুল হাদিসের মূলনীতির আলোকে অগ্রাধিকার নিরূপণ করতে হবে। তারপর স্থান, কাল, পাত্র ও বাস্তবতার আলোকে হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে হবে।

৯. হাদিস ব্যাখ্যা করার সময় নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগ, খেয়াল-খুশী ও গোষ্ঠীগত অবস্থানকে বর্জন করে হাদিসের বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

১০. হাদিসের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো উদ্দেশ্যমূলক সংযোজন-বিয়োজন, সত্যকে লুকানো বা পাশ কাটানো, একপেশে মতামত প্রদান ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে।

১১. হাদিস ব্যাখ্যার জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত (ইখলাস) ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের সঠিক প্রচার ও প্রসারের দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে।

১২. হাদিস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিজের সুনাম, যশ, খ্যাতি, দুনিয়াবী কোনো প্রাপ্তি কিংবা কোনো গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারবে না।

প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ

ক্র.ন.	কিতাব	সংকলক
০১	ফাতহুল বারী: শারহু সহিহিল বুখারী	আহমাদ ইবনু হাজার আল-আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
০২	উমদাতুল কারী: শারহু সহিহিল বুখারী	বদরুদ্দীন আল-আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
০৩	ফাদলুল মুনইম ফি শারহি সহিহ মুসলিম	শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আতাউল্লাহ আল-হারাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
০৪	শারহু সুনানি আবি দাউদ	শিহাব উদ্দিন আহমাদ আর-রামলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
০৫	মাশারিফুল আনওয়ার: শারহু সুনানি ইবন মাজাহ	মুহাম্মদ ইবন আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
০৬	আল মুনতাকা: শারহু মুআত্তা মালিক	সুলাইমান ইবন খালাফ আল-কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইসলামী শরীয়ার প্রধান উৎস কী?
ক. কুরআন
খ. হাদিস
গ. ইজমা
ঘ. কিয়াস

২. হাদিস ব্যাখ্যার সময় নিচের কোন কিতাবটি সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে?
ক. সুনানুত্ তিরমিযী
খ. সুনানুন্ নাসাঈ
গ. সহিহুল বুখারী
ঘ. সহিহ মুসলিম

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অনুবাদ কাকে বলে?
২. মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদিসের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে?
৩. ফে'লী ও কাওলী হাদিসের মধ্যে বৈপরিত্ব দেখা দিলে কোনটিকে প্রাধান্য দিতে হবে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. হাদিস অনুবাদের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।
২. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ হাদিস অনুবাদ গ্রন্থসমূহ ও সেগুলোর অনুবাদকের নাম লিখুন।
৩. হাদিস ব্যাখ্যার মূলনীতিসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করুন।
৪. প্রসিদ্ধ হাদিস ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ ও সংকলকের নাম লিখুন।

পাঠ ৩.৪: হাদিস পাঠদান ও হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হাদিস পাঠদানের কলাকৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস পাঠদানের জন্য ক্লাসের পূর্বে শিক্ষকের প্রস্তুতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- হাদিস পাঠদানের জন্য শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষের করণীয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হাদিস পাঠদান

ক. হাদিস পাঠদানের কলাকৌশল

দাখিল স্তরে হাদিস বিষয়টি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা হাদিস হলো ইসলামী শরীয়ার অন্যতম প্রধান দলিল। তাই হাদিস পাঠদানের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেনো শিক্ষার্থীদের কোনো ভুল শেখানো না হয়। এ জন্য যিনি হাদিস বিষয়ে পাঠদান করবেন, তার কতিপয় মূলনীতি ও কলাকৌশল অনুসরণ করা আবশ্যক। যেমন–

ক্লাসের পূর্বে প্রস্তুতি

১. হাদিসের মূল টেক্সস্ট যেহেতু আরবি ভাষায়, তাই হাদিস বিষয়ের শিক্ষককে অবশ্যই আরবি ভাষায় পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
২. শিক্ষক যে হাদিসটি ক্লাসে পাঠদান করবেন, সে হাদিসটি ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই ভালোভাবে অধ্যয়ন করে যাবেন।
৩. শিক্ষক ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে নির্বাচিত হাদিসটির উৎস, সনদ, বিষয়বস্তু, বিশুদ্ধতার মান, মাসআলা-মাসাইল, শিক্ষণীয় বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করবেন।
৪. যে হাদিসটি ক্লাসে পাঠদান করবেন, সে হাদিস সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্লাসে যাওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করবেন এবং তিনি সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার ভালোভাবে শিখে নিবেন।
৫. শিক্ষক যে হাদিসটি ক্লাসে পাঠদান করার জন্য নির্বাচিত করবেন, সে হাদিস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও অন্যান্য জরুরি বিষয় নোট খাতা বা ডায়েরীতে নোট করে নেবেন।
৬. সম্ভব হলে উযূ করে পবিত্র অবস্থায় ক্লাসে যাবেন।
৭. হাদিস পাঠদানের জন্য নিয়তকে বিশুদ্ধ (ইখলাস) করবেন এবং নিজের সুনাম, যশ, খ্যাতি, দুনিয়াবী কোনো প্রাপ্তি কিংবা কোনো গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধিকে মুখ্য না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের সঠিক প্রচার ও প্রসারের দৃঢ় ইচ্ছা হৃদয়ে বদ্ধমূল করবেন।

শ্রেণিকক্ষে করণীয়

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সালাম ও কুশল বিনিময় করবেন।
২. বাড়ির কাজ দেওয়া থাকলে তা আদায় করবেন।
৩. পূর্বের পাঠ আদায় ও পুনরালোচনা করবেন।

৪. নতুন পাঠের জন্য নির্বাচিত হাদিসটি বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে তা শোনবে।
৫. হাদিসটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা সেগুলো শিক্ষকের সাথে সমস্বরে পাঠ করবে। এভাবে কয়েকবার সমবেত কণ্ঠে হাদিসটির পাঠ অনুশীলন করাবেন।
৬. শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে হাদিসটি বা তার অংশ বিশেষ পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পাঠে কোনো ধরনের ভুল করলে শিক্ষক তা সংশোধন করে দিবেন।
৭. পঠিত হাদিসটির উৎস, সনদ, বর্ণনাকারীর পরিচয়, বিশুদ্ধতার মান ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করবেন।
৮. হাদিসটির মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহের অর্থ ও বিশ্লেষণ (তাহকীক) তুলে ধরবেন এবং ব্যাকরণগত মৌলিক বিষয়সমূহ (তাসরীফ, তারকীব, ই'রাব ইত্যাদি) আলোচনা করবেন।
৯. হাদিসটির প্রথমে শব্দে শব্দে অনুবাদ; তারপর বাক্যে বাক্যে অনুবাদ এবং শেষে সরল অনুবাদ পেশ করবেন।
১০. হাদিসটির বিষয়বস্তু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করবেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করবেন।
১১. হাদিসটি ব্যাখ্যা করার সময় নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগ, খেয়াল-খুশী ও গোষ্ঠীগত অবস্থানকে বর্জন করে হাদিসের বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবেন।
১২. হাদিসের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্যমূলক সংযোজন-বিয়োজন, সত্যকে লুকানো বা পাশ কাটানো, একপেশে মতামত প্রদান ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকবেন।
১৩. হাদিসের বিষয়বস্তুর সাথে কুরআনের কোনো আয়াত বা অন্য কোনো হাদিসের বৈপরিত্ব থাকলে তা দলীল-প্রমাণসহ যৌক্তিকভাবে নিরসন করবেন।
১৪. সর্বশেষে উক্ত হাদিস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ও উদ্ভাবিত মাসআলা-মাসাইল নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরবেন।
১৫. নতুন কোনো বাড়ির কাজ দিতে চাইলে দিবেন।
১৬. সালাম ও বিদায়ী শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্ত করবেন।

খ. হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন কৌশল

ইসলামী শরীয়ায় কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। হাদিস হলো ইসলামী শরীয়ার অন্যতম প্রধান দলিল। তাই ইসলামী শরীয়ার বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সকল বিষয়ের সমাধান কুরআনে সরাসরি পাওয়া যায় না, সেসকল বিষয়ের মাসআলা প্রধানত হাদিস থেকেই উদ্ভাবন করা হয়। হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেনো কোনো ভুল মাসআলা চলে না আসে। এ জন্য কিছু নিয়ম-কানুন, মূলনীতি ও কৌশল অনুসরণ করা আবশ্যক। যেমন–

১. হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেনো হাদিস থেকে উদ্ভাবিত কোনো মাসআলা কুরআনে বর্ণিত কোনো মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কেননা আল-কুরআন ইসলামী শরীয়ার প্রথম ও প্রধান উৎস। তাই কোনো অবস্থায়ই হাদিসকে কুরআনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।
২. হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের সময় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হাদিসগুলোকে দুর্বল হাদিসের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ একই বিষয়ে যদি একাধিক হাদিসে একাধিক রকম বক্তব্য থাকে, তবে এই সকল হাদিসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হাদিস প্রাধান্য পাবে। যেমন, সহিহ ও হাসান হাদিসের মধ্যে সহিহ হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আবার হাসান ও যয়ীফ হাদিসের মধ্যে হাসান হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। অনুরূপভাবে মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদিসের মধ্যে মুতাওয়াতির হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আবার মাশহুর ও আহাদ হাদিসের মধ্যে মাশহুর হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। একইভাবে মারফূ' ও মাওকূফ

হাদিসের মধ্যে মারফূ’ হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আবার মাওকূফ ও মাকতূ’ হাদিসের মধ্যে মাওকূফ হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩. যদি কোনো বিষয়ে একই স্তরের কাওলী (কথা/বক্তব্য) ও ফে’লী (কর্ম) হাদিসের মধ্যে বৈপরীত্ব লক্ষ করা যায়, তখন কাওলী (কথা/বক্তব্য) হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ কর্ম কখনো কখনো ব্যক্তি, স্থান, কাল ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত ও নির্দিষ্ট হতে পারে।

৪. হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের সময় যে গ্রন্থগুলো হাদিস বিশারদগণের নিকট অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত, সেগুলোকে অন্যান্য গ্রন্থের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন সর্বপ্রথম প্রাধান্য দেওয়া হবে সহিহুল বুখারী ও সহিহ মুসলিমকে। তৎপরবর্তী পর্যায়ে প্রাধান্য দেওয়া হবে সুনানু আরবাআহ তথা ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ সংকলিত সুনান গ্রন্থসমূহকে। তারপর প্রাধান্য দিতে হবে সহিহ হাদিস হিসেবে বিবেচিত অন্যান্য হাদিস গ্রন্থসমূহকে। যেমন, মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদ আহমাদ, সুনান ইবন হাব্বান, সুনানু দারা কুতনী, সুনানুদ-দারিমী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহকে।

৫. যিনি হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করবেন, তাকে প্রথমে হাদিসটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। তারপর হাদিসের উৎস বা সূত্র, সনদ, মতন ইত্যাদি যাচাই করে হাদিসটির বিশুদ্ধতার মান নির্ণয় করতে হবে। পাশাপাশি একই বিষয়ে অন্য কোনো বর্ণনায় ভিন্ন কোনো বক্তব্য আছে কীনা, তা যাচাই করতে হবে। যদি একই বিষয়ে একাধিক হাদিসে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায় তাহলে উলূমুল হাদিসের মূলনীতির আলোকে অগ্রাধিকার নিরূপণ করতে হবে। তারপর স্থান, কাল, পাত্র ও বাস্তবতার আলোকে হাদিসটি থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করতে হবে।

৬. হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের সময় নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগ, খেয়াল-খুশী ও গোষ্ঠীগত অবস্থান বর্জন করে হাদিসের সত্যিকার বক্তব্যের আলোকে সঠিকভাবে মাসআলা উদ্ভাবন করতে হবে।

৭. হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের সময় কোনো উদ্দেশ্যমূলক সংযোজন-বিয়োজন, সত্যকে লুকানো বা পাশ কাটানো, একপেশে মতামত প্রদান ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে।

৮. হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের জন্য নিয়তকে বিশুদ্ধ (ইখলাস) করতে হবে এবং নিজের সুনাম, যশ, খ্যাতি, দুনিয়াবী কোন প্রাপ্তি কিংবা কোন গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধিকে মুখ্য না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের সঠিক চর্চা এবং প্রচার ও প্রসারের দৃঢ় ইচ্ছা হৃদয়ে ধারন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হাদিস বিষয় পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ শিক্ষক কখন সংগ্রহ করবেন?
ক. ক্লাসের পূর্বে
খ. পরীক্ষার পূর্বে
গ. ক্লাসের সময়
ঘ. পরীক্ষার সময়

২. হাদিসের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বিশ্লেষণকে কী বলা হয়?
ক. তাসরীফ
খ. তাহকীক
গ. ই'রাব
ঘ. তারকীব

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষক হাদিস বিষয়ে পাঠদানের জন্য নোট খাতা বা ডায়েরীতে কী কী নোট করে নেবেন?
২. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য নির্বাচিত হাদিসটির সরল অনুবাদ কখন করবেন?
৩. যদি কোনো বিষয়ে একই স্তরের কাওলী ও ফে'লী হাদিসের মধ্যে বৈপরিত্ব লক্ষ করা যায়, তাহলে কোনটিকে প্রাধান্য দিতে হবে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. হাদিস পাঠদানের কৌশল বর্ণনা করুন।
২. হাদিস পাঠদানের জন্য শিক্ষককে ক্লাসের পূর্বে কোন কোন বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে? আলোচনা করুন।
৩. হাদিস পাঠদানের জন্য শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষের করণীয় বিষয়ে বর্ণনা করুন।
৪. হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের মূলনীতি ও কৌশল বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.৫: হাদিস শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস পাঠদানে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- তথ্য-প্রযুক্তির ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- তথ্য-প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহাররোধে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হাদিস শিক্ষণ

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তথ্য-উপাত্তের এক বিশাল জগত। সহজ করে দিয়েছে তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞানার্জনের পথ। জ্ঞান জগতের সব কিছুকে এনে দিয়েছে হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে। তথ্য প্রযুক্তি মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এক অপার নি'আমত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কৌশল ও প্রযুক্তি দান করেন, আর যাকে কৌশল ও প্রযুক্তি দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬৯)।

তাই এই তথ্য প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। বর্তমান যুগে শিখনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো বিষয় অতি অল্প সময়ে চমৎকার ও আকর্ষণীয়ভাবে শেখানো যায়। সম্প্রতি হাদিস শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে হাদিস পাঠদান অনেক সহজ হবে। অল্প সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের হাদিসসমূহ সংগ্রহ করা যাবে। হাদিসের সনদ, মতন, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বিশুদ্ধতা যাচাই এবং হাদিস সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত ও আলোচনা পর্যালোচনা ইত্যাদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত সময়ে অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায়। শিক্ষার্থীরাও হাদিস শেখার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবে। এ জন্য করণীয় হলো–

- হাদিস বিষয়ের শিক্ষকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা।
- শিক্ষককে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা।
- শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকসমূহের ব্যাপারে ধারণা প্রদান করা এবং সেগুলো ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহার থেকে বিরত রাখা।
- শিক্ষক অনলাইনে সার্চ দিয়ে বিভিন্ন হাদিস বের করবেন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের হাদিস খুঁজে বের করার পদ্ধতি শেখাবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন অন-লাইন লাইব্রেরি সম্পর্কে ধারণা দিবেন এবং অন-লাইন লাইব্রেরি থেকে হাদিস সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য, উপাত্ত, দলিল, উদ্বৃতি, সনদ, মতন ইত্যাদি খুঁজে বের করা এবং সেগুলো কপি করে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার পদ্ধতি ও কৌশল শেখাবেন।
- শিক্ষক অন-লাইন উৎস থেকে বিশেষ কোনো শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য, বিষয় শিরোনাম, কিতাবের নাম, প্রকাশনা সংস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন সাংকেতিক উপাদান ব্যবহার করে হাদিস সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিপাদ্য বের করার এবং সেগুলো ব্যবহার করার পদ্ধতি ও কৌশল শেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আল-কুরআনে কৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষাদান করাকে কী দান করা বলা হয়েছে?
ক. অসীম ক্ষমতা
খ. প্রভূত কল্যাণ
গ. কঠিন বিপদ
ঘ. জটিল সমস্যা

২. তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক লাইব্রেরিকে কোন লাইব্রেরি বলা হয়?
ক. আধুনিক লাইব্রেরি
খ. সনাতন লাইব্রেরি
গ. বৈজ্ঞানিক লাইব্রেরি
ঘ. অন-লাইন লাইব্রেরি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বর্তমান যুগ কিসের যুগ?
২. কোন লাইব্রেরি থেকে খুব দ্রুত সময়ে হাদিস খুঁজে বের করা যায়?
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে বিরত রাখতে হবে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তির পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. হাদিস পাঠদানের ক্ষেত্রে কীভাবে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়? বর্ণনা করুন।
৩. তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তির ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিক বর্ণনা করুন।
৪. তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহাররোধে করণীয় বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.৬: হাদিস শিখনে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বক্তৃতা পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন;
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।

হাদিস শিখন

ক. হাদিস শিখনে বক্তৃতা পদ্ধতি

হাদিস শিখনে বক্তৃতা পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এটিকে শিক্ষাদানের সনাতন পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক একাই বক্তৃতা দেবেন বা ক্লাসে বলে যাবেন আর শিক্ষার্থীরা শোনবে। কখনো কখনো শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের জবাব দেবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ক্লাসে নির্ধারিত হাদিস বিশুদ্ধভাবে পাঠ করবেন। হাদিসটির বর্ণনাকারীর (রাবির) পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবেন এবং এর সূত্র উল্লেখ করবেন। এর গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর অর্থ ও তাহকীক বলবেন। হাদিসটির বিশুদ্ধ অনুবাদ করবেন। বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য বা বাক্যাংশের ব্যাকরণগত দিক ব্যাখ্যা করবেন। হাদিসটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন এবং এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করবেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষক-নির্ভর পাঠদান প্রক্রিয়া বিশেষ।
২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষকই শুধু বলে যান আর শিক্ষার্থীরা প্রধানত শোনে।
৩. শিখনে বক্তৃতা পদ্ধতি একটি সনাতন পদ্ধতি।
৪. স্বল্প সংখ্যক থেকে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য।
৫. এই পদ্ধতিতে সাধারণত তেমন কোনো যন্ত্রপাতি বা উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা

১. বক্তৃতা পদ্ধতিতে একসাথে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান করা যায়।
২. এই পদ্ধতিতে তেমন কোনো উপকরণের প্রয়োজন হয় না বলে তা অনেকটা ব্যয় সাশ্রয়ী।
৩. বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষক এককভাবে কথা বলায় সময় কম ব্যয় হয়।
৪. এই পদ্ধতিতে কোনো বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা যায়, আবার প্রয়োজনে সংক্ষেপেও উপস্থাপন করা যায়।
৫. বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শ্রবণদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং কোনো কিছু শুনে তার মর্ম অনুধাবন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়।
৬. এই পদ্ধতিতে সুবিধামত ভাষা, উদ্ধৃতি ও উপমা ব্যবহার করা যায়।
৭. বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কথা বলার বা প্রশ্ন করার তেমন সুযোগ পায় না বলে শিক্ষক নিজের মতো করে গুছিয়ে বাধাহীনভাবে পাঠদান করতে পারেন।

৮. এই পদ্ধতি সহজ এবং স্থান, কাল–পাত্রভেদে সর্বত্রই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধা

১. বক্তৃতা পদ্ধতি একটি একমুখী পদ্ধতি। এতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও মিথস্ক্রিয়া (Interaction) তথা ভাবের আদান-প্রদানের তেমন সুযোগ নেই।
২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করার ও মতামত ব্যক্ত করার খুব একটা সুযোগ পায় না বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
৩. বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মেধা, মনন, চাহিদা, সামর্থ্য ইত্যাদি খুব একটা বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ থাকে না।
৪. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সব সময়ই শিক্ষক নির্ভর থাকে। নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যা সমাধানের সুযোগ তেমন একটা পায় না।
৫. বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ পায় না। ফলে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, কেইস স্টাডি ও অন্যান্য দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়।
৬. এই পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদাপূরণ হয় না। এতে শিক্ষার্থীরা সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৭. বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদানে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে শিক্ষকের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও প্রায়োগিক দক্ষতা হ্রাস পায়।
৮. এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেয়েমি ও বিরক্তিভাব আসতে পারে।
৯. এই পদ্ধতিতে কোন শিক্ষার্থী কতটুকু ধারণ করতে পেরেছে, তা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ ব্যবহার।
১০. বর্তমান আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে এই পদ্ধতির আবেদন ও সাফল্য খুবই কম।

খ. হাদিস শিখনে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

হাদিস শিক্ষাদানে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত সফল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিখক পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে থাকেন এবং শিক্ষার্থীরা সেসকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ পায়। কেউই সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তা বলে দেন। আবার কখনো শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করে, শিক্ষক তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল পাঠে প্রবেশ করা যায়। এই পদ্ধতি মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসৃত পদ্ধতি। তিনি অনেক সময়ই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সাহাবীদের সামনে উপস্থাপন করতেন।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই অংশগ্রহণ করে থাকে।
২. এই পদ্ধতি চর্চা করতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সংশ্লিষ্ট পাঠ সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয়।
৩. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি করা হয় এবং তা নিবারণ করা হয়।
৪. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করা হয়।
৫. এই পদ্ধতিতে তেমন কোনো দামী উপকরণ প্রয়োজন হয় না।
৬. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা তীক্ষ্ণ হয়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা

১. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক হওয়ায় ক্লাসে শিক্ষার্থীরা অধিক মনোযোগী হয়।
২. এই পদ্ধতিতে দুর্বল, মাঝারী ও উচ্চ মেধার শিক্ষার্থীরা যার যার চাহিদা অনুযায়ী প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিতে পারে।

৩. এই পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয়তা ও কর্মতৎপরতা জাগিয়ে তোলা যায়।
৪. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ণ ও শানিত করা যায়।
৫. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের যোগ্যতা, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করতে পারে।
৬. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের স্বকীয়তা প্রকাশের সুযোগ পায়।
৭. বিশেষ কোনো দামী উপকরণ ছাড়াই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
৮. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের পূর্বে প্রস্তুতি নিতে হয় বিধায় এর মাধ্যমে তারা বিষয়বস্তু সহজে বোঝতে পারে।
৯. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষণ্নতা ও বিরক্তিভাব আসে না।
১০. এই পদ্ধতির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যকার জড়তা ও সংকোচ দূর হয়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অসুবিধা

১. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে তা কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে না।
২. শিক্ষকের বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে প্রশ্ন করার যোগ্যতা ও দক্ষতা না থাকলে এই পদ্ধতি সুফল দিবে না।
৩. এই পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে কোনো কোনো শিক্ষার্থী অপ্রস্তুত হয় ও বিব্রতবোধ করে; যা তাদেরকে শ্রেণি কার্যক্রমে অনাগ্রহী করে তুলতে পারে।
৪. প্রশ্ন যদি বিষয় বস্তু সংশ্লিষ্ট না হয়, তাহলে এর মাধ্যমে পাঠের মূল লক্ষ অর্জিত হবে না।
৫. প্রশ্ন যদি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী না হয়, তা হলে শিক্ষার্থীরা তাতে আনন্দ পাবে না।
৬. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।
৭. শিক্ষকের মধ্যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ঘাটতি থাকলে এই পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বক্তৃতা পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী?
ক. পড়া
খ. লেখা
গ. শোনা
ঘ. বলা

২. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির শিক্ষা কার্যক্রমে কারা অংশগ্রহণ করে?
ক. মেধাবী শিক্ষার্থীরা
খ. দুর্বল শিক্ষার্থীরা
গ. নিয়মিত শিক্ষার্থীরা
ঘ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখনে বক্তৃতা পদ্ধতি কোন ধরনের পদ্ধতি?
২. কোন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করার তেমন সুযোগ পায় না?
৩. কোন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বকীয়তা প্রকাশের সুযোগ পায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বক্তৃতা পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. হাদিস শিখনে বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৩. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. হাদিস শিখনে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.৭: হাদিস শিখনে আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আলোচনা পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রদর্শন পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।

হাদিস শিখন

ক. হাদিস শিখনে আলোচনা পদ্ধতি

হাদিস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ মিলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে আলোচনা পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি সাধারণত ওপরের শ্রেণিসমূহের জন্য অধিকতর উপযোগী। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা দেন এবং শিক্ষার্থীগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধান বের করে থাকে। শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের দুই বা ততোধিক গ্রুপে ভাগ করে দিতে পারেন। অনুরূপভাবে তিনি বিষয়বস্তুকেও কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিতে পারেন। আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব মতামত দেওয়ার সুযোগ পায় এবং নিজের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করে বলে তা অনেকাংশে স্থায়ী হয়।

আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. আলোচনা পদ্ধতিতে ক্লাসের সব শিক্ষার্থীই শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।
২. শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।
৩. শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদেরকে দুই বা ততোধিক গ্রুপে বিভক্ত করে নিবেন।
৪. প্রয়োজনে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে দিবেন।
৫. শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত বিষয়ে নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করবে।
৬. প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর ওপর নিজস্ব মতামত ও যুক্তি-তর্ক নির্বিঘ্নে উপস্থাপন করবে।
৭. গ্রুপ বিভাজনের সময় শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি দল বা গ্রুপ সংখ্যাগত ও মানগত দিক থেকে যেন কাছাকাছি পর্যায়ের হয়।
৮. শিক্ষক আলোচনা চলাকালীন প্রত্যেক গ্রুপের কার্যক্রম তদারকী করবেন।
৯. বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও চাহিদা বিবেচনা করে শিক্ষক আলোচনার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিবেন। অন্যথায় আলোচনা অনিয়ন্ত্রিত হবে এবং পাঠের অগ্রগতি হ্রাস পাবে।
১০. প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন আলোচনায় সক্রিয় থাকে, শিক্ষক সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।
১১. আলোচনা চলাকালীন কোনো গ্রুপ বা দল যদি কোনো বিষয় বোঝতে না পারে, তবে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দিবেন।
১২. আলোচনা শেষে প্রত্যেক দল বা গ্রুপ এর পক্ষ থেকে একজন তাদের সমাধান বা ফলাফল ক্লাসে উপস্থাপন করবে।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা

১. আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই সক্রিয়ভাবে শিখনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে বা সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াস পায়।
৩. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।
৪. আলোচনা পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। ফলে ধীরে ধীরে তারা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে গড়ে ওঠে।
৫. এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তন ক্ষমতা ও প্রকাশ দক্ষতার বিকাশ ঘটে।
৬. এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যকার জড়তা ও সংকোচ দূরীভূত হয় এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা বৃদ্ধি পায়।
৭. আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষালাভ করে।
৮. এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা চর্চা করার সুযোগ পায়।

আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধা

১. আলোচনা পদ্ধতিতে নির্ধারিত বিষয়ের আলোচনায় সাধারণত ক্লাসের বা গ্রুপের সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে না। যারা অপেক্ষাকৃত ভালো বা মেধাবী তারাই অংশ গ্রহণ করে। ফলে পাঠের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যাহত হয়।
২. এই পদ্ধতিতে ক্লাসের বা গ্রুপের দুর্বল শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকে। ফলে এই পদ্ধতিতে তারা তেমন কোনো সুফল পায় না।
৩. আলোচনা পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রেই ক্লাসের বা গ্রুপের সবল বা মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়; আর দুর্বল শিক্ষার্থীরা তা মুখ বুজে মেনে নেয়।
৪. দলগত আলোচনা পদ্ধতির প্রভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা দেয়। এর ফলে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার ভাব জাগ্রত হয়।
৫. দলগত আলোচনায় কোনো শিক্ষার্থীর মতামত অন্য শিক্ষার্থীর দ্বারা সমর্থিত ও গৃহীত না হলে এ নিয়ে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য এমনকি ঝগড়ার সৃষ্টি হয়।
৬. এই পদ্ধতিতে পাঠের বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না।

খ. হাদিস শিখনে প্রদর্শন পদ্ধতি

হাদিস শিক্ষনে প্রদর্শন পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। হাদিসের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান সরাসরি অথবা প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তু, যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহার করে হাতে কলমে বা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বা ব্যবহারিকভাবে কোন বিষয়বস্তু, ঘটনা বা প্রামাণ্য দলীল উপস্থাপন করা হয়। প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট যে কোনো কিছু প্রদর্শন, বর্ণনাকরণ ও অনুশীলনের সুযোগ বিদ্যমান।

প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. প্রদর্শন পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবে বিষয়বস্তু প্রদর্শন করা হয়।
২. প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বিষয় সংশ্লিষ্ট বস্তু সরাসরি ক্লাসে উপস্থাপন করা হয় অথবা শিক্ষার্থীদেরকে বস্তুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।
৩. পরোক্ষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন, ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

৪. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও যন্ত্রপাতি সাজিয়ে পাঠদানের বিষয়টিকে হাতে-কলমে ও প্রায়োগিকভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।
৫. এই পদ্ধতিতে শিক্ষককেই মূল প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।
৬. এই পদ্ধতির পর্যায়ক্রমিক স্তর হলো–
   - বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে হাজির করা;
   - শিক্ষার্থীদেরকে বস্তুর সামনে হাজির করা;
   - অডিও ভিজ্যুয়াল (সবাক ও দর্শনীয়) পদ্ধতিতে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা;
   - শুধু ভিজ্যুয়াল (নির্বাক ও দর্শনীয়) পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা;
   - শুধু অডিও (ধ্বনিভিত্তিক) পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা;
   - ইমেজ/ছবি, গ্রাফ, চার্ট, গ্লোব, মানচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করা;
   - স্ক্রীনে বা বোর্ডে অংকন করে প্রদর্শন করা।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা

১. প্রদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়ের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
২. এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে তা শিক্ষার্থীদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে।
৩. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা অপেক্ষাকৃত অধিক স্থায়ী হয়।
৪. প্রদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়সমূহ বেশি সক্রিয় থাকে। ফলে তারা পাঠে বেশি মনোযোগী ও তৎপর হয়।
৫. এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হয়।
৬. এই পদ্ধতিতে পাঠসংশ্লিষ্ট কাজে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও অনুশীলনের সুযোগ থাকে।
৭. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুত ও কনটেন্ট তৈরির সুযোগ পায়।

প্রদর্শন পদ্ধতির অসুবিধা

১. প্রদর্শন পদ্ধতি মূলত উপাদান, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি-নির্ভর। তাই সকল বিষয় ও সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।
২. এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত ব্যয় বহুল; আর্থিকভাবে স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠান ছাড়া এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।
৩. এই পদ্ধতিটি খুবই শ্রমসাধ্য ও প্রায়োগিক পদ্ধতি। মেধাবী, দক্ষ, বিচক্ষণ ও কর্মতৎপর শিক্ষক ছাড়া এই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।
৪. পর্যাপ্ত উপাদান, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা না থাকলে এই পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।
৫. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে এই পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীকে শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব হয় না।
৬. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে কাজ করার সুযোগ তেমন একটা থাকে না। তাই-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দক্ষতা খুব একটা অর্জন করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আলোচনা পদ্ধতিতে আলোচক কে?
ক. শিক্ষক
খ. শিক্ষার্থী
গ. দলনেতা
ঘ. অভিভাবক

২. প্রদর্শন পদ্ধতিতে মূল ভূমিকা কার?
ক. শ্রেণি শিক্ষকের
খ. প্রধান শিক্ষকের
গ. বিজ্ঞান শিক্ষকের
ঘ. কম্পিউটার শিক্ষকের

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা কী?
২. কোন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তন ক্ষমতা ও প্রকাশ দক্ষতার বিকাশ ঘটে?
৩. কোন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা অপেক্ষাকৃত অধিক স্থায়ী হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আলোচনা পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. হাদিস শিখনে আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন।
৩. প্রদর্শন পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. হাদিস শিখনে প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.৮: হাদিস শিখনে আরোহী, অবরোহী ও গাঠনিক পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আরোহী পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে আরোহী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন;
- অবরোহী পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে অবরোহী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন;
- গাঠনিক পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে গাঠনিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।

হাদিস শিক্ষণ

শিক্ষাদানের যে সকল সনাতন পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে আরোহী, অবরোহী ও গাঠনিক পদ্ধতি অন্যতম। যদিও এই পদ্ধতিগুলো বর্তমানে খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না, তারপরও হাদিস বিষয়ের শিক্ষকদের এই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। হাদিস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে চাহিদার আলোকে যদি কখনো প্রয়োজন হয়, তাহলে শিক্ষকগণ এ সকল পদ্ধতি পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

ক. হাদিস শিখনে আরোহী পদ্ধতি

যে কোনো বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সহজ থেকে কঠিন, উদাহরণ থেকে সূত্র এবং বিশেষ থেকে সাধারণ পর্যায়ে উপনীত হওয়াকে 'আরোহী পদ্ধতি' বলা হয়। হাদিস পাঠদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. আরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে না; বরং তারা নিজেদের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কোনো নতুন তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটনে আনন্দ লাভ করে।
২. এই পদ্ধতিতে কোনো সর্বজনীন সত্য বা সাধারণ সূত্র নির্ণয়ের জন্য কতগুলো বিশেষ দৃষ্টান্তের সহায়তায় তার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করা হয়।
৩. এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সাধারণ সিদ্ধান্তকে সব সময় চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়া যায় না। তবে সেগুলো সঠিক হবার সম্ভাবনা অধিক থাকে।
৪. আরোহী পদ্ধতি একটি মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি।

আরোহী পদ্ধতির সুবিধা

১. আরোহী পদ্ধতিতে জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সহজ থেকে কঠিন, উদাহরণ থেকে সূত্র এবং বিশেষ থেকে সাধারণ পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায়। এর ফলে এই পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা সহজ হয়।
২. এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. এই পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ, চিন্তন ও পরীক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
৪. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু অর্জন করতে শিখে এবং এতে তারা নতুন আবিষ্কারের আনন্দ পায়।
৫. এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা, নিরানন্দ পাঠ ও বাড়তি বাড়ির কাজের চাপ থেকে মুক্তি দেয়।
৬. এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করার সুযোগ সৃষ্টি করে।
৭. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় থাকে।
৮. আরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেধা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, চিন্তা ও বিচারশক্তির মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

আরোহী পদ্ধতির অসুবিধা

১. আরোহী পদ্ধতিটি প্রধানত গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদিস বিষয়ে-এর প্রয়োগ নিতান্ত সীমিত।
২. এই পদ্ধতিটি উচ্চ শ্রেণিতে খুব একটা কার্যকর নয়। এই পদ্ধতিতে উচ্চ শ্রেণিতে পাঠদান করলে অপ্রয়োজনীয় অংশ বা পুনরাবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেঁয়েমী ভাব বা ক্লান্তি আসতে পারে।
৩. সাধারণভাবে আরোহী পদ্ধতি একটি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি।
৪. আরোহী পদ্ধতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিশেষ সহায়ক নয়।

খ. হাদিস শিক্ষণে অবরোহী পদ্ধতি

অবরোহী পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পদ্ধতিতে একটি সাধারণ তথ্যকে স্বীকার করে নিয়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সত্যতা প্রমাণ করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিমূর্ত সিদ্ধান্ত থেকে মূর্ত তথ্যে উপনীত হওয়া যায় বলে এটিকে অবরোহী পদ্ধতি বলা হয়। যেমন– 'মানুষ মরণশীল'। এটি একটি সাধারণ ও চিরন্তন তথ্য। এটিকে স্বীকার করে পরবর্তী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এভাবে যে, কামালও একজন মানুষ। সুতরাং কামাল মরণশীল। অবরোহী পদ্ধতি একটি যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি। হাদিস বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুফল দিতে পারে।

অবরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. অবরোহী পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত।
২. এই পদ্ধতি সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তিগ্রাহ্য।
৩. এই পদ্ধতি সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া যায়।
৪. অবরোহী পদ্ধতির সত্যগুলো আরোহী পদ্ধতিতে নিরূপিত হয়।
৫. এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকগুলো উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয়।

অবরোহী পদ্ধতির সুবিধা

১. অবরোহী পদ্ধতিটি যুক্তিসম্মত ও সংক্ষিপ্ত।
২. এই পদ্ধতি দ্রুত সমস্যা সমাধানের উপযোগী।
৩. এই পদ্ধতি সকলেই ব্যবহার করতে পারে।
৪. এই পদ্ধতিতে মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও স্মরণশক্তির চর্চা হয়।
৫. অবরোহী পদ্ধতিটি আরোহী পদ্ধতির সাথে মিলিত হলে তা শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশে সহায়ক হয়।
৬. অনুশীলন ও পুনরালোচনার ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

৭. এই পদ্ধতিটি কম বয়সী ও সাধারণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক।
৮. অবরোহী পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শিক্ষাদান করা যায়।

অবরোহী পদ্ধতির অসুবিধা

১. অবরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা কম বলে শিক্ষাগ্রহণে তারা খুব একটা আগ্রহ, কৌতূহল ও উৎসাহ দেখায় না।
৩. এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিকট জটিল ও নীরস মনে হয়।
৪. অবরোহী পদ্ধতিটি সূত্র নির্ভর হওয়ায় এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতার যথাযথ বিকাশ ঘটে না।
৫. শিক্ষাদানের সর্বজনীন কৌশল ও প্রক্রিয়া হলো– জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সহজ থেকে কঠিন, উদাহরণ থেকে সূত্র এবং বিশেষ থেকে সাধারণ পর্যায়ে উপনীত হওয়া। অবরোহী পদ্ধতিতে উক্ত কৌশল ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত।
৬. অবরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মেধা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, চিন্তা ও বিচার শক্তি প্রয়োগের তেমন একটা সুযোগ থাকে না। তাই এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদেরকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় করে তোলে।

গ. হাদিস শিখনে গাঠনিক পদ্ধতি

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গাঠনিক পদ্ধতি একটি প্রাচীন ও সনাতন পদ্ধতি। এক সময় ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রধানত এই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হতো। গাঠনিক পদ্ধতি হলো, একটি শব্দ শিখিয়ে শব্দটিকে নানাভাবে প্রয়োগ করে বাক্য গঠন শেখানো, ছোট ছোট বাক্য যোগ করে একটি বড় বাক্য গঠন শেখানো এবং ছোট বড় কতগুলো বাক্য একত্র করে একটি প্যারা বা অনুচ্ছেদ গঠন শেখানো। এই পদ্ধতিতে বিক্ষিপ্তভাবে না শিখিয়ে ধারাবাহিক ও গঠনমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষা শেখানো হয় বলে এটাকে গাঠনিক পদ্ধতি বলা হয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সময় এই পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর ছিলো। হাদিস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও যেহেতু আরবি ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজন রয়েছে, তাই হাদিস শিক্ষাদানেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতিতে ভাষা শেখানো যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ বিধায় বর্তমানে এই পদ্ধতি আর তেমন একটা ব্যবহৃত হয় না।

গাঠনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. গাঠনিক পদ্ধতি একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি।
২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে ছোট থেকে বড়োর দিকে এবং জানা থেকে অজানার দিকে ধাবিত করা হয়।
৩. এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি।
৪. গাঠনিক পদ্ধতিটি আধুনিক যুগে উন্নততর শিক্ষাদান পদ্ধতির সামনে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।

গাঠনিক পদ্ধতির সুবিধা

১. গাঠনিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি বিধায় এটি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞানদানে সহায়ক।
২. এই পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে ও সযত্নে প্রয়োগ করা হয় বলে এর কার্যফল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ থাকে।
৩. শিক্ষা গবেষকদের মতে গাঠনিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষার্থীবান্ধব।
৪. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মুক্ত চিন্তার সুযোগ পায়।

৫. গাঠনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বিধায় তারা নিজেদেরকে শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করতে পারে।

গাঠনিক পদ্ধতির অসুবিধা

১. গাঠনিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি।
২. প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন ও সময় নিয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয় বিধায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও অবকাঠামোতে এটা কার্যকর করা সম্ভব হয় না।
৩. বর্তমান আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই পদ্ধতিটি অধিকতর সুফলদায়ক নয়।
৪. গাঠনিক পদ্ধতি প্রাচীন ও সনাতন পদ্ধতি হওয়ায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট খুব একটা সমাদৃত নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি আরোহী পদ্ধতি?
ক. কঠিন থেকে সহজ
খ. জানা থেকে অজানা
গ. সূত্র থেকে উদাহরণ
ঘ. সাধারণ থেকে বিশেষ

২. গাঠনিক পদ্ধতিটি কোন ধরনের পদ্ধতি?
ক. আপেক্ষিক
খ. বৈজ্ঞানিক
গ. প্রায়োগিক
ঘ. নৈর্ব্যক্তিক

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরোহী পদ্ধতি কাকে বলে?
২. 'মাহমুদ মরণশীল'– এই সত্যটি কোন পদ্ধতির মাধ্যমে বের করা সম্ভব?
৩. কোন্ পদ্ধতি শিক্ষাদানের একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আরোহী পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. হাদিস শিক্ষণে আরোহী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন।
৩. অবরোহী পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. হাদিস শিখনে অবরোহী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৫. গাঠনিক পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৬. হাদিস শিখনে গাঠনিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩.৯: হাদিস শিখনে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ভূমিকাভিনয় কৌশলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে ভূমিকাভিনয় কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন;
- মাথা খাটানো কৌশলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে মাথা খাটানো কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন;
- সমস্যা সমাধান পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।

হাদিস শিখন

ক. হাদিস শিখনে ভূমিকাভিনয় কৌশল

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভূমিকাভিনয় কৌশল একটি আকর্ষণীয় ও প্রায়োগিক কৌশল। পাঠ্যপুস্তকের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাটকের মতো করে অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করাকে ভূমিকাভিনয় কৌশল বলা হয়। এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পাঠ্য বিষয়কে গ্রহণ করে থাকে। ভূমিকাভিনয় কৌশলটি সমগ্র বিশ্বে একটি সফল ও কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত। হাদিস শিক্ষাদানের জন্য এই কৌশলটি একটি উপযোগী ও কার্যকর কৌশল।

ভূমিকাভিনয় কৌশলের বৈশিষ্ট্য

১. ভূমিকাভিনয় কৌশল একটি আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক কৌশল।
২. এই কৌশল শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কার্যক্রমে আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
৩. এই কৌশল কোনো অতীত ঘটনা বা কল্পিত বিষয়কে বাস্তবের মতো করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।
৪. সাধারণত শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রমে ভূমিকাভিনয় কৌশল প্রয়োগের সময় নাটকের মতো নাট্যমঞ্চ, বিশেষ পোশাক, দৃশ্যপট, বিশেষ উপকরণ ইত্যাদি না হলেও চলে।

ভূমিকাভিনয় কৌশলের সুবিধা

১. ভূমিকাভিনয়ের কৌশল মাধ্যমে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায়।
২. এই কৌশল মাধ্যমে কোনো অতীত ঘটনা বা কল্পিত বিষয় বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের অনুভূতি সৃষ্টি হয়।
৩. এই কৌশল স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজে প্রয়োগ করা যায়।
৪. এই কৌশল শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।
৫. ভূমিকাভিনয় কৌশল ব্যবহার করে সহজেই অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা যায়।

ভূমিকাভিনয় কৌশলের অসুবিধা

১. ভূমিকাভিনয় কৌশল প্রয়োগে সময় বেশি প্রয়োজন হয়।
২. পাঠদান করতে হলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।
৩. ভূমিকাভিনয়ের নির্দেশনা ও উপস্থাপনা সঠিকভাবে না হলে এর মাধ্যমে বিপরীত ফল হতে পারে।
৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভিনয় দক্ষতা না থাকলে ভূমিকাভিনয় কৌশলটি পাঠদানে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয় না।

খ. হাদিস শিখনে মাথা খাটানো কৌশল

শিক্ষণ সম্পর্কিত কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশে শিক্ষার্থীদেরকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার কৌশলকে 'মাথা খাটানো' কৌশল বলা হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মাথা খাটিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কোনো সমস্যার সমাধান বের করে। শিখনকে কার্যকর করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-সংশ্লিষ্ট কোনো জটিল বিষয় উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে চিন্তা করে তাদের বুদ্ধি খাটিয়ে উক্ত সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা করে। শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষার্থীরা আলাদা আলাদাভাবে, জোড়ায় জোড়ায় কিংবা দলগতভাবে তা করতে পারে। হাদিস পাঠদানের ক্ষেত্রে এই কৌশল ফলপ্রসূ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা মুক্তভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায় এবং শিক্ষকও তাঁর কর্ম ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্রম অগ্রগতি সম্পর্কে সুচিন্তনের সুযোগ পান। এই কৌশল চর্চা করার সময় শিক্ষার্থীগণ পরস্পরের নিকট থেকে অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটাতে পারে।

মাথা খাটানো কৌশলের বৈশিষ্ট্য

১. মাথা খাটানো কৌশল শ্রেণি পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদেরকে ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সমাধান খুঁজে বের করতে উদ্বুদ্ধ করে।
২. কখনো ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে আলাদা আলাদাভাবে, কখনো জোড়ায়-জোড়ায়, কখনো সম্মিলিতভাবে, আবার কখনো ছোট-ছোট দলে বিভক্ত করে কোনো বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেওয়া হয়।
৩. এখানে সাধারণত পাঠের নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় বিন্যস্ত করে শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলকে একেকটি সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেওয়া হয়।
৪. শিক্ষক নির্ধারিত সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য দলভিত্তিক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
৫. শিক্ষার্থীরা চিন্তা-ভাবনা করে দলীয়ভাবে প্রাপ্ত সমস্যার সমাধান বের করবে এবং শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দলীয়ভাবেই তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

মাথা খাটানো কৌশলের সুবিধা

১. মাথা খাটানো কৌশল সমগ্র শ্রেণিতে একই সময়ে প্রয়োগ করা যায়।
২. কোনো জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।
৩. মাথা খাটানো কোনো সমস্যা সমাধানে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে।
৪. এই কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অল্প সময়ে অধিক ফল পাওয়া যায়।
৫. মাথা খাটানো কৌশল প্রয়োগ কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পায়।
৬. এই কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা স্পষ্ট হয়।

৭. মাথা খাটানো শিক্ষার্থীরা শ্রেণি পাঠে অধিক প্রাণবন্ত থাকে।
৮. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনা সহজ, সুন্দর ও স্পষ্ট হয়।
৯. মাথা খাটানো কৌশল শ্রেণির জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
১০. এই কৌশলে শিক্ষার্থীরা সার্বক্ষণিক সৃষ্টিশীল চিন্তায় উজ্জীবিত থাকে।
১১. মাথা খাটানো কৌশলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

মাথা খাটানো কৌশলের অসুবিধা

১. ক্লাসের শিক্ষার্থীদের মেধার তারতম্যের কারণে মাথা খাটানো কৌশল সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হয় না।
২. অনেক সময় আলোচনা নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে চলে যেতে পারে।
৩. মাথা খাটানো কৌশল অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত বিষয়ের আলোচনা ও সমস্যার সমাধান নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায় না।
৪. বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক ধারণা না থাকলে এটি ব্যবহার করে সকল ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।
৫. অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অধিক হলে ক্লাসে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।
৬. শিক্ষক যথেষ্ট বিচক্ষণ ও কৌশলী না হলে মাথা খাটানো কৌশল সঠিক ও মানসম্পন্ন প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

গ. হাদিস শিখনে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি হলো শ্রেণি পাঠদানের একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যৌক্তিক উপায়ে যে কোনো সমস্যার সমাধান করা হয়। এই পদ্ধতির মূল কথা হলো, বিষয়বস্তুর সমস্যামূলক উপস্থাপনা। শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা নির্বাচন করা হয় তাদের পূর্বজ্ঞান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে। তবে উক্ত সমস্যার সমাধান তাদের আগে থেকে জানা থাকে না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সবার অলক্ষে এক বা একাধিক সমস্যা তুলে ধরেন। তারপর শিক্ষার্থীরা উক্ত সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানের চেষ্টা করে। ক্লাসের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা সম্মিলিতভাবেও হতে পারে, আবার ছোট ছোট দলে বিভক্ত করেও হতে পারে। শিক্ষক বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। হাদিস শিক্ষাদানে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী ও ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সম্মিলিতভাবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে ক্রিয়াশীল হয়।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন হবে সমস্যার আকারে।
২. এই পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিশেষ ধরনের বিন্যাস প্রয়োজন হয়।
৩. বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করতে হয়, যাতে তা শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থাকে সক্রিয় করে তোলে।
৪. এই পদ্ধতিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কোনো প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে নয় বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরে সম্পন্ন হয়।
৫. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে সাধারণত নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করতে হয়:
   - সমস্যা শনাক্তকরণ;
   - সমস্যা বিশ্লেষণ;
   - অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

- তথ্য সংগ্রহ;
- তথ্য বিশ্লেষণ;
- অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই;
- চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা

১. শ্রেণি কক্ষে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির চর্চার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনের নানা সমস্যার যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করে।
২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।
৩. এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা অর্জনের অনুরাগ সৃষ্টি করে।
৪. সমস্যা সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক, চিন্তনমূলক, উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল দক্ষতার কার্যকর বিকাশ সাধিত হয়।
৫. এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, বিভিন্ন চিন্তনের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি দক্ষতা ও সক্ষমতার সুষম প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।
৬. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা কোনো বিশেষ বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে; যা পরবর্তীতে তাদের কর্মজীবনে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে মতামত প্রদানে সহায়ক হয়।
৭. এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষে মানসিকভাবে সক্রিয় রাখে, যা তাদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়োগিকভাবে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।
৮. সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অসুবিধা

১. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা সব সময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কারণ পাঠ্যক্রমের সকল অংশকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করা যায় না।
২. এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে না। তখন সমস্যা সমাধানের জন্য পাঠ্যসূচির যে অংশটুকু অধ্যয়ন করা দরকার, শিক্ষার্থীরা শুধু সেটুকুই অধ্যয়ন করে, পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ অংশ অধ্যয়ন করে না।
৩. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠদান করলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তুর জ্ঞান অর্জনের চেয়ে সমস্যা সমাধানের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। এর ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।
৪. এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ কম পায়। ফলে তাদের শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই কর্মভিত্তিক ও প্রায়োগিক হয় না।
৫. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠদান এক দিকে সময় সাপেক্ষ এবং অন্যদিকে এর তথ্য সংগ্রহের ঝামেলাও অনেক বেশি।
৬. এই পদ্ধতি দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল।
৭. নিচের শ্রেণি তথা শিশুদের জন্য সমস্যা সমাধান পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভূমিকাভিনয় কৌশল পাঠ্য পুস্তকের কোনো বিষয়কে কিসের মত করে উপস্থাপন করা হয়?
ক. গল্প
খ. কবিতা
গ. নাটক
ঘ. উপন্যাস

২. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে কে সমস্যার সমাধান করে?
ক. শিক্ষক
খ. শিক্ষার্থী
গ. দলনেতা
ঘ. অভিভাবক

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভূমিকাভিনয় কৌশল প্রয়োগের সময় বেশি প্রয়োজন হয় কেন?
২. মাথা খাটানো কৌশল প্রয়োগে শিক্ষকের কাজ কী?
৩. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে কিসের আকারে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভূমিকাভিনয় কৌশলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. হাদিস শিখনে ভূমিকাভিনয় কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন।
৩. মাথা খাটানো কৌশলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. হাদিস শিখনে মাথা খাটানো কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৫. সমস্যা সমাধান পদ্ধতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৬. হাদিস শিখনে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩.১০: হাদিস শিখনে একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- একক কাজের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে একক কাজের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন;
- জোড়ায় কাজের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে জোড়ায় কাজের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন;
- দলীয় কাজের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস শিখনে দলীয় কাজের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।

হাদিস শিখন

ক. হাদিস শিখনে একক কাজ

শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে যে প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে বেশি চর্চা করা হয় তা হলো একক কাজ। শিক্ষার হাতে খড়ি থেকে শুরু করে শিক্ষা জীবনের শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা একক কাজেই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে এককভাবে করার জন্য যে কাজ দিয়ে থাকেন, তাকে একক কাজ বলা হয়। যেমন, কোনো নির্দিষ্ট পাঠ শেখা বা মুখস্থ করা; গণিত, ব্যাকরণ বা অন্য কোনো বিষয়ে এককভাবে কোনো সমস্যার সমাধান করা; বাড়ির কাজ আদায় করা; কোনো প্রশ্নের উত্তর বলা বা খাতায় লেখা; সৃজনশীল বা উদ্ভাবনীমূলক কোনো কাজ করা ইত্যাদি। হাদিস পাঠদানের ক্ষেত্রে এই কৌশলটি বিশেষভাবে কার্যকর।

একক কাজের বৈশিষ্ট্য

১. একক কাজ মূলত শিক্ষার্থীরা এককভাবে কাজ করে থাকে।
২. এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে এককভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।
৩. একক কাজ প্রকারান্তরে স্বশিক্ষারই নামান্তর।
৪. এই কৌশলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের মেধা ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে থাকে।
৫. একক কাজের অর্জন বা ফলাফল শিক্ষার্থী ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে।
৬. শিক্ষাদানের সকল পদ্ধতিতেই কোন না কোন পর্যায়ে একক কাজের প্রয়োজন হয়।

একক কাজের সুবিধা

১. একক কাজ প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব মেধা, মনন ও চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ পায়।
২. একক কাজের ফলে ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রদর্শন করতে পারে।
৩. একক কাজ চর্চার মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস, কর্মোদ্দীপনা ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।
৪. এই কৌশল প্রয়োগে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মেধা, পারঙ্গমতা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদান করার সুযোগ থাকে।
৫. একক কাজে প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্বশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়; যা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক।

একক কাজের অসুবিধা

১. সাধারণত শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও চিন্তাশক্তির মাত্রা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই একক কাজ সকল শিক্ষার্থী এককভাবে সঠিক মানে কাজ করতে বা সমস্যার সমাধান করতে পারে না।
২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে গেলে শিক্ষককে ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা-আলাদা কাজ দিতে হয় এবং প্রত্যেককে আলাদা-আলাদাভাবে তদারকী করতে হয়, যা একজন শিক্ষকের জন্য খুবই দুরূহ ব্যাপার।
৩. অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্লাসে একক কাজ পাঠদান করা অনেকাংশেই সম্ভব হয় না।
৪. সাধারণত শিক্ষার্থীদের মেধা, শিখন-ক্ষমতা ও নিবিষ্ট পাঠে মনোনিবেশের ভিন্নতা থাকে বিধায় এই কৌশলে পাঠদান করলে সামগ্রিকভাবে শ্রেণিকক্ষের পঠন ও শিখন অগ্রগতি সুনির্দিষ্ট স্তর অর্জনে সফল নাও হতে পারে।
৫. একক কাজ প্রায়শঃই শিক্ষার্থীরা আপন ভূবনে নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং ক্লাসের সাধারণ আলোচনা ও শিক্ষণীয় বিষয় থেকে বাইরে চলে যায়। ফলে শ্রেণি পাঠের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

খ. হাদিস শিখনে জোড়ায় কাজ

শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষক কখনো কখনো ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে বিভিন্ন কাজ দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক জোড়ার জন্য আলাদা আলাদা কাজ বা কোনো সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হয়। জোড়ার দুই জন আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে উক্ত কাজ বা সমস্যার সমাধান করে থাকে। শিক্ষাদানের বহুল প্রচলিত এই কৌশলকে ‘জোড়ায় কাজ’ বলা হয়। হাদিস পাঠদানের ক্ষেত্রে এই কাজটি খুবই উপযোগী ও যথেষ্ট কার্যকর।

জোড়ায় কাজের বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষক ক্লাসের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন শিক্ষার্থী বাছাই করে আলাদা-আলাদা জোড়া তৈরি করবেন।
২. শিক্ষক প্রত্যেক জোড়াকে আলাদা-আলাদা কাজ বা কোনো সমস্যার সমাধান করতে দিবেন।
৩. প্রত্যেক জোড়াকে তাদের কাজের প্রকৃতি এবং সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।
৪. জোড়ায় কাজ শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে।
৫. প্রত্যেক জোড়ার শিক্ষার্থীদ্বয় পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে কাজ করে থাকে।
৬. জোড়ায় জোড়ায় কাজ কৌশলে জোড়ার শিক্ষার্থীদ্বয় পরস্পরকে সহযোগিতা করে এবং একে অপরের সম্পূরকের ভূমিকা পালন করে।
৭. জোড়ায় জোড়ায় কাজে বৃহত্তর দলীয় কাজের ভিত রচিত হয় এবং তা অধিকতর মজবুত হয়।

জোড়ায় কাজের কৌশলের সুবিধা

১. জোড়ায় কাজ কৌশলেত নিবিড়, অন্তরঙ্গ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা যায়।
২. এই কৌশলে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক চিন্তা-চেতনার আদান-প্রদান হয়।
৩. একজন যা জানে না এবং শিক্ষক বা অন্য কোনো সূত্রে যা জানার সুযোগ হয় না; জোড়ায় কাজে জোড়ার সঙ্গীর কাছ থেকে তা সহজেই জানতে পারা যায়।
৪. নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর অধিক তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়।
৫. জোড়ায় কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।
৬. এখানে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা যায়।

জোড়ায় কাজের অসুবিধা

১. জোড়ায় কাজের সর্বপ্রকার শিখন অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয় না।
২. এই কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মত পার্থক্য ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে।
৩. জোড়ায় কাজের কোনো কাজ করতে বা কোনো সমস্যার সমাধান করতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগতে পারে।
৪. জোড়ায় কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের এক জনের ব্যাপারে আরেকজনের নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতে পারে।
৫. জোড়ায় কাজের প্রত্যেক জোড়াকে আলাদা-আলাদা দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তদারকী করা শিক্ষকের জন্য অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে ওঠতে পারে।
৬. আধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্লাসে জোড়ায় কাজ কৌশলটি পাঠদান করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

গ. হাদিস শিখনে দলগত কাজ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিক কৌশলসমূহের অন্যতম হলো দলগত কাজ। ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলকে আলাদা-আলাদা কাজ দিয়ে তাদের মাধ্যমে উক্ত কাজ সমাধান করাকে দলগত কাজ বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে শ্রেণি পাঠদানে একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজ একই ধারাবাহিকতায় গ্রথিত। দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠতর ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে শিক্ষাদানকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা যায়। হাদিস শিক্ষাদানে দলগত কাজ একটি উপযোগী ও স্বার্থক কৌশল।

দলীয় কাজের বৈশিষ্ট্য

১. দলীয় কাজের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করতে হয়।
২. পাঠ্য বিষয় থেকে কয়েকটি কাজ বা সমস্যা চিহ্নিত করে প্রত্যেক দলকে একেকটি কাজ বা সমস্যা বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
৩. শিক্ষক প্রত্যেক দলকে তাদের কাজের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেন এবং কাজটি সমাধানের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।
৪. প্রদত্ত কাজ বা সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রত্যেক দলকে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।
৫. প্রত্যেক দল নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করে প্রদত্ত কাজ বা সমস্যার সমাধান করে থাকে।
৬. প্রত্যেক দল উক্ত কাজ বা সমস্যার সমাধান করে দলীয়ভাবেই শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করে থাকে।

দলীয় কাজের সুবিধা

১. দলগত কাজ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ পায়।
২. এই দলগত কাজ করলে শিক্ষার্থীরা কাজে আনন্দ পায়।
৩. দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামষ্টিক চেতনা ও দলগত সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।
৪. দলগত কাজ করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা তৈরি হয়।
৫. দলগত কাজ অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরা অগ্রসর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা পায়।
৬. দলগত কাজ করলে শিক্ষার্থীরা কাজে অধিক যত্নবান হয় ও কাজে গতি আসে।
৭. দলগত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ঐক্যের চর্চা হয়, যা তাদের ভবিষ্যত জীবনের জন্য সংঘবদ্ধতার সোপান রচনা করে।

দলীয় কাজের অসুবিধা

১. সাধারণত দলের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার মেধা ও কার্যক্ষমতার শিক্ষার্থী থাকে। তাই দলগত কাজ করার সময় অগ্রসর মানের এক বা একাধিক শিক্ষার্থী দলের অধিকাংশ কাজের ভার বহন করে থাকে। দলের বাকীরা সাধারণত থাকে নিষ্ক্রিয়। ফলে শিক্ষার সামষ্টিক উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হয় না।

২. সাধারণত দলের শিক্ষার্থীদের মেজাজ, মানসিকতা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাই দলগতভাবে কাজ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেক সময় মত পার্থক্য ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে।

৩. এখানে দুর্বল শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

৪. দলীয় কাজের প্রত্যেক দলের অগ্রসরমানরা সিংহভাগ কাজ করে থাকে বিধায় অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরনির্ভরশীলতার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

৫. দলগতভাবে কাজ করতে গেলে অনেক সময় দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন কাজের গতি ব্যাহত হয় এবং যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে কোনটি সবচেয়ে বেশি চর্চা করা হয়?
ক. বাড়ির কাজ
খ. একক কাজ
গ. জোড়ায় কাজ
ঘ. দলগত কাজ

২. দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন চেতনা গড়ে ওঠে?
ক. ত্যাগের
খ. স্বার্থের
গ. ঐক্যের
ঘ. বিভেদের

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কোন কৌশলটি প্রকারান্তরে স্বশিক্ষারই নামান্তর?
২. জোড়ায় কাজের সর্বপ্রকার শিখন অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয় না কেন?
৩. কোন কৌশলটিতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. একক কাজের কৌশলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. হাদিস শিখনে একক কাজের সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন।
৩. জোড়ায় কাজের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. হাদিস শিখনে জোড়ায় কাজ কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।
৫. দলীয় কাজের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৬. হাদিস শিখনে দলীয় কাজের সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৪: হাদিসে পারদর্শিতা উন্নয়ন পদ্ধতি

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্বমানবতার মুক্তির মহাসনদ। কুরআন মাজীদ সহিহভাবে বুঝতে হলে আল-হাদীসের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণী এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা। হাদিস গ্রহণ কিংবা বর্জন প্রশ্নে হাদিসের সনদ, মতন, সহিহ, য'ঈফ ও মাওযু' তথা জাল হাদিস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। সনদ ও মতন ইলমে হাদিসের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। একটির সাথে অন্যটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশুদ্ধ সনদ ছাড়া নির্ভুল মতন পাওয়া করা দুষ্কর। হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য মুসলিম মনীষীগণ যুগে যুগে কঠোর সাধনা করেছেন। কোনো সাহাবী মিথ্যা বলতেন না এবং নির্ভুলভাবে হাদিস বলার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করতেন না। তবুও মুসলিম মনীষীগণ, হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীর কোনো ভুল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁর বর্ণনাকে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে তা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইনতিকালের পর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে ইসলাম বিরোধী বা স্বীয় স্বার্থ সমর্থিত বক্তব্য তৈরি করতে থাকে। এগুলো জাল হাদিস নামে পরিচিত। জাল হাদিস রচনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জাল হাদিস রচনাকারী নির্ঘাত জাহান্নামী।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ–

পাঠ ৪.১	:	সহিহ, যয়ীফ ও মাওযূ' হাদিস: পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য
পাঠ ৪.২	:	প্রচলিত কতিপয় জাল হাদিস
পাঠ ৪.৩	:	হাদিস জাল করার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়
পাঠ ৪.৪	:	হাদিসের সনদ ও মতন: পার্থক্য ও গুরুত্ব
পাঠ ৪.৫	:	হাদিস সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত
পাঠ ৪.৬	:	বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতি
পাঠ ৪.৭	:	বিরোধপূর্ণ হাদিসের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পদ্ধতি
পাঠ ৪.৮	:	হাদিস থেকে ফিক্হী মাসআলা উদ্ভাবন কৌশল
পাঠ ৪.৯	:	হাদিসের পারদর্শিতা উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ ৪.১০	:	জীবন ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও আল-হাদিস শিক্ষণ

পাঠ ৪.১: সহিহ, যয়ীফ ও মাওযূ' হাদিসঃ পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সহীহ হাদিসের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারবেন;
- যয়ীফ হাদিসের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাওযূ' হাদিসের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- সহিহ, যয়ীফ ও মাওযূ' হাদিসের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সহিহ হাদিস

সহিহ হাদীসের পরিচয়

আভিধানিক অর্থঃ 'সহিহ' শব্দটি 'সাকীম' (ব্যাধিগ্রস্ত)-এর বিপরীত। এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ, বিশুদ্ধ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে সহিহ শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে হাদিস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শব্দটিকে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়।

পারিভাষিক অর্থঃ যে হাদিসের বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং তাদের স্মরণশক্তি খুবই প্রখর এবং যাদের বর্ণনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত আর তাদের বর্ণনাকৃত হাদিস বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণনার বিপরীতও নয়-এরূপ হাদিসকে সহিহ হাদিস বলে।

ইমাম নববী লিখেছেন, "যে হাদিসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারী পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের সংযোজনে পরম্পরাপূর্ণ ও যাতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী একজনও নেই তাকেই সহিহ হাদিস বলে"।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদিসের মধ্যে ৫টি শর্ত বিদ্যমান তাকে সহিহ হাদিস বলা হয়। শর্ত পাঁচটি হলো–

ক. 'আদালত': হাদিসের সকল রাবী পরিপূর্ণ সৎ বলে প্রমাণিত;
খ. 'যাবত': সকল রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনার সক্ষমতা' পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত;
গ.'ইত্তিসাল': সনদের প্রত্যেক রাবী তার ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদিসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত;
ঘ. 'শুযূয মুক্ত': হাদিসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং
ঙ. 'ইল্লাত মুক্ত': হাদিসটির মধ্যে সূক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত।

প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুটি শর্ত মূলত অর্থ কেন্দ্রিক। বর্ণিত হাদিসটি সত্যিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলে নিশ্চিত হতে পারলে মুহাদ্দিসগণ তাকে "সহিহ" বা বিশুদ্ধ হাদিস বলে গণ্য করেন। নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিস-এ মানের নির্ভুল বা সহিহ বলে গণ্য করা হয় তাদের নির্ভরযোগ্যতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবিতে (ثِقَةٌ،ثَبْتٌ،حُجَّـةٌ): বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

উমার ইবনুন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি: "সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করেছে, সে তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে, আর যার হিজরত দুনিয়া (পার্থিব বস্তু) আহরণ করার জন্য অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার হিজরত সে জন্য বিবেচিত হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে"।

সহীহ হাদিসের বৈশিষ্ট্য:

সহিহ হাদিসের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. **মুত্তাসিল সনদ হওয়া:** মুত্তাসিল সনদ হলো, হাদিসের সনদের কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ না পড়া। সুতরাং যে হাদিসের সনদে কোথাও কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে সেটি সহিহ হাদিস হবে না।
২. **রাবী আদেল বা ন্যায়পরায়ণ হওয়া:** আদেল ঐ রাবীকে বলা হয় যিনি তাকওয়া ও মুরুওয়াত গুণের অধিকারী। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় হৃদয়ে লালন করা এবং কবিরা ও সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। আর মুরুওয়াত হলো অশোভনীয় আচরণ এবং এমন কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত থাকা, যা ব্যক্তিত্বকে হালকা করে দেয়।
৩. **রাবী যাবত বা পূর্ণ সংরক্ষণকারী হওয়া:** যাবত অর্থ সংরক্ষণ ক্ষমতা। এটা লিখিত অথবা মস্তিষ্কে ধারন উভয় ভাবেই হতে পারে।
৪. **হাদিসটি মু'আল্লাল না হওয়া:**

   মু'আল্লাল এমন হাদিস, যাতে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি আছে, যা হাদিস বিশারদগণ ছাড়া সাধারণের জন্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন কোন হাদিসে রাবী সন্দেহের কারণে কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেছেন। কিন্তু ভিন্ন সনদ একত্র করায় সে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। এ ধরনের ত্রুটি থাকার কারণে হাদিসটি সহিহ হওয়ার পথে অন্তরায়।
৫. **হাদিসটি শায না হওয়া:** এক বিশ্বস্ত রাবীর হাদিস অপর বিশ্বস্ত রাবীর হাদিসের বিপরীত হলে উভয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি বিশ্বস্ত রাবীর হাদিস অথবা তৃতীয় কোন বিশ্বস্ত রাবী বা রাবী সমষ্টির হাদিস দ্বারা সমর্থনের মাধ্যমে শক্তিশালী হাদিসকে মাহফুয বলা হয় এবং কম শক্তিশালীটিকে বলা হয় শায। শায হাদিস সহিহ নয়।

য'ঈফ হাদিস-এর পরিচয়:

য'ঈফ (اَلضَّعِيْفُ) শব্দটি আল-ক্বী (اَلْقَوِيُّ) শক্তিশালী-এর বিপরীত। এর অর্থ দুর্বল। দুর্বলতা দু'ধরনের হতে পারে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অর্থগত। হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দ্বারা অর্থগত দুর্বলতা বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণেই কোনো হাদিসকে দুর্বল বা য'ঈফ বলা হয়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কথাই দুর্বল নয়। ইব্নুস্ সালাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যয়ীফ হাদিস-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, "যয়ীফ হাদিস ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যাতে সহিহ অথবা হাসান হাদিসের শর্তসমূহ অবর্তমান"। এ সংজ্ঞার ব্যাপারে অনেকে সমালোচনা করে বলেছেন, হাসান হাদিসের শর্ত যেখানে বিদ্যমান নেই, সেখানে সহিহ হাদিস-এর উল্লেখ করা অবান্তর। এ জন্য আল্লামা দাকীকুল 'ঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু য'ঈফ হাদিসের সংজ্ঞা নিরূপণে সহিহ হাদিসের কথা উল্লেখ করেননি। আল্লামা বাইকুনী তাঁর মানযূমাত গ্রন্থে বলেন, হাসান হাদিসের নিম্নস্তরের রিওয়ায়াতকে যয়ীফ হাদিস বলা হয়।

যয়ীফ হাদিস-এর উদাহরণ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .

আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে লোক ঋতুবতী অবস্থায় যৌনসঙ্গম করেছে অথবা কোনো স্ত্রীলোকের মলদ্বারে যৌনসঙ্গম করেছে অথবা কোনো গণকের কাছে গিয়েছে এবং তার কথা বিশ্বাস করেছে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি অবিশ্বাস করেছে"।

এ হাদিসের সনদে হাকীম আল-আসরাম নামে জনৈক রাবী রয়েছেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইব্ন হাজার 'আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন।

যয়ীফ হাদিসের বৈশিষ্ট্য

১. মুহাদ্দিসগণের মতে, জাল (মিথ্যা) হাদিস ব্যতীত সকল প্রকার যয়ীফ হাদিসই সনদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা ব্যতীত রিওয়ায়াত করা জায়েয, তবে শর্ত হলো হাদিসটি দীনী 'আকীদাহ (যেমন আল্লাহ তাআলার সিফাত) এবং শরী'আতের বিধান (হালাল-হারাম) সম্পর্কিত হবে না। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সুফইয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইব্নুল মাহদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আহমাদ ইব্ন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ যয়ীফ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

২. যয়ীফ হাদিসের ওপর আমল করার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ফাযাইলে আ'মাল-এর ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদিসের ওপর আমল করা জায়েয। ইব্ন হাজার এর বর্ণনা অনুযায়ী শর্ত তিনটি হলো–

   ক. হাদিসটি অত্যধিক দুর্বল হবে না;
   খ. হাদিসটি আমল উপযোগী হবে এবং তা শরীয়াতের বিধি বিধান ও মূলনীতির পরিপন্থী হবে না এবং
   গ. হাদিসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, বরং সতর্কতার সাথে তার ওপর আমল করতে হবে।

মাওযূ হাদিসের পরিচয়: اَلْمَوْضُوْعُ শব্দটি اَلْوَضْعُ মূলধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ নির্মিত, তৈরিকৃত, বানোয়াট ইত্যাদি। 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে ضِدُّ الرَّفْعِ তথা উঁচু-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিভাষায় মীযানুল আখবার গ্রন্থকার বলেছেন,

اِنْ كَانَ الرَّاوِىُّ مَطْعُوْنًا فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فِىْ الْحَدِيْثِ فَحَدِيْثُهُ مَوْضُوْعٌ

"বর্ণনাকারী যদি সমালোচিত হন, আর যদি তিনি হাদিস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন, তবে তার বর্ণিত হাদিসকে মাওযূ' বলা হবে"।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মতে, ঐ মনগড়া বানানো মিথ্যা কথাকে মাওযূ' হাদিস বলা হয়, যা স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য তিনি তাঁর দ্বিতীয় মতে মনগড়া বানানো মিথ্যা কথাকে ভুলক্রমে (ইচ্ছাপূর্বক নয়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে চালিয়ে দেওয়াকেও মাওযূ' হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে মুহাদ্দিসগণ অনিচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে চালিয়ে দেওয়াকে বিশেষ পরিভাষায় আখ্যায়িত করেছেন। যেমন– মুদরাজ (যে হাদিসের মধ্যে

রাবী তাঁর নিজের কিংবা অপর কারো উক্তি প্রয়োগ করেছেন তাকে মুদরাজ বলে) ও মাকলূব (যে হাদীসের সনদ কিংবা মতনে পূর্বের শব্দকে পরে এবং পরের শব্দকে পূর্বে রদ-বদল করে রিওয়ায়াত করাকে মাকলূব বলে) ইত্যাদি। এ সকল রিওয়ায়াত মাওযূ হিসেবে গণ্য না হলেও মুহাদ্দিসগণের নিকট তা প্রত্যাখ্যাত।

সহিহ, যয়ীফ ও মাওযূ' হাদিসের মধ্যে পার্থক্য

সহিহ হাদিস	য'ঈফ হাদিস	মাওযূ' হাদিস
'সহিহ'-এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ, বিশুদ্ধ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য।	য'ঈফ-এর অর্থ দুর্বল।	মাওযূ-এর অর্থ নির্মিত, তৈরিকৃত, বানোয়াট ইত্যাদি।
এমন খবর ওয়াহিদকে সহিহ হাদিস বলা হয় যার সনদ মুত্তাসিল, প্রত্যেক রাবীই আদিল ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদিসটি মু'আল্লালও নয়, শাযও নয়।	যঈফ হাদিস ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যাতে সহীহ অথবা হাসান হাদিসের শর্তসমূহ অবর্তমান।	ঐ মনগড়া বানানো মিথ্যা কথাকে মাওযূ হাদিস বলা হয়, যা স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়।
সহিহ হাদিস প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য ও নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।	শর্তসাপেক্ষে য'ঈফ হাদিস-এর ওপর আমল করা মুস্তাহাব। যেমন- হাদিসটি অত্যধিক দুর্বল হবে না; হাদিসটি আমল উপযোগী হবে এবং তা শরীয়তের বিধিবিধান ও মূলনীতির পরিপন্থী হবে না এবং হাদিসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, বরং সতর্কতার সাথে তার ওপর আমল করতে হবে।	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা বলা বা মাওযূ হাদিস বর্ণনা করা সর্বাবস্থায় হারাম। কাজেই মাওযূ হাদিস থেকে দলীল গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করাও হারাম।
সহিহ হাদিসের মাধ্যমে অকাট্য ও প্রত্যয় দীপ্ত জ্ঞান অর্থাৎ ইলমুল ইয়াকীন অর্জিত হয়। কুরআনের পরেই এ শ্রেণির হাদিসের স্থান। এটা সকল প্রকার সন্দেহ সংশয়ের উর্দ্ধে। এর অস্বীকারকারী কাফের।	যঈফ হাদিস-এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না।	মাওযূ' হাদিস পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা বলা বা মাওযূ' হাদিস বর্ণনা করা সর্বাবস্থায় হারাম এবং এর বর্ণনাকারী জাহান্নামী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্য কয়টি?
ক. ৫টি
খ. ৪টি
গ. ৩টি
ঘ. ৬টি

২. মাওযূ শব্দের অর্থ কী?
ক. দুর্বল
খ. বিশুদ্ধ
গ. নির্ভরযোগ্য
ঘ. নির্মিত, বানোয়াট

৩. যয়ীফ হাদিসের ওপর আমল করা–
ক. মুস্তাহাব
খ. জায়েজ
গ. ওয়াজিব
ঘ. মুবাহ

উত্তরমালা: ১. ক, ২, ঘ, ৩. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সহীহ হাদিসের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. যয়ীফ হাদিসের সংজ্ঞা দিন।
৩. মাওযূ হাদিসের পরিচয় দিন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সহিহ হাদিসের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
২. সহিহ, যয়ীফ ও মাওযূ' হাদিসের মধ্যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করুন।
৩. সহিহ হাদিসের একটি উদাহরণ দিয়ে হাদিসটির ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪.২: প্রচলিত কতিপয় জাল হাদিস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজে বহুল পরিচিত কিছু জাল হাদিস সম্পর্কে জেনে বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রচলিত কতিপয় জাল হাদিস

কয়েকটি জাল হাদিস উল্লেখ করা হলো:

১. আপনি না হলে আমি আসমান যমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না

"আপনি না হলে আমি আসমান যমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না"।

আল্লামা সাগানী, মোল্লা আলী কারী, আব্দুল হাই লাখনবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ একবাক্যে কথাটিকে ভিত্তিহীন বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ শব্দে এ বাক্য কোনো হাদিসের গ্রন্থে কোনো প্রকার সনদে বর্ণিত হয়নি।

২. আরবজাতিকে তিনটি কারণে ভালোবাসবে

আরবী কুরআনের ভাষা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষা। এজন্য স্বভাবতই সকল মুমিন আরবী ভাষাকে ভালবাসেন। ভাষার প্রতি এ স্বাভাবিক ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতগণ আরবজাতিকে ভালোবাসার ফযীলতে অনেক হাদিস বানিয়েছে। এ অর্থে একটি প্রচলিত জাল হাদিস:

"তিনটি কারণে আরবজাতিকে (আরবদেরকে) ভালোবাসবে, আমি আরবী, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতের ভাষা আরবি"।

এটাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস বানোয়াট এবং কেউ কেউ যয়ীফ হিসাবে গণ্য করেছেন। সনদ বিচারে এটি বানোয়াট বলেই বুঝা যায়।

৩. বংশের মধ্যে বৃদ্ধ উম্মতের মর্যাদা নবীর মত

এ বিষয়ে অন্য একটি জাল হাদিস:

"কোনো কওম বা গোত্রের মধ্যে শাইখ বা বয়স্ক মুরুব্বী ব্যক্তি উম্মাতের মধ্যে নবীর মত"।

শাইখ বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দুটি অর্থ বুঝানো হতো। প্রথম অর্থ হলো 'বৃদ্ধ ব্যক্তি'। এ হলো এই শব্দে মূল শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হলো: 'গোত্রপতি'। পরবর্তী যুগে সুফী বুযুর্গগণকেও 'শাইখ' বলা হতো। ফার্সী 'পীর' শব্দটিও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"শাইখ" শব্দটি এ তৃতীয় অর্থে ব্যবহার করা শুরু হওয়ার পরে এ হাদিসটির জালিয়াতি সম্পর্কে অসচেতন কেউ কেউ এ জাল হাদিসটিকে তরীকতের শাইখ বা পীর মাশাইখদের মর্যাদার প্রমাণ হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি যে, পীর-মাশাইখদের মর্যাদা রয়েছে নেককার বান্দা হিসাবে এবং আল্লাহর পথের উস্তাদ বা মুরশিদ হিসাবে। তবে এ জাল হাদিসটির সাথে তাদের মর্যাদার কোনো সম্পর্ক নেই।

৪. দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র

আমরা জানি যে, আখিরাতের জন্য দুনিয়াতে কর্ম করতে হবে। তবে এ অর্থে একটি 'হাদিস' প্রচলিত, যা ভিত্তিহীন।

হাদিসটিতে বলা হয়েছে: "দুনিয়া হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র"।

কথাটির অর্থ সঠিক হলেও তা হাদিস নয়। কোনো সহিহ, যয়ীফ বা মাওযূ সনদেও কথাটি কোথাও বর্ণিত হয়নি।

৫. চীন দেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান করো

"চীন দেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান কর"।

অধিকাংশ মুহাদ্দিস একে জাল হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ একে অত্যন্ত দুর্বল হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। সনদ বিচারে দেখা যায় দু'জন অত্যন্ত দুর্বল রাবী, যারা মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করতেন শুধু তারাই হাদিসটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা হিসেবে প্রচার করেছেন।

৬. আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত

"আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত"।

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা নয়, বরং তাঁর নামে প্রচারিত একটি ভিত্তিহীন, সনদহীন মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল কথা।

অনেক ওয়ায়িয এ মিথ্যা হাদিসকে কেন্দ্র করে বানোয়াট গল্প বলেন যে, মূসা (আ:)-এর সাথে নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল! নাউযুবিল্লাহ! কি জঘন্য বানোয়াট কথা!!

এখানে উল্লেখ্য যে, আলিমদের ফযীলতে বর্ণিত একটি হাসান হাদিস:

"আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী"।

তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদিসটি সংকলন করেছেন। আমাদের উচিত বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে বলে গোনাহগার না হয়ে কেবল গ্রহণযোগ্য হাদিস আলোচনা করা।

৭. শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি উত্তম

ইলমের ফযীলতে বানানো একটি জাল হাদিস:

"শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি উত্তম"।

সাখাবী, যারকানী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, কথাটি খুব সুন্দর শোনালেও তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা নয়। যারকাশী বলেছেন, বাক্যটি আসলে তাবিয়ী হাসান বসরীর (রাহ) উক্তি।

৮. মুর্খের ইবাদতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম

অনুরূপ আরেকটি ভিত্তিহীন জাল হাদিস:

"মূর্খের ইবাদতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম"।

দুটি বাক্যই জাল। সহিহ, যয়ীফ বা মাউযূ কোনো সনদেই এ কথা দুটির কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে কাছাকাছি অর্থে একটি যয়ীফ হাদিস আছে;

"ইলম-সহ নিদ্রা যাওয়া মুর্খতা-সহ সালাত আদায় করা থেকে উত্তম"।

৯. প্রবৃত্তির জিহাদই কঠিনতম জিহাদ

"সবচেয়ে কঠিন জিহাদ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ"।

কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা নয়। তাঁর কথা হিসেবে কোনো সনদেই তা বর্ণিত হয় নি। প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত।

উল্লেখ্য যে, এ অর্থের কাছাকাছি সহিহ হাদিস রয়েছে। ফুদালাহ ইবন উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, বিদায় হজের ভাষণের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"আর মুজাহিদ তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর জন্য নিজের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে'।

দুঃখজনক যে, বিভিন্ন প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে সংকলিত সহিহ হাদিস বাদ দিয়ে ভিত্তিহীন বানোয়াট কথাগুলো আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে বলি, এটা জঘন্য অপরাধ এবং এর পরিণতি জাহান্নাম।

১০. মুমিনের কালব আল্লাহর আরশ

সমাজের বহুল প্রচলিত একটি বাক্য, "মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ"-এ বিষয়ে বিভিন্ন বাক্য প্রচলিত, যেমনঃ

হৃদয় প্রভুর বাড়ি।

মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ।

আমার যমিন এবং আমার আসমান আমাকে ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু আমার মুমিন বান্দার কলব বা হৃদয় আমাকে ধারন করেছে।

এগুলো সবই বানোয়াট হাদিস। কোনো কোনো আলিম বাক্যগুলো তাদের গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ অনেক গবেষণা করেও এগুলোর কোনো সনদ পাননি, বা কোনো হাদিসের গ্রন্থে এগুলোর উল্লেখ পাননি। এগুলি সনদবিহীন জাল কথা।

১১. যে নিজেকে চিনল সে আল্লাহকে চিনলো

আমাদের সমাজে ধার্মিক মানুষদের মাঝে অতি প্রচলিত আরোও একটি জাল হাদিসঃ

"যে নিজেকে জানল সে তার রবকে জানলো" অথবা যে নিজেকে চিনল সে তার প্রভুকে চিনলো"।

অনেক আলিম তাদের বইয়ে এ বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বা হাদিস বলে সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এক বাক্যে বলছেন, এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা নয়, কোনো সনদেই তাঁর থেকে বর্ণিত হয়নি। কোনো কোনো মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, বাক্যটি ৩য় হিজরী শতকের একজন সুফী ওয়ায়েয ইয়াহইয়া ইবন মুয়ায আল-রাযীর বক্তব্য। তিনি ওয়াজ নসিহতের সময় কথাটি বলতেন, তার নিজের কথা হিসেবে, হাদিস হিসেবে নয়। পরবর্তীতে অসতর্কতা বশত কোনো কোনো আলিম বাক্যটিকে হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আলিমগণ কাদের ওয়ারিস?
ক. রাসূলদের
খ. অলীদের
গ. বড়দের
ঘ. নবীদের

২. "শহীদের রক্তের চেয়ে আলিমদের কলমের কালি উত্তম" কথাটি কার?
ক. রাসূলের
খ. অলীর
গ. বড়দের
ঘ. নবীর

৩. "চীন দেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান করো"। কথাটি–
ক. জাল হাদিস
খ. মওযু হাদিস
গ. যঈফ হাদিস
ঘ. হাদিস নয়

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ, ৩. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আরবি ভাষায় কুরআন নাযিলের তাৎপর্য লিখুন।
২. "আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস" হাদিসটির আলোকে আলিমদের মর্যাদা উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজে বহুল প্রচলিত ৫টি জাল হাদিস লিখুন।
২. প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করার মানে কী? বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৩: হাদিস জাল করার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাল হাদিসের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন;
- হাদিস জাল করার কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- জাল হাদিস প্রতিরোধের উপায় প্রয়োগ করতে পারবেন।

হাদিস জাল করার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়

জাল হাদিসের পরিচয়

যে কথাটি মানুষ তৈরি করেছে, অতঃপর সেটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটাই হলো জাল। জাল হাদিস মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী নয়। এগুলো মানুষের বানানো কথা। মুহাদ্দিসগণ একে 'মাওযু' নামে অভিহিত করেছেন। 'মাওযু' শব্দটি আরবি, যা মূলধাতু 'ওয়াযাআ' হতে নির্গত। এর অর্থ তৈরি করা, সৃষ্টি করা, বানানো ইত্যাদি।

লিসানুল আরব গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, এটি 'উঁচু'-এর বিপরীতার্থক শব্দ। "মাওযু" অর্থ 'মনগড়া, বানোয়াট, সৃষ্টি করা, বানানো ইত্যাদি'।

মুহাদ্দিস আল্লামা জাফর আহমদ ওসমানি রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর নামে মিথ্যা কথা বানানো হয়েছে, এমন হাদিসকে মাওযু বলা হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞা হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মনগড়া-বানানো মিথ্যা বাণীর প্রচার-প্রসারকে জাল হাদিস বলা হয়।

হাদিস জাল করার সূচনা

এ জঘন্যতম অপরাধ তথা জাল হাদিস প্রচার-প্রসারের প্রারম্ভিককাল সম্পর্কে কয়েকটি মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মত হচ্ছে, হিজরি ১ম শতাব্দীর চল্লিশের দশকের পর মিথ্যা বা জাল হাদিসের সূচনা হয়। বর্তমানে এ অপকর্মের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মুসলিম নামধারী কিছু প্রতারক। তারা এসব জাল হাদিসকে ব্যবহার করে তাদের অসৎ স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত। আবার এক শ্রেণির অসচেতন আলেমের দ্বারাও তাদের অজান্তে কিছু জাল হাদিস জনসমাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

হাদিস জাল করার পরিণতি

মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মানব সমাজে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদিস বানিয়ে প্রচার-প্রসার করা জঘন্যতম অপরাধ; যা কবিরা গুনাহের শামিল। কারণ এ কাজ মহাঅপরাধ, যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো জাহান্নাম। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ প্রসঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ করে, সে যেন নিজেই জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নেয়।

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদিস বানিয়ে প্রচার-প্রসার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হাদিস জাল করার কারণ

ইসলামের শত্রুরা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য সর্বপ্রথম হাদিসের নামে মিথ্যা কথা মুসলিম সমাজে ছড়াতে থাকে। ওহীর ওপরেই ধর্মের ভিত্তি। ওহীর মাধ্যমে কোনো কথা প্রমাণিত করতে পারলেই তা মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়। কুরআন অগণিত মানুষের মুখস্থ, কুরআনের নামে সরাসরি মিথ্যা বা বানোয়াট কিছু বলার সুযোগ কখনোই ছিল না। এজন্য হাদিসের নামে মিথ্যা বলার চেষ্টা তারা করেছে।

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হাদিসের নামে মিথ্যা বলতে থাকে। এছাড়া অনেক মানুষ অজ্ঞতা, অবহেলা বা অসাবধানতা বশত হাদীসের নামে মিথ্যা বলে। কারো মুখে কোনো ভাল কথা, কোনো প্রাচীন প্রজ্ঞাময় বাক্য, কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর কথা শুনে কারো কাছে ভাল লেগেছে। পরবর্তীতে তা বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বলে বর্ণনা করেছেন। এভাবে বিভিন্ন কারণে হাদিসের নামে জালিয়াতি চলতে থাকে।

আমরা দেখেছি যে, মিথ্যা দু'প্রকার: ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার কারণ মূলত স্মৃতির বিভ্রাট, হাদিস মুখস্থকরণে অবহেলা বা হাদিস গ্রহণে অসতর্কতা। আর ইচ্ছাকৃত মিথ্যার কারণ ধর্মের ক্ষতি সাধন করা।

আমরা জানি যে, ওহীর সম্পর্ক ধর্মের সাথে। কাজেই ওহীর নামে মিথ্যা বলার সকল উদ্দেশ্যই ধর্মকেন্দ্রিক। কেউ ধর্মের নামে ধর্মের ক্ষতি করার জন্য হাদিস বানিয়েছেন। কেউ ধর্মের নামে কামাই রোজগার করার জন্য বা নিজের ফাতওয়া, দল বা বংশকে শক্তিশালী করার জন্য হাদিস বানিয়েছেন। কেউ ধর্মের নামে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হাদিস বানিয়েছেন। কেউ নিঃস্বার্থভাবে মানুষদের ভাল কাজে উৎসাহ দান ও খারাপ কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য হাদিস বানিয়েছেন। এ সকল কারণ আমরা তিন শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি:

১. ধর্মের ক্ষতি করা;
২. ধর্মের উপকার করা;
৩. নিজের জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

মিথ্যার কারণ ও মিথ্যাবাদীদের প্রকরণ সম্পর্কে ৭ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুস সালাহ আবু আমর উসমান ইবনু আব্দুর রাহমান বলেন: হাদিস বানোয়াটকারী জালিয়াতগণ বিভিন্ন প্রকারের। এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক একদল মানুষ যারা নেককার ও দরবেশ বলে সমাজে পরিচিত। এরা এদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির কারণে সাওয়াবের আশায় বানোয়াট কথা হাদিসের নামে সমাজে প্রচার করতেন। বাহ্যিক পরহেযগারী, নির্লোভ জীবনযাপন ইত্যাদি দেখে মানুষ সরল মনে তাদের কথা বিশ্বাস করে এ সকল বানোয়াট কথা হাদিস বলে গ্রহণ করতো। এরপর হাদিসের অভিজ্ঞ ইমামগণ সূক্ষ্ম নিরীক্ষার মাধ্যমে এদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি ধরে ফেলেন এবং প্রকাশ করে দেন। সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নেক কাজের ফযীলত ও অন্যায় কাজের শাস্তি বিষয়ক মিথ্যা ও বানোয়াট কথাকে হাদিস নামে প্রচার করাকে এদের কেউ কেউ জায়েয মনে করতো।

আল্লামা যাইনুদ্দীন ইরাকী বলেন, হাদিস জালকারীগণ তাদের জালিয়াতির উদ্দেশ্য ও কারণের দিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন:

১. অনেক নাস্তিক সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাদিস বানিয়েছে। হাম্মাদ ইবন যাইদ বলেছেন, নাস্তিকগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে দশ হাজার হাদিস তৈরি করেছে।
২. অনেকে নিজের ধর্মীয় মতের সমর্থনে হাদিস জাল করেছে।

৩. কিছু মানুষ খলীফা ও আমীরদের পছন্দসই বিষয়ে হাদিস জাল করে তাদের প্রিয়ভাজন হতে চেষ্টা করেছে।
৪. কিছু মানুষ ওয়ায ও গল্প বলে অর্থ আয় করার মানসে হাদিস জাল করেছে।
৫. কিছু মানুষ নিজে ভাল ছিলেন, কিন্তু তাদের পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য তাদের পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদিস লিখে রাখতো। তারা বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতো।
৬. কেউ কেউ নিজেদের ফাতওয়া বা মাসআলার দলীল প্রতিষ্ঠার জন্য হাদিস বানাতো।
৭. কেউ কেউ নতুনত্ব ও অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন অপ্রচলিত সনদ ও মতন তৈরি করতো।
৮. কিছু মানুষ এভাবে মিথ্যা হাদিস তৈরি করাকে দীনদারী মনে করতো। তারা তাদের বিভ্রান্তির কারণে মনে করতো যে, মানুষদের ভালো পথে ডাকার জন্য মিথ্যা বলা যায়। এরা নেককার, সংসারত্যাগী বুযুর্গ হিসেবে সমাজে পরিচিত। হাদিস জালিয়াতির ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি ও মারাত্মক। কারণ তারা এ কঠিন পাপকে সাওয়াবের কাজ মনে করতো। ফলে কোনোভাবেই তাদেরকে এ থেকে বিরত করা যেত না। আর তাদের বাহ্যিক তাকওয়া, নির্লোভ জীবন ও দরবেশী দেখে মানুষ প্রভাবিত হতো এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ ও প্রচার করতো। এ জন্যই ইমাম ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ কাত্তান বলতেন, হাদিসের বিষয়ে নেককার বুযুর্গদের চেয়ে বেশি মিথ্যাবাদী আমি দেখিনি। তিনি নেককার বুযুর্গ বলতে বুঝাচ্ছেন সেসব জাহিলকে, যারা নিজেদের নেককার মনে করে এবং বুযুর্গীর পথে চলে, কিন্তু হালাল-হারাম বুঝে না।

জাল হাদিস প্রতিরোধের উপায়

কিন্তু উলামায়ে কেরামের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ ও নিরলস প্রচেষ্টাগণ ফলে বরাবরই তাদের এ ধরনের অপপ্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কেননা প্রত্যেক যুগে বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণ এসব জাল হাদিসের বিষয় সমসাময়িক মানুষকে সতর্ক করেছেন। বস্তুত আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামকে হেফাজত করার ওয়াদার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন-এর মাধ্যমে।

ওহীর জ্ঞানের নির্ভুল সংরক্ষণের বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের সামগ্রিক নির্দেশ, ওহীর নামে মিথ্যা বা অনুমানভিত্তিক কথা বলার ভয়াবহ পরিণতি, হাদিসের নির্ভুল সংরক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ নির্দেশ ও হাদিসের নামে মিথ্যা বলার নিষেধাজ্ঞার আলোকে সাহাবি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সকল প্রকার অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতা প্রসূত বা ইচ্ছাকৃত ভুল, বিকৃতি বা মিথ্যা থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রথমত: তাঁরা নিজেরা হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পরিপূর্ণ ও নির্ভুল মুখস্থ সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত না হলে তাঁরা হাদিস বলতেন না। দ্বিতীয়ত: তাঁরা সবাইকে এভাবে পূর্ণরূপে হুবহু ও নির্ভুলভাবে মুখস্থ করে হাদিস বর্ণনা করতে উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করতেন। তৃতীয়ত: তাঁরা সাহাবী ও তাবিয়ী যে কোনো হাদিস বর্ণনাকারীর হাদিসকে রক্ষার জন্য সাহাবায়ে কেরাম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাদের যুগে কোনো সাহাবী মিথ্যা বলতেন না এবং নির্ভুলভাবে হাদিস বলার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করতেন না। তবুও তাঁরা হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীর কোনো ভুল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁর বর্ণনাকে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে তা গ্রহণ করতেন। তুলনামূলক নিরীক্ষার প্রক্রিয়া ছিল বিভিন্ন ধরনের নিম্নে তার কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হলো:

১. বর্ণিত হাদিস অর্থাৎ বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনাকে মূল নির্দেশদাতার নিকট পেশ করে তার যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।
২. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনাকে অন্য কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনার সাথে মিলিয়ে-এর যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।
৩. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনাকে বর্ণনাকারীর বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে এর যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।

৪. বর্ণিত হাদিসটির বিষয়ে বর্ণনাকারীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বা শপথ করিয়ে বর্ণনাটির যথার্থতা বা নির্ভুলতা নির্ধারণ করা।

৫. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা হাদিসটির অর্থ কুরআন ও হাদিসের প্রসিদ্ধ অর্থ ও নির্দেশের সাথে মিলিয়ে দেখা।

এ সকল নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা হাদিস বর্ণনাকারী হাদিসটি সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে ও বর্ণনা করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করতেন। হাদিসের পরিভাষায় একে 'ضبط' বিচার বলা হয়। বাংলায় আমরা (ضبط) অর্থ 'বর্ণনার নির্ভুলতা' বা 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' বলতে পারি।

সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগে হাদিসের 'বর্ণনার নির্ভুলতা' ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণে এ সকল পদ্ধতিতে নিরীক্ষাই ছিল মুহাদ্দিসগণের মূল পদ্ধতি। আমরা জানি যে, বিশ্বের সকল দেশের সকল বিচারালয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্যের যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্যও এ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কোনো বর্ণনা বা সাক্ষ্যের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য এটিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

এখানে লক্ষণীয় যে, তাদের যুগে ইচ্ছাকৃত ভুলের কোনো প্রকার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের জাগতিক কথাবার্তা ও লেনদেনেও কেউ মিথ্যা বলতেন না। সততা ও বিশ্বস্ততাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতা প্রসূত বা অসাবধানতাজনিত সামান্যতম ভুল থেকে হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রক্ষায় তাদের কর্মধারা দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

কালের আবর্তনে হাদিস চর্চাসহ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। বর্ণনাকারীদের পরিচয় জানার আগ্রহ কমতে থাকে। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প কষ্টে যে কোনো বিষয় শিখে নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। রাবীদের নামের ভিত্তিতে সংকলিত গ্রন্থ থেকে মিথ্যা হাদিস জেনে নেয়ার সময় ও আগ্রহ হ্রাস পায়। এজন্য মুহাদ্দিসগণ বিষয়ভিত্তিক জাল ও বানোয়াট হাদিস সংকলন শুরু করেন, যেন পাঠক সহজেই কোনো বিষয়ে কোনো হাদিস জাল কিনা তা জেনে নিতে পারেন। ৫ম হিজরী শতক থেকে এ জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইবনুল জাওযীর কর্মের মাধ্যমে এ ধারা বিশেষভাবে গতি লাভ করে। বর্তমান যুগ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। প্রথম দিকে মুহাদ্দিসগণ এ সকল জাল হাদিস সনদ সহকারে উল্লেখ করে সনদ আলোচনার মাধ্যমে এগুলির মিথ্যাচার প্রমাণ করতেন। পরবর্তী সময়ে সনদ উল্লেখ ব্যতিরেকে শুধু বানোয়াট হাদিসগুলো একত্রে সংকলন করা হয়।

এ সকল গ্রন্থের মধ্যে কিছু আছে বিষয়ভিত্তিকভাবে বিন্যস্ত। কিছু গ্রন্থে হাদিসের প্রথম অক্ষর অনুসারে সাজানো হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস শুধু জাল হাদিস একত্র করেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস সমাজে প্রচলিত হাদিসসমূহ একত্র করে সেগুলোর মধ্যে কোনটি সহিহ এবং কোনটি বানোয়াট তা বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বানোয়াট হাদিস ছাড়াও যয়ীফ হাদিসও সংকলিত করেছেন। এ বিষয়ে গত নবম শতাব্দীতে অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হাদিস জাল করার চূড়ান্ত পরিণাম কী?
ক. জাহান্নাম
খ. জান্নাত
গ. কঠিন আযাব
ঘ. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

২. "যে আমার নামে মিথ্যারোপ করবে সে যেনো নিজেই জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়"– এ বাণীটি
ক. আল্লাহর
খ. রাসূলের
গ. মনীষীদের
ঘ. মুহাদ্দিসগণের

৩. হাদিস জাল করার কারণ–
ক. ধর্মের ক্ষতি করা
খ. ধর্মের উপকার করা
গ. নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করা
ঘ. উপরের সবক'টি

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ ৩. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাল হাদিসের পরিচয় দিন।
২. হাদিস জাল করার সূচনা সম্পর্কে লিখুন।
৩. হাদিস জাল করার পরিণতি উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. হাদিস জাল করার কারণগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিন।
২. জাল হাদিস প্রতিরোধের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
৩. "জাল হাদিস মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী নয় এগুলো মানুষের বানানো কথা" উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৪.৪: হাদিসের সনদ ও মতন: পার্থক্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সনদের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- সনদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মতনের পরিচয় উল্লেখ করতে পারবেন;
- মতনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- সনদ ও মতনের পার্থক্য তুলনা করতে পারবেন।

হাদিসের সনদ

সনদের পরিচয়

সনদ (سَنَدٌ) শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো (أَسْنَادٌ) বা 'আসানীদ' (اَسَانِيْدٌ)। এর শাব্দিক অর্থ হলো 'ই'তিমাদ' (اَلْاَعْتِمَادُ) বা নির্ভর করা, 'সিকাহ' (اَلثِّقَةُ) বা ভরসা করা, 'ই'তিকাদ' (اَلْاِعْتِقَادُ) বা বিশ্বাস করা, 'ইত্তিসাল' (اَلْاِ تِّصَالُ) বা মিলানো।

اَلسَّنَدُ هُوَ الطَّرِيْقُ المُوْصِلَةُ اِلَي الْمَتَنِ

পারিভাষিক অর্থ

"মূল হাদিস পর্যন্ত পৌঁছাবার পরম্পরা বর্ণনা সূত্রই হচ্ছে সনদ"। অর্থাৎ হাদিসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলে। এতে হাদিসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক বিন্যস্ত থাকে। আবার কেউ বলেন,

اَلسَّنَدُ هُوَ سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوْ صِلَةِ اِلَى الْمَتَنِ

"সনদ হচ্ছে বর্ণনাকরীদের এমন ক্রমধারা যা মতন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়"।

সনদের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কর্মকাণ্ড ও কোন বিষয়ে তাঁর অনুমোদন সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। এসব হাদিস আমাদের কাছে পৌঁছেছে সনদের মাধ্যমে। মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদিসের সনদ বর্ণনা করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা নির্ভরযোগ্য সনদ ছাড়া মতন বা মূল হাদিসটি গ্রহণযোগ্য হয় না। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "হাদিসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ বর্ণনার গুরুত্ব না থাকতো, তাহলে যার যা খুশি তাই বলতো"। কাজেই সনদের সবলতা ও দুর্বলতার ওপর নির্ভর করে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা।

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে কর্তৃক বিখ্যাত মনীষীর বাণী উদ্ধৃত করেছেন:

১. সুফিয়ান সাওরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মালায়েকাগণ আসমানের পাহারাদার, আর আসহাবে হাদিসগণ জমিনের পাহারাদার"।
২. আব্দুল্লাহ ইব্নুল মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সনদ দীনের একটি অংশ, যদি সনদ না থাকতো তাহলে যে যা চাইত তা-ই বলতো"।
৩. ইব্ন সিরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নিশ্চয় সনদের ইলম দীনের অংশ, অতএব পরখ করে দেখ কার থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ"।
৪. তিনি আরো বলেন, "মানুষ সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো না কিংবা সনদ দেখতো না, অবশেষে যখন ফেতনার সূচনা হলে, তারা বলল: তোমাদের শায়খদের নাম বলো, বিদ'আতি হলে তাদের হাদিস গ্রহণ করবো না। আহলে সুন্নাহ হলে তাদের হাদিস গ্রহণ করবো"।
৫. ইব্নুল মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "সনদ ব্যতীত দীনি ইলম অন্বেষণকারী সিঁড়ি ব্যতীত ছাদে আরোহণকারী ব্যক্তির ন্যায়"।

মতনের পরিচয়:

মতন (مَتَنٌ) শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো (مُتُوْنٌ)। মিতানও (مِتَانٌ)-এর বহুবচনে আসে। যেমন সাহ্ম (سَهْمٌ)-এর বহুবচন সিহাম (سِهَامٌ)। এর অর্থ কোন বস্তুর ওপরের অংশ, পৃষ্ঠ, পুস্তকের মূল লেখা, শক্ত, মযবূত ইত্যাদি। এর থেকে হাবলুম মাতীন (حَبْلٌ مَتِيْنٌ) মানে শক্ত রশি। ভূ-পৃষ্ঠের উচুঁ ভূমিকেও মতন বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি বস্তুর শক্ত ও মজবুত অংশকে মতন বলে। পরিভাষায় হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

اَلْمَتَنُ مَا انْتَهَي اِلَيْهِ الْاِسْنَادُ

"সনদসূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছেছে তার পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়"।

মতনের গুরুত্ব:

হাদিস অভিজ্ঞানে মতনের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীকে অবশ্যই মতন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, সনদ ও মতন ইলমে হাদিসের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। একটির সাথে অন্যটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গ্রহণযোগ্য সনদ ছাড়া নির্ভুল মতন কামনা করা দুষ্কর।

সনদ ও মতনের মধ্যে পার্থক্য

সনদ	মতন
সনদ এর শাব্দিক অর্থ হলো নির্ভর করা, ভরসা করা, বিশ্বাস করা, মিলানো ইত্যাদি।	মতন-এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুর ওপরের অংশ, পৃষ্ঠ, পুস্তকের মূল লেখা, শক্ত, মজবুত ইত্যাদি। এর থেকে হাবলুম মাতীন (حَبْلٌ مَتِيْنٌ) মানে শক্ত রশি। ভূ-পৃষ্ঠের উচুঁ ভূমিকেও মতন বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি বস্তুর শক্ত ও মজবুত অংশকে মতন বলে।
পরিভাষায় মূল হাদিস পর্যন্ত পৌঁছাবার বর্ণনা সূত্রই হচ্ছে সনদ।	পরিভাষায় হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়।
কখনো সনদ সহিহ হয়, কারণ সহিহ'র সকল শর্ত তাতে বিদ্যমান, যেমন সনদ মুত্তাসিল, রাবিগণ আদিল ও দ্বাবিত।	কিন্তু মতন শায বা 'ইল্লতের কারণে সহিহ নয়।

সনদ	মতন
কখনো রাবির দুর্বলতা বা ইনকিতা' (বর্ণনা পরম্পরা কাটা পড়া)-এর কারণে সনদ সহিহ হয় না।	কিন্তু অপর বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত হলে মতন সহিহ হয়।
সনদের সবলতা ও দুর্বলতার ওপর নির্ভর করে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা।	অপর বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত না হলে মতন সহিহ হয় না।

একটি উদাহরণ দ্বারা প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট করেছি যেন সহজে বুঝা যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্ট না হতো অথবা বলেছেন মানুষের ওপর, তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সাথে মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম"।

এ হাদিসটি ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। এখানে দেখছি বুখারির উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ তার উস্তাদ মালিক তার উস্তাদ আবুয যিনাদ তার উস্তাদ আ'রাজ তার উস্তাদ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন।

এ হাদিসে ইমাম বুখারির উস্তাদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু পর্যন্ত অংশকে 'সনদ' (سَنَد) বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসের অবশিষ্ট অংশকে 'মতন' (مَتْن) বলা হয়। হাদিসের মতন ও সনদ একটির সাথে অপরটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সনদ ব্যতীত মতন হয় না, মতন থাকলে অবশ্যই তার সনদ আছে। তবে একটি 'সহিহ' হলে অপরটি 'সহিহ' হওয়া জরুরি নয়। কখনো সনদ সহিহ হয়, কারণ সহিহ'র সকল শর্ত তাতে বিদ্যমান, যেমন সনদ মুত্তাসিল, রাবিগণ আদিল ও দ্বাবিত, তবে মতন শায বা 'ইল্লতের কারণে সহিহ নয়। কখনো মতন সহিহ হয়, তবে রাবির দুর্বলতা বা ইনকিতা' (বর্ণনা পরম্পরা কাটা পড়া)-এর কারণে সনদ সহিহ হয় না। সনদ ও মতন উভয় সহিহ হলে হাদিস সহিহ। এরূপ হাদিস সম্পর্কে আমরা দৃঢ়ভাবে বলব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। গ্রন্থকারের উস্তাদকে সনদের শুরু ব্যক্তি এবং সাহাবিকে সনদের শেষ ব্যক্তি বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

২. সনদ শব্দের অর্থ কী?
ক. নির্ভর করা, মিলানো
খ. শক্ত ও মজবুত
গ. কোন কিছুর ওপরের অংশ
ঘ. কথা, বাণী

২. মতন শব্দের অর্থ কী?
ক. বিশুদ্ধ
খ. শক্ত ও মজবুত
গ. স্মৃতিশক্তি
ঘ. পদ্ধতি

৩. "সনদ দীনের একটি অংশ" কথাটি কার?
ক. ইবনে সীরিনের
খ. ইবনে মুবারকের
গ. ইবনে তাইমিয়ার
ঘ. ইবনে হুবায়রার

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

৪. সনদের পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
৫. মতনের পারিভাষিক অর্থ লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সনদ ও মতনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. সনদ ও মতনের পার্থক্য লিখুন।
৩. সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে মনীষীদের উক্তিগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৪.৫: হাদিস সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন।

হাদিস সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত

হাদিস সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে হাদিস গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি। এর প্রয়োজনও ছিলো না। কেননা তখন উদ্ভূত যে কোনো সমস্যার তিনিই সরাসরি সমাধান দিতেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর নব উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক ও বাস্তবতার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। মরু আরবের চৌহদ্দি পেরিয়ে তা সাম্য ও শান্তি জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটায় দেশ হতে দেশান্তরে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি শাসন। এ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে হাদিসের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নানা সমস্যা ও সংকট উত্তরণের জন্যও হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁর সাহাবিগণ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ও বসতি স্থাপন করেন। ফলে এক এলাকায় বসবাসরতদের স্মৃতিতে রক্ষিত হাদিস সম্পর্কে অন্য অঞ্চলে বসবাকারীরদের অবহিত হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। কাজেই সকল হাদিস সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের সব জায়গার লোকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ইসলামি হুকুমাত সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের পরই হাদিসের নির্দেশাবলীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবর্তমানে কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাহাবিদের শাহাদতবরণ ও তিরোধানে হাদিস অবলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। অধিকন্তু এভাবে স্মৃতিপটে হাদিস রক্ষিত হয়ে থাকলে সেগুলোর বিলুপ্তি এবং বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। উপরিউক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় খ্যাতনামা রাবী ও মুহাদ্দিসগণ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের নিরলস প্রয়াস চালান এবং হাদিস সংকলনের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

হাদিস সংগ্রহের সরকারি উদ্যোগ

সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষের দিকে– খারেজি, রাফেজি, মুতাযিলা ও বিদআতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলে তারা অনেকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসে পরিবর্তন এনে হাদিস বর্ণনা শুরু করে। এ যুগ সন্ধিক্ষণে হাদীসের সত্যাসত্য নির্বাচন একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এ সময়ও বেশ কিছু সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের থেকেই হাদিস সংগ্রহ শুরু হয়। প্রথম হাদিস সংকলনকারী কে? সর্বপ্রথম হাদিস গ্রন্থাবদ্ধ করার মহৎ কাজে কে ব্রতী হয়েছেন, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা দুঃসাধ্য। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ

করা যেতে পারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর্বপ্রথম হাদিস লিখে রাখার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে কাজ শুরু করেন। এ সময় অনেক সাহাবিই হাদিস সংরক্ষণে নিজ নিজ শক্তি ব্যয় করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার এ গতি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। অতঃপর তিনি মদীনার কাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবনে হাযমকে হাদিস সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন। এ ছাড়াও সাধারণ রাষ্ট্রসমূহে তিনি মুহাদ্দিস, উলামায়ে কিরামসহ সকল সুধী মহলে সঠিক হাদিস সংগ্রহের নির্দেশ দেন। এ সময় থেকেই প্রধানত রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিস লিখন কাজ শুরু হয়। এদিক থেকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযকে প্রথম সংরক্ষক না বললেও প্রথম বাস্তব নির্দেশ প্রদানকারী ও হাদিস সংকলনে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণকারী বলা যায়। আর ইবনে শিহাব যুহরীই হলেন হাদিস সংকলনের প্রথম রূপকার। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের ইন্তিকালের পরে হাদিস সংগ্রহের কাজ আরো বেগবান হয়। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন 'মুয়াত্তা'। তাছাড়া, আবু আমর সিরিয়ায়, আওযাঈ সিরিয়ায়, সুফিয়ান সাওরী কুফায়, আবু সালামা বসরায় হাদিস সংকলন করেন। হাদিস সংরক্ষণের এ কাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সংরক্ষিত হয় মহানবীর হাদিসের বিশাল বিশাল সংকলন।

হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিবৃত্ত

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য এক চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। এর প্রধানভিত্তি কুরআন মাজীদ, যার সংরক্ষণকারী স্বয়ং আল্লাহ। ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসকেও তাঁর সাহাবি, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন এবং পরবর্তী উম্মতগণ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের সময়কালকে চার যুগে ভাগ করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

প্রথম যুগ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত

এ যুগে হাদিসের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজ চলছিল বিশেষভাবে চারটি উপায়ে– (ক) মুখস্থকরণ (মৌখিকভাবে); (খ) শিক্ষাদান; (গ) বাস্তব আমল ও (ঘ) লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে। তবে এ সময়ও বিচ্ছিন্নভাবে হাদিসের বহু লিখিত সম্পদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগ: হিজরি ১০০-২০০ পর্যন্ত ১০০ বছর

এ যুগ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত। এটা তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন-এর যুগ। এ যুগেও হাদিস মুখস্থকরণ, ব্যাপক চর্চা ও সংকলনের বিকাশ শুরু হয় এবং হাদিস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ও সংরক্ষণের সর্বোত্তম ধারাটি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। হাদিস লিখনের ব্যাপারে উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহ আলাইহি এক সরকারি ফরমান জারি করেন। এ ফরমানের ফলে হাদিস সংগ্রহ-সংকলনের যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল তা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই হাদিসের অসংখ্য গ্রন্থ তৈরি হয়ে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে হাদিসের ব্যাপক চর্চা অনুশীলন ও শিক্ষাদান চলছিল। এ সময়ে অসংখ্য হাফিয-ই-হাদিস জীবিত ছিলেন। তবে এ যুগের তিনজন বিশিষ্ট হাদিসের ইমাম ও তাঁদের সংকলিত হাদিসগ্রন্থ বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল– (১) ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি ও তাঁর মুআত্তা গ্রন্থ; (২) ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহি ও তাঁর কিতাবুল মুসনাদ এবং (৩) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাইহি ও তাঁর মুসনাদ। তাছাড়াও ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালিকের ছাত্রগণ হাদিসের বিপুল জ্ঞান সম্ভার বক্ষে ধারণ করে সমগ্র মুসলিম জাহানের কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং এর প্রচার ও শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তৃতীয় যুগ: হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস চর্চা

হাদিস চর্চার স্বর্ণযুগ: হাদিস সংগ্রহ সংকলন ও সংরক্ষণের পরিপূর্ণতার যুগ। এ যুগে এমন সকল হাফিয-ই-হাদীসের জন্ম হয়, যাঁদের নজীর নেই এ যুগে হাদিস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক একটি শাখা এবং বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। এ শতাব্দীর মুহাদ্দিস ও হাদিস বর্ণনাকারীগণ হাদিসের অনুসন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে হাদিসের খোঁজে তন্ন তন্ন করে বেড়িয়েছেন। পূর্ণ সনদ সম্পন্ন হাদিসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে বিন্যাস করেন। সনদ ও বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং এর বিশুদ্ধতার ওপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রয়োজনে আসমাউর রিজাল বা (চরিত বিজ্ঞান) সংকলিত ও বিরচিত হয়। ফলে হাদিস যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। সিহাহ সিত্তাহও এ শতকেই সংকলিত হয়।

চতুর্থ যুগ: হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে হাদিস চর্চা

তারপর এলো চতুর্থ যুগ। এ যুগ ছিল হাদিসের বিন্যাস, অলংকরণ, সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ। এ চতুর্থ শতকে ইলমে হাদিস পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। তৃতীয় শতকে ইলমে হাদিসের যে চর্চা ও উন্নয়ন সাধিত হয়, তা অতীত সকল কাজকে অতিক্রম করে। তৃতীয় শতকেই হাদিসের সনদকারীদের ইতিহাস, জীবন-চরিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই হয়, সর্বতোভাবে ইলমে হাদিস এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে ওঠে। আর এ চতুর্থ শতকে পূর্বের শতকের কাজ-কর্মেরই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তবে হাদিস গ্রন্থ প্রণয়নে এ শতকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু কাজও সম্পাদিত হয়েছে। এভাবে হাদিস শাস্ত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হাদিস সংরক্ষণের পদ্ধতি কয়টি?
ক. ৪টি
খ. ৬টি
গ. ৮টি
ঘ. ১০টি

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় হাদিস−
ক. পুস্তিকাকারে গ্রন্থাবদ্ধ হয়
খ.পুস্তিকাকারে গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি
গ. মুখে মুখে ছিল
ঘ. লিখিত হয়েছিল

৩. হাদিস সংগ্রহের প্রথম রূপকার হলেন−
ক. হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
খ. হযরত উমর রহমাতুল্লাহি আলাইহি আনহু
গ. হযরত ইবনে শিহাব যুহুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
ঘ. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ ৩. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রথম হাদিস সংরক্ষক কে ছিলেন?
২. কোনো হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাদেখা দেয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. হাদিস সংরক্ষণের যুগগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিন।
২. হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করুন।
৩. ইবনে শিহাব যুহরীকে হাদিস সংকলনের প্রথম রূপকার বলা হয় কোনো? বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৬: বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতি

হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য সাহাবিগণ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের যুগে কোন সাহাবী মিথ্যা বলতেন না এবং নির্ভুলভাবে হাদিস বলার চেষ্টায় কোন ক্রুটি করতেন না। তবুও তাঁরা হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীর কোন ভুল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁর বর্ণনাকে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে তা গ্রহণ করতেন। এ সকল নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা হাদিস বর্ণনাকারী হাদিসটি সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে ও বর্ণনা করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করতেন। হাদিসের পরিভাষায় একে ‘ضَبْطٌ’ (বিচার বা নিরীক্ষা) বলা হয়। বাংলায় আমরা ضَبْطٌ ‘অর্থ ‘বর্ণনার নির্ভুলতা’ বা ‘নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা’ বলতে পারি। তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১. **মূল বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করা:** বর্ণিত হাদিস অর্থাৎ বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনাকে মূল নির্দেশদাতার নিকট পেশ করে তার যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।
২. **অন্য সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করা:** বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনা (হাদিস)-কে অন্য কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনার সাথে মিলিয়ে এর যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।
৩. **বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার মধ্যে তুলনা:** বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনা (হাদিস)-কে বর্ণনাকারীর বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে-এর যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।
৪. **বর্ণনাকারীকে শপথ করানো:** বর্ণিত হাদিসটির বিষয়ে বর্ণনাকারীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বা শপথ করিয়ে বর্ণনাটির যথার্থতা বা নির্ভুলতা নির্ধারণ করা।
৫. **অর্থ ও তথ্যগত নিরীক্ষা:** বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা হাদিসটির অর্থ কুরআন ও হাদিসের প্রসিদ্ধ অর্থ ও নির্দেশের সাথে মিলিয়ে দেখা।

বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতিগুলোর বিশ্লেষণ

১. মূল বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করা: কোনো সাক্ষ্য বা বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের সর্বোত্তম উপায় বক্তব্য দাতার কাছে প্রশ্ন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কোনো সাহাবি অন্য কোনো সাহাবির বর্ণিত হাদিসের নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দীহান হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করে নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। বিভিন্ন হাদিসে এ বিষয়ক অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিদায় হজের বর্ণনায় বলেন,

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়ামান থেকে মক্কায় হজ্জে আগমন করেন। তিনি মক্কায় এসে দেখেন যে, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমরা পালন করে ‘হালাল’ হয়ে গিয়েছেন। তিনি রঙিন সুগন্ধময় কাপড় পরিধান করেছেন এবং সুরমা ব্যবহার করেছেন। আলী (রা) এতে আপত্তি করলে তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে

এভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আলী বলেন, আমি ফাতিমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করলাম, সে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের কথা বলেছে তাও বললাম এবং আমার আপত্তির কথাও বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সে ঠিকই বলেছে, সে সত্যই বলেছে"।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বর্ণনার যথার্থতার বিষয়ে সন্দীহান হন। তিনি তাঁর সত্যবাদিতায় সন্দেহ করেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝা ও বর্ণনা করার বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হয়। অর্থাৎ তিনি 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার' বিষয়ে সন্দীহান হন। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করে নির্ভুলতা যাচাই করেন।

এভাবে অনেক ঘটনা আমরা হাদিসে দেখতে পাই যে, কারো বর্ণিত হাদিসের যথার্থতা বা নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দেহ হলে সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করে যথার্থতা যাচাই করতেন। তাঁরা বর্ণনাকারীর সততার বিষয়ে প্রশ্ন করতেন না। মূলত তিনি বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝেছেন কিনা এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন কিনা তা তাঁরা যাচাই করতেন। এভাবে তাঁরা হাদিসের নামে 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা' বা ভুলক্রমে বিকৃতি প্রতিরোধ করতেন।

২. অন্যদেরকে প্রশ্ন করা

সাক্ষ্য বা বক্তব্যের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো বক্তব্যটি অন্য কেউ শুনেছেন কিনা এবং কীভাবে শুনেছেন তা খোঁজ করা। যে কোনো সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য তা ছিলো সর্বজনীন পদ্ধতি। সকল বিচারালয়ে বিচারপতিগণ একাধিক সাক্ষীর স্বাক্ষ্যের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমেই রায় প্রদান করেন। একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্যের মিল বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত করে এবং অমিল প্রামাণ্যতা নষ্ট করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর সাহাবিগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কোনো সাহাবীর বর্ণিত কোনো হাদিসের যথার্থতা বা নির্ভুলতা বিষয়ে তাদের কারো দ্বিধা হলে তাঁরা অন্যান্য সাহাবীকে প্রশ্ন করতেন বা বর্ণনাকারীকে সাক্ষী আনতে বলতেন। যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি বলতেন যে, তারাও সে হাদিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেছেন, তখন তাঁরা হাদিসটি গ্রহণ করতেন। আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ পদ্ধতি শুরু করেন। পরবর্তী খলীফাগণ ও সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ তা অনুসরণ করেন। এখানে সাহাবীগণের যুগের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

৩. সাহাবী কাবীসা ইবন যুআইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেনঃ

"এক দাদী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে এসে মৃত পৌত্রের সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকার দাবি করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বলেন, আল্লাহর কিতাবে আপনার জন্য কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতেও আমি আপনার জন্য কিছু আছে বলে জানি না। আপনি পরে আসবেন, যেন আমি এ বিষয়ে অন্যান্য মানুষকে প্রশ্ন করে জানতে পারি। তিনি এ বিষয়ে লোকদের প্রশ্ন করেন। তখন সাহাবি মুগীরা ইবনু শু'বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে (সম্পত্তির) এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আপনার সাথে কী অন্য কেউ আছেন? তখন অন্য সাহাবি মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উঠে দাঁড়ান এবং মুগীরার অনুরূপ কথা বলেন। তখন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাদীর জন্য ১/৬ অংশ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন"।

এখানে আমরা দেখছি যে, আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্ক শিক্ষা ছিলেন। মুগীরা ইবনু শু'বার একার বর্ণনার ওপরেই তিনি নির্ভর করতে পারতেন। কারণ তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং কুরাইশ বংশের অত্যন্ত সম্মানিত নেতা ছিলেন। সমাজের যে কোনো পর্যায়ে তাঁর একার সাক্ষ্যই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাবধানতা অবলম্বন করলেন। মুগীরার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত হলেও তাঁর স্মৃতি বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে বা তাঁর অনুধাবনে ভুল হতে পারে। এজন্য তিনি দ্বিতীয় আর কেউ হাদিসটি জানেন কিনা তা প্রশ্ন করেন। দু'জনের বিবরণের ওপর নির্ভর করে তিনি হাদিসটি গ্রহণ করেন।

৪. বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার মধ্যে তুলনা

কোনো সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য অন্য একটি পদ্ধতি হলো তাকে একই বিষয়ে একাধিক সময়ে প্রশ্ন করা। যদি দ্বিতীয় বারের উত্তর প্রথম বারের উত্তরের সাথে হুবহু মিলে যায় তবে তার নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়। আর উভয়ের বৈপরীত্য অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। সাহাবি হাদিসের নির্ভুলতা নির্ণয়ে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে।

উরওয়া ইবনু যুবাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

"আমার খালা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আমাকে বলেন: ভাগ্নে, শুনেছি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাদের এলাকা দিয়ে হজ্জে গমন করবেন। তুমি তাঁর সাথে দেখা করো এবং তার থেকে প্রশ্ন করে জ্ঞান শিখ। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। উরওয়া বলেন, আমি তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করি। তিনি সে সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি যে সকল কথা বলেন, তার মধ্যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ থেকে জ্ঞান ছিনিয়ে নিবেন না। কিন্তু তিনি জ্ঞানীদের উঠিয়ে নিবেন, ফলে তাদের সাথে জ্ঞানও উঠে যাবে। মানুষের মধ্যে মূর্খ নেতৃবৃন্দ অবশিষ্ট থাকবে, যারা ইলম ছাড়াই ফাতওয়া প্রদান করবে এবং এভাবে নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং অন্যদেরও বিভ্রান্ত করবে"। উরওয়া বলেন, আমি যখন আয়েশাকে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে একথা বলেল তখন তিনি তা গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন। তিনি বলেন, তিনি কি তোমাকে বলেছেন যে, একথা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? উরওয়া বলেন, পরের বছর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাকে বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এসেছেন। তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথে কথা বল। কথার ফাঁকে ইলম উঠে যাওয়ার হাদিসটির বিষয়েও কথা তুলবে। উরওয়া বলেন, আমি তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে প্রশ্ন করি। তিনি তখন আগের বার যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই হাদিসটি বললেন। উরওয়া বলেন, আমি যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা-কে বিষয়টি জানালাম তখন তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ঠিকই বলেছেন। আমি দেখছি যে, তিনি একটুও বাড়িয়ে বলেননি বা কমিয়ে বলেননি।

এখানেও আমরা হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অকল্পনীয় সাবধানতার নমুনা দেখি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু/আনহা-এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ করেননি। কিন্তু সত্যবাদী ব্যক্তিরও ভুল হতে পারে। তাই বিনা নিরীক্ষায় তাঁরা কিছুই গ্রহণ করতে চাইতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কথিত কোনো হাদিস তারা নিরীক্ষার আগেই ভক্তিভরে হৃদয়ে স্থান দিতেন না।

৫. বর্ণনাকারীকে শপথ করানো

বর্ণনা বা সাক্ষ্যের নির্ভুলতা যাচাই-এর জন্য প্রয়োজনে বর্ণনাকারী বা সাক্ষীকে শপথ করানো। সত্যপরায়ণ ও আল্লাহভীরু মানুষ ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেন না। তবে তাঁর স্মৃতি তাকে ধোঁকা দিতে পারে বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের

মধ্যে তিনি নিপতিত হতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করতে হলে তিনি কখনো পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলবেন না। এজন্য সত্যপরায়ণ ব্যক্তির জন্য শপথ করানো বক্তব্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য কার্যকর পদ্ধতি। তবে মিথ্যাবাদীর জন্য শপথ যথেষ্ট নয়। তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন (Cross Interrogation)-এর মাধ্যমে তার বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই করতে হয়।

সাহাবি সকলেই ছিলেন সত্যপরায়ণ ও অত্যন্ত আল্লাহভীরু। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুলের সম্ভাবনা দূর করার জন্য সাহাবি কখনো কখনো হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীকে শপথ করাতেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন:

“আমি এমন একজন মানুষ ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো কথা নিজে শুনলে আল্লাহ আমাকে তা থেকে তাঁর মর্জিমত উপকৃত হওয়ার তাওফীক প্রদান করতেন। আর যদি তাঁর কোনো সাহাবী আমাকে কোনো হাদিস শোনাতেন তবে আমি তাকে শপথ করাতাম। তিনি শপথ করলে আমি তার বর্ণিত হাদিস সত্য বলে গ্রহণ করতাম”।

৬. অর্থ ও তথ্যগত নিরীক্ষা

‘ওহী’র জ্ঞান সাধারণ মানবীয় জ্ঞানের অতিরিক্ত, কিন্তু কখনোই মানবীয় জ্ঞানের বিপরীত বা বিরুদ্ধে নয়। অনুরূপভাবে হাদিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত ‘ওহী’ কুরআনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ‘ওহী’র ব্যাখ্যা, সম্পূরক বা অতিরিক্ত সংযোজন হতে পারে, কিন্তু কখনোই তা কুরআনের বিপরীত বা বিরুদ্ধে হতে পারে না।

সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা এ সব মূলনীতির ভিত্তিতে বর্ণিত হাদিসের অর্থগত ও তথ্যগত নিরীক্ষা করতেন। সাধারণভাবে তাঁরা কুরআনের অতিরিক্ত ও সম্পূরক অর্থের জন্যই হাদিসের সন্ধান করতেন। কুরআন কারীমে যে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই তা হাদিসে আছে কিনা তা জানতে চাইতেন এবং প্রদত্ত তথ্যের অর্থগত নিরীক্ষা করতেন। তাদের অর্থ নিরীক্ষা পদ্ধতি ছিলো নিম্নরূপ:

১. হাদিসের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হলো, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বলে প্রমাণিত কিনা। যদি বর্ণনাকারীর বর্ণনা, শপথ বা অন্যান্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তবে সেক্ষেত্রে তাদের নীতি ছিল তাকে কুরআনের সম্পূরক নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করা এবং তারই আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। এক্ষেত্রে দাদীর উত্তরাধিকার ও গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি বিবেচ্য। দাদীর বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয়নি। তাই এক্ষেত্রে হাদিসের বিবরণটি অতিরিক্ত সংযোজন। অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে কুরআনে বলা হয়েছে যে, অনুমতি চাওয়ার পরে “যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, ‘তোমরা ফিরে যাও’ তবে তোমরা ফিরে যাবে”।(৭) এক্ষেত্রে হাদিসের নির্দেশনাটি ব্যাহত এ কুরআনী নির্দেশনার ‘বিরুদ্ধে’। কারণ তা কুরআনী নির্দেশনাকে আংশিক পরিবর্তন করে বলছে যে, তিন বার অনুমতি প্রার্থনার পরে ‘তোমরা ফিরে যাও’ বলা না হলেও ফিরে যেতে হবে।
   সাহাবি উভয় হাদিসকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা কখনোই চিন্তা করেননি যে, এগুলো কুরআনের নির্দেশের বিপরীত, বিরুদ্ধে বা অতিরিক্ত সুতরাং তা গ্রহণ করা যাবে না।
২. সাহাবি কোনো কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি বলে প্রমাণিত হলে বা গভীর সন্দেহ হলে, কোনোরূপ অর্থ বিবেচনা না করেই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনুরূপ বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততায় বা নির্ভরযোগ্যতায় সন্দেহ হলেও কোনোরূপ বিবেচনা ছাড়াই তাঁরা সে বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করতেন।
৩. কখনো দেখা গিয়েছে যে, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার কারণে বর্ণিত হাদিস ব্যহত গ্রহণযোগ্য। তবে যদি বর্ণনাকারীর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জোরালো সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতীয়মাণ হয় সেক্ষেত্রে তাঁরা সে হাদিসের অর্থ কুরআন কারীম ও তাদের জানা হাদিসের আলোকে পর্যালোচনা করেছেন এবং হাদিসটির অর্থ কুরআন ও প্রসিদ্ধ হাদিসের সুস্পষ্ট বিপরীত হলে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অর্থ ও তথ্যগত নিরীক্ষার উদাহরণ

১. তাবিয়ী আবু হাস্‌সান আল-আ'রাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

"দুই ব্যক্তি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা-এর কাছে গিয়ে বলেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নারী, পশু বা যানবাহন ও বাড়ি-ঘরের মধ্যে ও অশুভ লক্ষণ আছে। একথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এত বেশি রাগন্বিত হন যে, মনে হলো তাঁর দেহ ক্রোধে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বলেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাঁর কসম তিনি এভাবে বলতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: "জাহিলিয়া যুগে লোকজন বলতো, নারী, পশু বা যানবাহন ও বাড়ি-ঘরের মধ্যে ও অশুভ লক্ষণ আছে। এরপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কুরআন কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করেন: "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে"।

এখানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর বর্ণনা গ্রহণ করেন নি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন এবং কুরআনের যে আয়াত পাঠ করেছেন তার আলোকে এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২. ফাতিমা বিনতু কাইস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, তাঁর স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনি ইদ্দত-কালীন আবাসন ও ভরণপোষণের খরচ পাবেন না। তাঁর এ কথা শুনে খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

"আমরা আল্লাহর গ্রন্থ ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত একজন মহিলার কথায় ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা বুঝতে পারছি না যে, তিনি বিষয়টি মুখস্থ রেখেছেন না ভুলে গিয়েছেন। তিন-তালাক প্রাপ্ত মহিলাও ইদ্দত-কালীন আবাসন ও খোরপোষ পাবেন। আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেনো বের না হয়, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়"।

৩. অর্থগত নিরীক্ষার আরেকটি উদাহরণ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস যখন ইবন আবী মুলাইকার জন্য "আলীর বিচার" পুস্তিকা থেকে কিছু বিবরণ নির্বাচন করেন তখন তিনি কিছু কিছু বিচারের বিষয়ে বলেন, "আল্লাহর কসম আলী এ বিচার কখনোই করতে পারেন না। বিভ্রান্ত না হলে কেউ এ বিচার করতে পারে না"।

এখানে ইবন আব্বাস অর্থ ও তথ্য বিচার করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এগুলো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর নামে বানোয়াট কথা কারণ কোনো বিভ্রান্ত মানুষ ছাড়া কেউ এরূপ বিচার করতে পারে না।

এ সকল নিরীক্ষার মাধ্যমে মুসলিম মনীষীগণ হাদিস বর্ণনাকারী হাদিসটি সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে ও বর্ণনা করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করতেন। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগে হাদিসের 'বর্ণনার নির্ভুলতা' ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণে এ সকল পদ্ধতিতে নিরীক্ষাই ছিল মুহাদ্দিসগণের মূল পদ্ধতি। আমরা জানি যে, বিশ্বের সকল দেশের সকল বিচারালয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্যের যর্থার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্যও এ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কোনো বর্ণনা বা সাক্ষ্যের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য এটিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

এখানে লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণের যুগে ইচ্ছাকৃত ভুলের কোনো প্রকার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের জাগতিক কথাবার্তা ও লেনদেনেও কেউ মিথ্যা বলতেন না। সততা ও বিশ্বস্ততাই ছিলো তাদের বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতাপ্রসূত বা অসাবধানতাজনিত সামান্যতম ভুল থেকে হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ষায় তাদের কর্মধারা দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সাহাবিগণের বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতি ছিলো–
ক. সাধারণ
খ. কঠোর
গ. বৈজ্ঞানিক
ঘ. অবৈজ্ঞানিক

২. হাদিস নিরীক্ষার কৌশলকে কী বলা হয়?
ক. দ্বাবৃত
খ. আদালত
গ. আমানত
ঘ. সিকাহ্

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. দ্বাবৃত-এর সংজ্ঞা লিখুন।
২. বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য সাহাবি কখন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলতেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশুদ্ধ হাদিস নির্বাচন পদ্ধতিগুলো লিখুন।
২. "সাহাবিগণের হাদিস নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলো ছিলো বৈজ্ঞানিক" উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।
৩. অর্থগত নিরীক্ষার উদাহরণ দিয়ে এর প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৭: বিরোধপূর্ণ হাদিসের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিরোধপূর্ণ হাদিসের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিরোধপূর্ণ হাদিসের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পদ্ধতি

অনেক সময় হাদিস থেকে পরস্পর বিরোধী বিধান জানা যায়। এর সাধারণত তিনটি অবস্থা হতে পারে। নিম্নে পরস্পর বিরোধী হাদিস থেকে বিধান বের করার উপায়, অগ্রাধিকার পদ্ধতি ও বিরোধপূর্ণ হাদিসের অবস্থাগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. **দুটি কর্মসূচক হাদিসের বৈপরীত্য:** জমহুর ফকীহদের মতে দুটি কর্মসূচক হাদিসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলে বুঝতে হবে যে, হয় এ দু'টির একটি রহিত হয়ে গেছে অথবা একটি অন্যটির বিধান নির্দিষ্ট করেছে। এভাবে সমন্বয় করলে উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকে না। কেননা বৈপরীত্যের জন্য পরস্পর বিরোধী বিধান থাকা আবশ্যক। আবার অনেক সময় পরস্পর বিরোধী বিধান থাকলেও বৈপরীত্য প্রকাশ পায় না। যেমন যুহর সালাত তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে যেকোন সময় আদায় করলে আদায় হয়ে যায়। যদি হাদিসের এক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেছেন, আবার অন্য হাদিস থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি যুহর সালাত শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছেন, তবে এর দ্বারা বৈপরীত্য প্রকাশ পায় না।

২. **দুটি বাণীসূচক হাদিসের মধ্যকার বৈপরীত্য:** যদি সার্বিক দিক দিয়ে সমান শক্তিশালী দুটি বাণী সূচক হাদিসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে জমহুর ফকীহদের মতে বৈপরীত্য নিরসনের চারটি উপায় রয়েছে–

   ক. উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা। দুটি ব্যাপক অর্থবোধক বর্ণনার একটিকে ব্যাপক ও অন্যটিকে বিশেষ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধকরণ, দুটি সাধারণ বিষয়ের একটিকে শর্তারোপকারী হিসেবে নির্ধারণ অথবা একটিকে প্রকৃত ও অন্যটিকে রূপক হিসেবে চিহ্নিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

   খ. সমন্বয় সাধন সম্ভব না হলে একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার প্রদান। মতন বা মূল বর্ণনার দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী নির্দেশনা প্রদানকারী হাদিসকে এবং সনদের দিক থেকে মুতাওয়াতিরকে অন্য যে কোন হাদিসের ওপর, মাশহুরকে আহাদের ওপর প্রাধান্য প্রদান।

   গ. সার্বিক দিক থেকে উভয় হাদিস একই ধরনের হলে একটির মাধ্যমে অন্যটি রহিত করা। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হাদিসকে রহিত করতে হবে।

   ঘ. যদি উভয়ের মধ্যে কোনটি আগে আর কোনটি পরে বর্ণিত তা নির্ধারণ করা না যায় এবং সমন্বয় বা অগ্রাধিকার প্রদান সম্ভভ না হয়, তবে বৈপরীত্যের কারণে উভয়টি পরিত্যাগ করা।

৩. **বাণীসূচক ও কর্মসূচক হাদিসের বৈপরীত্য:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও তাঁর কর্মের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে তিনটি অবস্থা হতে পারে:

   ক. যদি কর্মসূচক হাদিস বাণীসূচক হাদিসের পরের হয়, তবে উক্ত কর্মসূচক হাদিস পূর্বের বাণীসূচক হাদিসকে রহিত করে দেয়।

খ. যদি কর্মসূচক হাদিস বাণীসূচক হাদিসের পূর্বের হয়, তবে-এর ভিন্ন ভিন্ন তিনটি দিক রয়েছে:

- যদি শেষোক্ত বাণীসূচক হাদিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মাত উভয়ের জন্য ব্যাপক হয়, তবে পূর্বের কর্মসূচক হাদিসটি রহিত হয়ে যাবে।
- যদি শেষোক্ত বাণীসূচক হাদিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে তাঁর জন্য পূর্বের কর্মসূচক হাদিস রহিত হয়ে যাবে এবং উম্মতের জন্য পূর্বের বিধানই কার্যকর থাকবে।
- যদি শেষোক্ত বাণীসূচক হাদিস উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে তাদের জন্য পূর্বের কর্মসূচক হাদিস রহিত হয়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য পূর্বের বিধান কার্যকর থাকবে।

গ. কর্মসূচক ও বাণীসূচক হাদিসের কোনটি পূর্বের ও কোনটি পরের তা যদি অজ্ঞাত থাকে এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় না হয়, তবে তার বিধানের ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে।

- অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী বাণীসূচক হাদিসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কেউ কেউ বলেন, কর্মসূচক হাদিসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- নিরবতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্ম দুটিই সমান মর্যাদাপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিরোধপূর্ণ হাদিসের অবস্থা কয়টি?
ক. ৫টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৭টি

২. বাণীসূচক হাদিসের বৈপরীত্য নিরসণের পদ্ধতি কয়টি?
ক. ৪টি
খ. ৩টি
গ. ২টি
ঘ. ৫টি

২. বাণীসূচক ও কর্মসূচক হাদিসের বৈপরীত্য নিরসনের উপায় কয়টি?
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৭টি
ঘ. ৫টি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সমান শক্তিশালী দুটি বাণীসূচক হাদিসের মধ্যে বৈপরীত্য নিরসনের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী?
২. বাণী ও কর্মসূচক হাদিসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে তার অবস্থা কয়টি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিরোধপূর্ণ হাদিসের মাঝে অগ্রাধিকার প্রদানের পদ্ধতিগুলোর বিবরণ দিন।
২. দুটি কর্মসূচক হাদিসের বিধানের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে তা নিরসনের উপায় কী হবে? বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৮: হাদিস থেকে ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হাদিস থেকে ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

হাদিস থেকে ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন কৌশল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের তিনটি দিক রয়েছে। প্রথমত আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনর্বার তা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে সামগ্রিক বিধান সম্বলিত কিছু আয়াত নাযিল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বিধান বর্ণনা করেছেন, যে ব্যাপারে কুরআনে কিছুই বর্ণিত হয়নি। যে সকল বিষয়ের সমাধান পবিত্র কুরআনে সরাসরি পাওয়া যায় না, সে সকল বিষয়ের মাসআলা প্রধানত: হাদিস থেকেই উদ্ভাবন করা হয়। হাদিস থেকে ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেনো কোনো ভুল মাসআলা উদ্ভব না হয়। এ সময় নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগ, খেয়াল-খুশী ও গোষ্ঠীগত অবস্থানকে বাদ দিয়ে হাদিসের সত্যিকার বক্তব্যের আলোকে সঠিকভাবে মাসআলা উদ্ভাবন করতে হবে। কোন উদ্দেশ্যমূলক সংযোজন-বিয়োজন, সত্যকে লুকানো বা পাশ কাটানো, একপেশে মতামত প্রদান ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। নিয়তকে বিশুদ্ধ করতে হবে এবং নিজের সুনাম, যশ, খ্যাতি, দুনিয়াবী কোন প্রাপ্তি কিংবা কোন গোষ্ঠীগত স্বার্থ সিদ্ধিকে মুখ্য না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের সঠিক চর্চা এবং প্রচার ও প্রসারের দৃঢ় ইচ্ছা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। হাদিস থেকে ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন, মূলনীতি ও কৌশল অনুসরণ করা করা একান্ত প্রয়োজন, নিম্নে হাদিস থেকে ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন কৌশলগুলো উল্লেখ করা হলো:-

১. **হাদিস কুরআনী আইনের দৃঢ়তা প্রদানকারী:** একই বিধান কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আবার হাদিসেও এসেছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধান কুরআন ও সুন্নাহ দুই উৎস থেকে প্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, রমাযানে রোযা পালন, হজ্জ আদায় অপরিহার্য হওয়া এবং শিরক, মিথ্যা স্বাক্ষ্য, পিতা-মাতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

২. **হাদিস কুরআনী আইনের ব্যাখ্যাদানকারী:** হাদিস কুরআনে বর্ণিত বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব পালন করেছে। এর তিনটি দিক রয়েছে:

   ক. **হাদিস কুরআনে বর্ণিত সামগ্রিক বিধানের ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপ উপস্থাপনকারী:** যেমন, কুরআন সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে আর হাদিস তার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছে।

   খ. **হাদিস কুরআনের সাধারণ বিধান সীমিতকারী:** যেমন, চোরের শাস্তি হাত কর্তন। এর দ্বারা সব ধরনের চোর ও সম্পূর্ণ হাত বোঝা যায়, কিন্তু হাদিস এ বিধান সীমিত করে কোন ধরনের বস্তু চুরির জন্য হাত কর্তন করা হবে এবং হাতের কতটুকু কাটতে হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়।

   গ. **হাদিস কুরআনের ব্যাপক বিধানকে নির্দিষ্টকারী:** কুরআনে বিবাহ নিষিদ্ধ রমণী ব্যতীত অন্য সব নারীকে বিবাহ বৈধ হওয়ার সাধারণ নির্দেশ এসেছে, কিন্তু হাদিস এ পরিসরকে নির্দিষ্ট করে 'ফুফু ও ভাতিজী' এবং 'খালা ও ভাগিনী'কে একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা নিষিদ্ধ করেছে।

৩. **হাদিস স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নকারী:** হাদিস এমন অনেক বিধান প্রণয়ন করেছে যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। যেমন পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশমের পোশাক হারাম সংক্রান্ত ঘোষণা।

৪. **কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাদিস কুরআনের আইন রহিতকারী:** ইমাম শাফি‘ঈ রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা-এর মতে, হাদিস কুরআনের বিধান রহিত করতে পারে না, কিন্তু জমহুর ফকীহ ও শাফি‘ঈ মাযহাবের ইমাম আল-বায়যাভী, আল-ইসনাভী, আল-গাযালী, ইমামুল হারামাইনসহ অনেকের মতে হাদিস দ্বারা কুরআনের বিধান রহিত হতে পারে। যেমন ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত বৈধ না হওয়ার বিধান।

হাদিসের ফিকহীবিরোধ নিরসন পূর্বক ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন: অনেক সময় হাদিস পরস্পর বিরোধী মাসআলা প্রদান করে। এ বিরোধ নিরসন পূর্বক ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন করতে হবে। এর সাধারণত তিনটি অবস্থা হতে পারে:

১. **দু’টি কর্মসূচক হাদিসের বিরোধ:** জমহুর ফকীহদের মতে, দুটি কর্মসূচক হাদিসের মধ্যে বিরোধ দেখা গেলে বুঝতে হবে, হয় এ দুটির একটি রহিত হয়ে গেছে অথবা একটি অন্যটির বিধান নির্দিষ্ট করেছে। এভাবে সমন্বয় করলে উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। কেননা বিরোধের জন্য পরস্পর বিরোধী বিধান থাকা আবশ্যক। আবার অনেক সময় পরস্পর বিরোধী বিধান থাকলেও বিরোধ প্রকাশ পায় না। যেমন যুহর সালাত তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে যে কোন সময় আদায় করলে আদায় হয়ে যায়। যদি হাদিসের এক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেছেন, আবার অন্য হাদিস থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি যুহর সালাত শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছেন, তবে এর দ্বারা বিরোধ প্রকাশ পায় না।

২. **দু’টি বাণীসূচক হাদিসের বিরোধ:** যদি ফিকহ্‌বিদগণের দৃষ্টিতে সার্বিক দিক দিয়ে সমান শক্তিশালী দুটি বাণীসূচক হাদিসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে জমহুর ফকীহের মতে বিরোধ নিরসনের পর ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবনের চারটি উপায় রয়েছে–

ক. **দু’টির মধ্যে সমন্বয় করা:** দুটি ব্যাপক অর্থবোধক বর্ণনার একটিকে ব্যাপক ও অন্যটিকে বিশেষ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধকরণ, দুটি সাধারণ বিষয়ের একটিকে শর্তারোপকারী হিসেবে নির্ধারণ অথবা একটিকে প্রকৃত ও অন্যটিকে রূপক হিসেবে চিহ্নিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

খ. **দু’টির মধ্যে একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা:** মতন বা মূল বর্ণনার দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী নির্দেশনা প্রদানকারী হাদিসকে এবং সনদের দিক থেকে মুতাওয়াতিরকে অন্য যে কোন হাদিসের ওপর, মাশহুরকে আহাদের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন করতে হবে।

গ. **একটির মাধ্যমে অন্যটি রহিত করা:** সার্বিক দিক থেকে উভয় হাদিস একই ধরনের হলে একটির মাধ্যমে অন্যটি রহিত করা। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হাদিসকে রহিত করার পর পরবর্তীটির ওপরভিত্তি করে ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন করতে হবে।

ঘ. **বিরোধের কারণে উভয়টি পরিত্যাগ করা:** যদি উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আগে আর কোন্‌টি পরে বর্ণিত, তা নির্ধারণ করা না যায় এবং সমন্বয় বা অগ্রাধিকার প্রদানও সম্ভব না হয়, তবে বিরোধের কারণে উভয়টি পরিত্যাগ করা।

৩. **বাণীসূচক ও কর্মসূচক হাদিসের মধ্যে বিরোধ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও তাঁর কর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনের তিনটি অবস্থা হতে পারে:

ক. যদি কর্মসূচক হাদিস বাণীসূচক হাদিসের পরের হয়, তবে উক্ত কর্মসূচক হাদিস পূর্বের বাণীসূচক হাদিসকে রহিত করে দেয়।

খ. যদি কর্মসূচক হাদিস বাণীসূচক হাদিসের পূর্বের হয়, তবে এর ভিন্ন ভিন্ন তিনটি দিক রয়েছেঃ

- যদি শেষোক্ত বাণীসূচক হাদিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মাত উভয়ের জন্য ব্যাপক হয়, তবে পূর্বের কর্মসূচক হাদিসটি রহিত হয়ে যাবে।
- যদি শেষোক্ত বাণীসূচক হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে তাঁর জন্য পূর্বের কর্মসূচক হাদিস রহিত হয়ে যাবে এবং উম্মতের জন্য পূর্বের বিধানই কার্যকর থাকবে।
- যদি শেষোক্ত বাণীসূচক হাদিস উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে তাদের জন্য পূর্বের কর্মসূচক হাদিস রহিত হয়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য পূর্বের বিধান কার্যকর থাকবে।

গ. কর্মসূচক ও বাণীসূচক হাদিসের কোন্‌টি পূর্বের ও কোন্‌টি পরের, তা যদি অজ্ঞাত থাকে এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয়, তবে তার বিধানের ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে।

- অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী, বাণীসূচক হাদিসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কেউ কেউ বলেন, কর্মসূচক হাদিসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- নিরবতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্ম দুটিই সমান মর্যাদাপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হাদিসের কয়টি দিক রয়েছে?
ক. ৫টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৭টি

৩. "হাদিস, কুরআনের ব্যাখ্যা" কথাটি কাদের?
ক. মুহাদ্দিসগণের
খ. ফকীহগণের
গ. আলিমগণের
ঘ. উপরের সবক'টি

৪. যে বিষয়ে কুরআনে কিছুই বর্ণিত হয়নি, সে বিষয়ে–
ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বিধান দিয়েছেন
খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই বলেননি
গ. ফকীহগণের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ, ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ফিক্হী মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে হাদিসের অবস্থাসমূহ লিখুন।
২. "হাদিস কুরআনের আইনী ব্যাখ্যা"– সংক্ষেপে উপস্থাপন করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. হাদিস থেকে ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবন কৌশলগুলোর বিবরণ দিন।
২. হাদিস কী স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করতে পারে? বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৯: হাদিসের পারদর্শিতা উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় দিতে পারবেন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে উল্লেখ করতে পারবেন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিসের পারদর্শিতা উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় এবং ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয় এবং ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

তথ্য, তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয়

তথ্য: তথ্য বা ইনফরমেশন (Information) হলো একটি বার্তা, যা বুঝা যায়, বহন করা যায়, লেখা যায়, পড়া যায়। অর্থাৎ কোনো অর্থবহ প্রক্রিয়াজাত ডেটাকে (Data) তথ্য বলে। কম্পিউটারের ভাষায় তথ্য হচ্ছে কিছু প্রক্রিয়াজাত ডেটা, যার ওপর ভিত্তি করে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

তথ্য প্রযুক্তি: যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, এর সত্যতা ও বৈধতা যাচাই, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ, পরিবহন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা করা হয় তাকে তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি (Information Technology) সংক্ষেপে আইটি (IT) বলা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communications Technology বা ICT) সাধারণভাবে তথ্য প্রযুক্তির সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক ধরনের একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও তৎসম্পর্কিত এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার, মিডলওয়্যার তথ্য সংরক্ষণ, অডিও-ভিডিও সিস্টেম ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। প্রযুক্তিতে আইসিটি শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন একাডেমিক গবেষকরা ১৯৮০ সালের দিকে। কিন্তু শব্দটি জনপ্রিয়তা লাভ করে ১৯৯৭ সাল থেকে। স্টিভেনসন ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্য সরকারকে দেওয়া এক প্রতিবেদনে এই শব্দটি উল্লেখ করেন, যা পরবর্তীতে ২০০০ সালে যুক্তরাজ্যের নতুন জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা হয়।

বর্তমান সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বারা একক তার বা একক লিঙ্ক সিস্টেমের মাধ্যমে টেলিফোন, অডিও-ভিজুয়াল ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে প্রযুক্তিকে প্রকাশ করা হয়। পূর্বে এই কাজগুলো শুধু কম্পিউটার ব্যবহার করে করা হলেও বর্তমানে মোবাইল ও বিভিন্ন স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে আইসিটির কাজ করা হয়। একক লিঙ্ক সিস্টেমের মাধ্যমে টেলিফোন, অডিও-ভিজুয়্যল ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ের ফলে বিশাল অঙ্কের অর্থনৈতিক খরচ কমে গেছে। আধুনিক বিশ্বে সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা-অসুবিধা

আধুনিক সভ্যতা বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অপরিসীম। কম্পিউটারের নির্ভুল কর্মসম্পাদন, দ্রুত গতি, স্বয়ংক্রিয় কর্মসম্পাদন, নেট ওয়ার্ক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য আদান প্রদান, যোগাযোগ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ আজ সুবিস্তৃত, কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ বৃদ্ধির সাথে কিছু সুবিধা-অসুবিধাও রয়েছে নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা

(১) সময়সাশ্রয়ী হয়, (২) অপচয় রোধ করে, (৩) তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব, (৪) তথ্যের প্রাপ্যতা যোগাযোগ সম্ভব হয় যেমন– ফোন, ই-মেল, ইন্টারনেট, এসএমএস ইত্যাদি, (৫) সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, (৬) ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে, (৭) ই-কমার্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা হয়, (৮) শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মনুষ্যশক্তির অপচয় কমায়, (৯) ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিস অর্ডার করা যায়, (১০) মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটায়, (১১) শিক্ষার্থীরা বর্তমানে ঘরে বসে ইন্টারনেটের মধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, (১২) সিটিজেন চার্টারের মতো নাগরিক সুবিধাগুলো ঘরে বসেই পাওয়া যায় এবং তথ্য ও যোগাযোগের প্রযুক্তির মাধ্যমে ম্যাসেজ, ই-মেইল, ভয়েস ও ভিডিও কল করা খুব দ্রুত ও কার্যকর। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মাধ্যমে আমরা এখন ঘরে বসে অনলাইন শপিং করতে পারি। যার ফলে যাতায়াতের খরচ বেচে যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অসুবিধা

মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যে ক্ষতি: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা দিনের অধিকাংশ সময় গেম খেলে সময় কাটায়। এতে তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। আর তারা বাইরের প্রাকৃতিক জগত ও খেলাধুলোর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে।

বেকারত্ব বৃদ্ধি

যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটছে। যার ফলে কাজের গুণগত মান পরিবর্তন হচ্ছে। কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে বজায় না রাখতে পারায়, কর্মীরা কর্মসংস্থান হারিয়ে ফেলছে। যার ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার অভাব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধাজনক হলেও, এটির একটি বড় অসুবিধা হল গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার অভাব। মানুষ সবসময় চিন্তিত থাকে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলাম

বিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে পারদর্শিতা উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে, অল্প কষ্টে শিক্ষার্থীরা কুরআন, হাদিস তথা সমগ্র বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- টেলিভিশন, রেডিও, প্রিন্ট মিডিয়া, কম্পিউটার, ওয়েব মিডিয়া, ই-মেইল, ফেসবুক, ইউটিউব ও মোবাইল শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও তার উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবন প্রবাহকে বেগবান করেছে। ইসলাম মানুষের জন্য যে কোন কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। কোন জিনিসের ভুল ব্যবহার হলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বরং ভুল ব্যবহার বন্ধ করতে হয়।

আল্লাহ বলেন, "আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে"।

তথ্য প্রযুক্তি মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এক অপার নি'আমত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন–

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কৌশল ও প্রযুক্তি দান করেন, আর যাকে কৌশল ও প্রযুক্তিদান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণদান করা হয়েছে"।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা পদ্ধতি এক দিকে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের হওয়া দরকার। অন্য দিকে সমকালীন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মত যোগ্যতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন। সর্বশ্রেণির শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে উপরোক্ত মাধ্যমগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

হাদিসের পারদর্শিতা উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমান যুগ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তথ্য-উপাত্তের এক বিশাল জগত। সহজ করে দিয়েছে তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞানার্জনের পথ। জ্ঞান জগতের সবকিছুকে এনে দিয়েছে হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে। হাদিসের পারদর্শিতা উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কোন বিষয় অতি অল্প সময়ে চমৎকার ও আকর্ষণীয়ভাবে শেখানো যায়। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে হাদিস অনুসন্ধান একটি সহজ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার এমন এক প্রযুক্তির নাম পৃথিবীর সব কিছুতেই যার ছোঁয়া অপরিহার্য। এর অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সব যন্ত্রই বর্তমানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তথা কম্পিউটারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে পরিচালিত। লেখা-পড়া, সাহিত্য-চর্চা, সাহিত্য-কলা, ইসলামী সাহিত্য পাঠ, কুরআনও হাদিস অধ্যয়ন ও পারদর্শিতা অর্জন ইত্যাদি সবকিছুতেই কম্পিউটার প্রসারিত করেছে তার সাহায্যের হাত। উন্নত বিশ্বে কৃষি, বাণিজ্য, চাকরি থেকে নিয়ে এমন কোনো পেশা নেই যাতে কম্পিউটারের সাহায্য নেয়া হয় না।

এটাকে ইসলাম শিক্ষা, কুরআন ও হাদিসে পারদর্শিতা উন্নয়ন, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনেক সহজে ও সফলতার সাহায্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। কম্পিউটারের মাধ্যমে আজ কুরআন, হাদিস, বিভিন্ন ইসলামী রেফারেন্স গ্রন্থ পড়া ও সংরক্ষণ করা, ভিডিও দেখা, অডিও শোনা প্রভৃতি অনেক সহজতর হয়েছে। আগে কুরআনের আয়াত বা হাদিসের ইবারত সংগ্রহ করা অনেক কঠিন ছিল। আজ তা অনেক সহজতর হয়েছে। কুরআন-হাদিস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সফ্টওয়্যার রয়েছে। এগুলোতে সহজেই একটি সূরা থেকে অন্য সুরাতে গমন করা যায়। বিভিন্ন আয়াত বের করা যায় বিভিন্ন শব্দ দিয়েও আয়াত বের করা যায়। হাদিসের ক্ষেত্রেও এরকম সফ্টওয়্যার বিদ্যমান। বাংলা ভাষায়ও কুরআন-হাদিসের অনেক ওয়েব, সফ্টওয়্যার ও অ্যাপ বিদ্যমান। এগুলোর যথাযথ প্রচার ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য। হাদিসের সত্যতা নিরূপণের জন্য এখন আর হাদিস শাস্ত্রের মুজাম গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। যাবতীয় তথ্য এখন আমরা অন-লাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারি। এগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় হিসনুল মুসলিম অ্যাপ, হাদিস বিডি অ্যাপ, আই হাদিস প্রভৃতি অন্যতম।

তাছাড়া হাদিসের সঠিক তথ্য যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সবচেয়ে বড় অনলাইন লাইব্রেরী "মাকাতাবাহ শামিলাহ"-এর সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। কুরআন, হাদিস ও ইসলামী রেফারেন্সের ক্ষেত্রে 'মাকতাবা শামেলাহ' সফ্টওয়্যার অসাধারণ। এতে বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা মজুদ রয়েছে। আধুনিক যুগে ইসলামী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং হাদিস শিখন ও শিক্ষণের জন্য এর ব্যবহার জানা আবশ্যক। হাদিস শিক্ষণে-এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিকভাবে এটা ব্যবহার করতে পারলে হাদিস পাঠদান অনেক সহজ হবে। অল্প সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের হাদিসসমূহ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যাবে। শিক্ষার্থীরাও হাদিস শেখার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করে বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের সামনে কী উন্মুক্ত করে দিয়েছে?
ক. তথ্য-উপাত্তের এক বিশাল জগত
খ. তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞানার্জনের পথ
গ. জ্ঞান জগতের সব কিছুকে
ঘ. হাদিস অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া

২. পৃথিবীর সব কিছুতেই যার ছোঁয়া অপরিহার্য সে প্রযুক্তিটির নাম কী?
ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
খ. কম্পিউটার প্রযুক্তি
গ. সফ্‌টওয়্যার প্রযুক্তি
ঘ. অন-লাইন প্রযুক্তি

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবন–
ক. বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেছে
খ. বেগবান করেছে
গ. সহজতর করেছে
ঘ. অতিষ্ঠ করেছে

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সংজ্ঞা দিন।
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা-অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।
৩. আধুনিক বিশ্বে বহুল পরিচিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ৩টি উদাহরণ দিন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করুন।
৩. হাদিসের পারদর্শিতা উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ৪.১০: জীবন ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও আল-হাদিস শিক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জীবন ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও আল-হাদিস শিক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।

জীবন ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও আল-হাদিস শিক্ষণ

কুরআন মাজীদের পরেই হাদিসের স্থান। এ হিসেবে হাদিস ইসলামি শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। হাদিস হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনালেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামি শরীয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদিসে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সালাত ও যাকাতের কথা বলা যেতে পারে। কুরআনে শুধু বলা হয়েছে– "সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও"। কিন্তু কীভাবে সালাত কায়েম করতে হবে এবং কীভাবে যাকাত দিতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। পবিত্র হাদিসে-এর ব্যাখ্যা ফুটে ওঠেছে। হাদিস ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি।

মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া এবং ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্যই হাদিস অপরিহার্য। দৈনন্দিন চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, ব্যবসায় বাণিজ্য, বিচার-আচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকর্মের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পাদনের জন্য হাদিসের প্রয়োজন। হাদিসকে অস্বীকার করার অর্থ হল ইসলামকেই অস্বীকার করা। কেননা আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো"।

হাদিস শিক্ষণের বিধানগত গুরুত্ব হচ্ছে– তা শরীয়তের বিধান নির্ধারক ও নীতিমালা প্রণয়নকারী। ইসলামী শরীয়াতের নিরিখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, কথা-বার্তা-তথা গোটা জীবনই উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"আল্লাহ রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ"।

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যও তাই। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَاأَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ

"রাসূলকে অনুসরণের জন্যই প্রেরণ করেছি"।

আল্লাহ আরোও বলেন–

"বলুন, অনুসরণ করো আল্লাহ ও রাসূলের"।

সুতরাং রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁর সামগ্রিক জীবন তথা হাদিসের প্রামাণ্য দলিল অনুসরণ করা ঈমানদার হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

আল-কুরআন যেমন সরাসরি ওহী হিসেবে নাযিল হয়েছে; আল-হাদিস সরাসরি ওহী না হলেও পরোক্ষ ওহী। সুতরাং আল-কুরআনকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, আল-হাদিসকে তেমনি অস্বীকার করা যায় না। আল-কুরআনের বিধানাবলির ওপর আমল যেমন ফরয, আল-হাদীসের বিধানাবলির ওপর আমল করাও জরুরি। কেননা আল্লাহ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আইনপ্রণেতা, ব্যাখ্যাদাতা ও রূপকার হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাযথভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইসলাম জানতে-বুঝতে ও ইসলামি জীবনব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে রাসূলের হাদিস বা আদর্শের কোন বিকল্প নাই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। অন্ধকার সমাজে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ থেকে দুঃখ-দুর্দশা বিদায় করে দিয়েছেন। সমাজকে সকল প্রকার কলুষমুক্ত রাখার জন্য আইন বিধান-দিয়েছেন। সমাজকে অন্যায়, অবিচার, ও নির্যাতনমুক্ত রাখার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস জীবনে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। হাদিস গ্রন্থসমূহের তাফসীর অধ্যায়সমূহই তার প্রমাণ। যে সব আয়াতের সঠিক অর্থ সাহবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা বুঝতে পারতেন না তা নিয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে সাহাবীদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করেছেন।

আল-কুরআনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জানার জন্য বিশ্ব মুসলিম রাসূলের হাদিসের প্রতি মুখাপেক্ষী। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাখ্যা ব্যতীত আল-কুরআনের সঠিক তাৎপর্য জানার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই। ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণের দায়িত্ব রাসূলের ওপর অর্পিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আঞ্জাম দিয়েছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

"তিনি তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করেন, তাদের জন্য অপবিত্র ও নিকৃষ্ট জিনিস হারাম করেন"।

হাদিসের ব্যাখ্যা ব্যতীত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সকল বিধি-বিধান সঠিক ও যথাযথভাবে বুঝা সম্ভব নয়। সুতরাং কুরআনের মর্ম সঠিকভাবে বুঝতে হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অবশ্যই জানতে হবে। কারণ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত জীবনই কুরআনের ব্যাখ্যা। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা-এর নিকট কিছু লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁদের প্রশ্ন করেন,

"তোমরা কী কুরআন পড়ো না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, কুরআনই তাঁর চরিত্র"। অতএব হাদীস ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানা, বুঝা ও অনুসরণের কোনো উপায় নেই। সুতরাং রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যও হাদিস শিক্ষণ ও শিখন একান্ত প্রয়োজন।

হাদিস ইসলামের ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস। হাদিস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চর্চার পথ উন্মোচিত হয়েছে। হাদিস বর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তির জীবন, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র উদঘাটন করতে গিয়ে বিপুলায়তন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস গড়ে ওঠেছে। হাদিসের মাধ্যমে সমকালীন আরবসহ সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি ও জীবন যাত্রার তথ্য মিলে। এ ছাড়াও পৃথিবীর আদি ইতিহাসের অনেক নির্ভুল-সঠিক তথ্যও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয় বরং এটা তাঁর সকল কর্মতৎপরতার পূর্ণাঙ্গ দলিল। ধর্ম, যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। হাদিস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নততর, উত্তম এবং দ্বীন ইসলামের ভিত্তি। হাদিস সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর সাহাবিদের কথা, কাজ ও সমর্থন বিধৌত। হাদিস অন্ধকারে আলোক স্তম্ভ, সর্বদিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণ শশী। যে ব্যক্তি এর অনুসারী হবে এবং আয়ত্ত করবে, সে সুপথ প্রাপ্ত হবে, সে লাভ করবে বিপুল কল্যাণের ফলগুধারা। অতএব এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে জীবন ঘনিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষে হাদিস শিক্ষণ ও শিখনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা সময়ের দাবি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১০

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইসলামি শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস কোনটি?
ক. হাদিস
খ. কুরআন
গ. ইজমা
ঘ. কিয়াস

২. কার জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে?
ক. পিতা-মাতার
খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
গ. শিক্ষকের
ঘ. বড় ভাইয়ের

৩. 'কুরআনই তাঁর চরিত্র'– তিনি কে?
ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
খ. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
গ. হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
ঘ. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

৪. হাদিসের ভাষা কার?
ক. আল্লাহর
খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
গ. সাহাবির
ঘ. তাবেয়ীর

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক, ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের ব্যাখ্যা জানার জন্য বিশ্ব মুসলিম রাসূলের হাদিসের প্রতি মুখাপেক্ষী কেনো?
২. হাদিস শিক্ষণের বিধানগত গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
৩. হাদিসকে ইসলামের ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস বলা হয় কেনো?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীবন-ঘনিষ্ঠতা অর্জনে আল-হাদিস শিক্ষণ-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. ইসলামি শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে আল-হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. "আল-হাদিস পরোক্ষ ওহী"– বুঝিয়ে লিখুন।

ইউনিট ৫: আল-হাদিস শিখনে শিক্ষা উপকরণ

ভূমিকা

জ্ঞানকে বিকশিত করে শিক্ষা। শিক্ষাদান বা শিখন-শেখানো একটি কঠিন ও দুরূহ কাজ। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এ কাজটি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। একজন শিক্ষক কীভাবে শিক্ষাদান করবেন তা তিনি পূর্বেই নির্ধারণ করে নিবেন। শিখনকে ফলপ্রসূ ও সহজবোধ্য করার জন্য শিক্ষক কোন কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন তা আগেই ঠিক করে নিবেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও ধারণ ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক পাঠদান কৌশল নির্ধারণ করবেন। আর সফলতার পাঠদান করতে হলে শিক্ষা উপকরণ হবে অত্যাবশ্যকীয় অনুসঙ্গ। এক্ষেত্রে শিক্ষককে যথাযথ শিক্ষা উপকরণ তৈরি, উপকরণের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানা অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের মত আল-হাদিস শিখন ও শেখানোর উপকরণের ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে।

পাঠ ৫.১ : শিক্ষা উপকরণের পরিচয় ও গুরুত্ব
পাঠ ৫.২ : আল-হাদিস শিখনে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার
পাঠ ৫.৩ : শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ
পাঠ ৫.৪ : শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ ৫.৫ : শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

পাঠ ৫.১: শিক্ষা উপকরণের পরিচয় ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উপকরণের অর্থ বর্ণনা করতে পারবেন;
- উপকরণের প্রকারভেদ নির্ণয় করতে পারবেন;
- উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণের পরিচয়

শিক্ষা উপকরণ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Teaching Aid, আর একটু বাড়িয়ে বললে Teaching Learning Materials বা শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী বলা যেতে পারে। এর বাংলা প্রতিশব্দ: প্রদীপন।

শেখা ও শেখানোর কাজে যে সকল উপকরণ সার্থক ও সফলভাবে ব্যবহার করে পাঠকে আকর্ষণীয় করা হয় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলা হয়।

মূলত শিক্ষা উপকরণ বলতে শিক্ষা কার্যে ব্যবহৃত এমন কিছু বস্তু ও দ্রব্য-সামগ্রীকে বোঝায় যেগুলো শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়, শিক্ষাদান কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয়টি সহজ সরলভাবে তুলে ধরা যায়।

A teacher shows the performance by the use of teaching learning materials for the effective teaching. (Geff Welford)

Teaching aids is the helping elements of teaching learning purposes- (G. Blosson)

পরিশেষে বলা যায়, সার্থকভাবে শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহারযোগ্য সকল উপাদানই হলো শিক্ষা উপকরণ।

শিক্ষা উপকরণের শ্রেণি বিভাগ

শিক্ষাবিদগণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় শিক্ষা উপকরণকে বিভিন্নভাবে বিভাজন করেছেন। প্রাথমিকভাবে শিক্ষা উপকরণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. মূল্যভিত্তিক;
২. উৎসভিত্তিক;
৩. ব্যবহারভিত্তিক।

মূল্যভিত্তিক: মূল্য বা দামের ওপর ভিত্তি করে যে সকল উপকরণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাকে মূল্যভিত্তিক উপকরণ বলা হয়।

মূল্যভিত্তিক উপকরণ আবার তিন প্রকার–

ক. উচ্চমূল্যের: যেমন– মাল্টিমিডিয়া, প্রাচীন সমরাস্ত্র, শিলালিপি, স্মার্ট বোর্ড ইত্যাদি।
খ. স্বল্পমূল্যের: যেমন– গ্লোব, মানচিত্র, পোস্টার, মার্কার বোর্ড, তৈজসপত্র, চার্ট ইত্যাদি।
গ. বিনামূল্যের: যেমন– মাটি, ফেলে দেওয়া কলম, বাদামের খোসা, প্লাস্টিক বোতল, পরিত্যক্ত কাপড় ইত্যাদি।

উৎসভিত্তিক: যে সকল উপকরণ তাদের প্রাপ্তি স্থান বা উৎসের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাকে উৎস ভিত্তিক উপকরণ বলে।

উৎসভিত্তিক উপকরণ আবার তিন প্রকার–

ক. প্রাকৃতিক: যেমন– মাটি, পানি, পাতা, ঝিনুক, নুড়ি, মূল ইত্যাদি।
খ. শিল্পজ: যেমন– মডেল, দৃশ্যাবলি, লাইট, ছবি, খাতা ইত্যাদি।
গ. হাতে তৈরি: যেমন– অংকিত ছবি, পেপার ওয়েট, ফুলদানি, চার্ট ইত্যাদি।

ব্যবহারভিত্তিক: ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে উপকরণ পাঁচ প্রকার–

ক. শ্রবণমূলক শিক্ষা উপকরণ: যেমন– রেডিও, টেপ রেকর্ডার, হেডফোন, সাউন্ড বক্স ইত্যাদি।
খ. দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ: যেমন– ছবি, মডেল, চার্ট, মানচিত্র ইত্যাদি।
গ. শ্রবণদর্শন মূলক শিক্ষা উপকরণ: যেমন– টেলিভিশন, ভিসিয়ার, মোবাইল, স্মার্ট টিভি ইত্যাদি।
ঘ. পঠনযোগ্য শিক্ষা উপকরণ: যেমন– পাঠ্য বই, পত্রিকা, গবেষণাপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি।
ঙ. কর্মভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ: যেমন– সমবায় সমিতি গঠন, যাদুঘর দর্শন, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি।

শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব

একটি উপকরণ অসংখ্য কথার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। জ্ঞান চর্চায় প্রয়োজনীয় শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী ব্যবহারের গুরুত্বের কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হল–

- বিমূর্ত বিষয়গুলোকে যথার্থ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা যায়। প্রাচীন মডেল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের চেতনাকে সহজেই জাগিয়ে তোলা যায়।
- শ্রেণি কার্যক্রমকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তোলার ক্ষেত্রে উপকরণের বিকল্প নেই, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই শেখে।
- জীবন সম্পৃক্ত পাঠ্য বিষয়গুলোকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও পর্যবেক্ষণ কৌশল দৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সামগ্রী ব্যবহার করা আবশ্যকীয়।
- উপকরণ ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ ধরে রাখা যায়।
- শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দীপ্ত করে: ফলে প্রেষণার সৃষ্টি হয়।
- প্রদীপন পাঠদানে বৈচিত্র্য ও প্রাণময়তা সৃষ্টি করে।
- শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয় ব্যবহার নিশ্চত করে, ফলে শিখন মনোবিজ্ঞান সম্মত হয়।
- পাঠ্য বিষয়কে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে প্রদীপন অত্যন্ত কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা উপকরণ বা Teaching Aid-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?
ক. প্রজ্জ্বলিত
খ. প্রদীপ
গ. প্রদীপন
ঘ. প্রতিভা অন্বেষণ

২. ব্যবহারের দিক থেকে 'গ্লোব', কোন ধরনের শিক্ষা উপকরণ?
ক. শ্রবণমূলক শিক্ষা উপকরণ
খ. কর্মভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ
গ. পঠনযোগ্য শিক্ষা উপকরণ
ঘ. দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ

৩. সাধারণভাবে উপকরণকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা লিখুন।
২. ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা উপকরণ কত প্রকার কী কী?
৩. উদাহারণসহ উৎসভিত্তিক শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. দর্শনমূলক ও কর্মভিত্তিক শিক্ষা উপকরণের সংজ্ঞাসহ উপকরণের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ৫.২: আল-হাদিস শিখনে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল-হাদিস শিখনে প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ণয় করতে পারবেন;
- আল-হাদিস শিক্ষাদানের উপকরণগুলোর ব্যবহার বিধি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-হাদিস শিক্ষাদানে বিভিন্ন উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হাদিস শিক্ষনে উপকরণ

শ্রেণিকক্ষে যে সকল বিষয় পাঠদান করা হয় সেসবের অন্যতম হলো আল-হাদিস। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আল-হাদিস শিক্ষাদান কার্যক্রমেও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। হতে পারে সেটা বাস্তব, ডিজিটাল বা অন্য যে সকল উপকরণ আছে। হাদিসের মতন, সনদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকরণের ব্যবহার করে পাঠদান করলে পাঠদান অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। এ জন্য শিক্ষককে পূর্বেই পরিকল্পনা নিতে হবে, কীভাবে সে পাঠদান করবেন, কী কী উপকরণ ব্যবহার করবেন এবং উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষককে পরিপক্ক হতে হবে।

হাদিস শাস্ত্র শিক্ষাদানে ডিজিটাল উপকরণের ব্যবহার

ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন, একটি সাধারণ ডিজিটাল ছবি থেকে শুরু করে শব্দ, ভিডিও, এনিমেশন, গ্রাফিক্স, বিভিন্ন সফটওয়্যার ইত্যাদি ডিজিটাল উপকরণ হতে পারে। হাদিসের মতন-এর মধ্যে যদি এমন কোন বিষয় থাকে যে আসমান, যমিন বা সৌরজগত এ সম্পর্কে তা হলে ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে এই রিলেটেড ভিডিও শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এভাবে কোনো ছবি প্রদর্শন করা যেতে পারে। বিশুদ্ধভাবে এবারত পাঠ করার জন্য ইন্টারনেট থেকে শুদ্ধ উচ্চারণে যে সকল ভালো ভিডিও আছে সেগুলো সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

এর সাথে রিলেটেড, যে সকল ডিভাইস উপকরণ আছে যেমন– কম্পিউটার, প্রোজেক্টর, ইন্টারনেট, মডেম ইত্যাদির ব্যবহার অবশ্যই থাকবে। ডিজিটাল কনটেন্ট এ স্মার্ট আর্ট ব্যবহার করে রাবীদের নামের ধারাবাহিকতা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা যায়। এনিমেশন ব্যবহার করে আরো চমৎকারভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা যায়। প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি সম্বলিত একটি স্লাইড প্রদর্শনের পর শিক্ষার্থীরা কী দেখতে পাচ্ছে তাদের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। চিহ্নিত বিষয়গুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বারা বোর্ডে কাজ করানো যায়, মাইণ্ডম্যাপ, তালিকা বা টেবিল প্রস্তুত, একক ও দলগত কাজ করতে বলা যায়। পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুটি এরূপ আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা যায়। বিষয়-সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য স্লাইড দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা দলীয় কাজের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করানো যায়। স্লাইডে প্রদর্শিত ছবির বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের অনুসন্ধিৎসু করা যায় এবং অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

ডিজিটাল চার্ট ব্যবহার করে হাদিস শিক্ষাদান করা যায়। কোন বিষয়ের শাখা-প্রশাখা বা তার শাখা-প্রশাখা বুঝানোর জন্য Tree Chart ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজনে প্রবাহ চার্ট ও পরিসংখ্যান চার্ট ব্যবহার করা যাবে।

অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার

- **মডেল:** অনেক সময় হাদিসে উল্লিখিত এমন অনেক বিষয় থাকে যা বুঝানো কঠিন হয়ে যায় তখন ঐ বিষয়ের ওপর হাতে বা অন্য কোনভাবে তৈরি করা মডেল প্রদর্শন করে পাঠদান করা যেতে পারে।
- **ম্যাপ বা মানচিত্র:** হাদিস শিক্ষাদানের সময় যদি কোন ঐতিহাসিক স্থান, কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার স্থান বা স্থানের বিশেষ কিছু বুঝানোর জন্য মানচিত্র, গ্লোব ব্যবহার করতে পারেন, যা এখন বাজার থেকে খুব কম মূল্যে সংরক্ষণ করা যায়।
- **নকশা:** নকশা ছবি নয় কিন্তু ছবির মতন। বিষয়টিকে সরাসরি না দেখিয়ে আকৃতি দেখিয়ে ধারণা প্রদান করা। বিষয়টিকে হাই-লাইটস্ করার জন্য রঙ্গিন কাগজ কেটে বা কালার পেন্সিল/কলম ব্যবহার করে করা যেতে পারে।

আল-হাদিস শিক্ষাদানে আরো কিছু উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাকে আমরা শিল্পজ শিক্ষা উপকরণ বলে থাকি। যেমন– বই, খাতা, কলম, বোর্ড, মার্কার, পোস্টার, টেবিল, চেয়ার, দৃশ্যাবলি, মনোগ্রাম ইত্যাদি।

আল-হাদিস শিক্ষণে কর্ম-সম্পাদনমূলক বাস্তবভিত্তিক উপকরণের ব্যবহার–

হাদিস শিক্ষণে যদি বিষয়ের সাথে মিলে যায়, যার জ্ঞান সরাসরি বাস্তবতা থেকে নেয়া যায় বা প্রাক্টিক্যালি দেখে জ্ঞান অর্জন করা যায় অর্থ্যাৎ প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে বাস্তব পরিবেশে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দেওয়া। যেমন– দর্শনীয় স্থান, বস্তু, যাদুঘর, খামার ইত্যাদি।

এর ভেতরে আরো কিছু বিষয় যুক্ত করা যেতে পারে যেগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। যেমন– হাদিস পর্যালোচনার জন্য সংগঠন করা, হাদিস ধারন করার ক্ষেত্রে যাদের দুর্বলতা আছে তাদের দুর্বলতা দূর করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সংশ্লিষ্ট পাঠের বিষয় বস্তু ও শিখনফল প্রশিক্ষণার্থীরা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণি পাঠদান করা হলে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন ভালোভাবে হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা আনন্দ পায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে আনন্দ পায় এবং ভালভাবে শেখার আগ্রহ পায়।

সর্বোপরি একজন শিক্ষককে সচেতন ও বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে যাতে তিনি বুঝতে পারেন পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা যাবে এবং ক্লাস প্রাণবন্ত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রাক্টিক্যালি বা বাস্তবতা থেকে জ্ঞান অর্জন করা যায় কোন উপকরণের মাধ্যমে?
ক. দর্শনীয় স্থান
খ. খামার
গ. যাদুঘর
ঘ. উপরের সবগুলো

২. আল-হাদিস শিক্ষাদানে কোনটি ডিজিটাল?
ক. হোয়াইট বোর্ড
খ. গ্লোব
গ. ভিডিও
ঘ. মার্কার

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২.গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আল-হাদিস শিক্ষাদানের দু'টি উপকরণের ব্যবহারবিধি বর্ণনা করুন।
২. আল-হাদিস শিক্ষাদানে ব্যবহৃত সম্ভাব্য উপকরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে আল-হাদিস শিক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. শিক্ষা উপকরণ কীভাবে হাদিস শিক্ষাদানকে আনন্দদায়ক ও প্রাণবন্ত করে তা বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৫.৩: শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উপকরণ উন্নয়নের ধারণা বলতে পারবেন;
- উপকরণের উন্নয়নের ডিজাইন বর্ণনা করতে পারবেন;
- উপকরণ তৈরির পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন: বিবেচ্য বিষয়সমূহ

শিক্ষা উপকরণ বলতে শিক্ষাকার্যে ব্যবহৃত এমন কিছু বস্তু, দ্রব্য ও সামগ্রীকে বুঝায় যেগুলো শ্রেণিকক্ষে উপযুক্তরূপে ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়, শিক্ষাদান কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয়টি সহজ-সরলভাবে তুলে ধরা যায়। কিন্তু উপকরণ পাঠদানকে সহজ করলে ও উপকরণ তৈরি, কাঁচামাল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর ডিজাইন করা মোটেও সহজ কাজ নয়। এর জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন।

মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের (যেমন- বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফিকহ, আকাইদ ও বিজ্ঞানসহ) বিভিন্ন ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই বিভিন্ন ধরনের উপকরণের উদ্ভাবন করাও একটি বড় সমস্যা। তাই এ সকল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ সহায়ক উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করতে হলে এমন ধরনের উপকরণ উদ্ভাবন করা আবশ্যক যাতে ব্যয় অত্যন্ত কম, তৈরি করা কম পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং ব্যবহার করাও সহজ।

উপকরণ উন্নয়নের সময় যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ্য করা হলো–

- উপকরণ ব্যবহার করার সময় লক্ষ রাখতে হবে কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা তৈরি করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ধারণ ক্ষমতা, শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ, শিক্ষার্থীদের বয়সে ও পূর্ব জ্ঞানের অবস্থায় ইত্যাদি বিষয়।
- শিক্ষক নিজেই উপকরণ তৈরি করতে পারবেন, নাকি শিক্ষার্থী, অভিভাবক কিংবা বিষয় বিশেষজ্ঞের কারিগরি সহযোগিতা প্রয়োজনীয়তা আগেই ভেবে দেখতে হবে।
- উপকরণটি কতদিন ব্যবহারযোগ্য থাকবে তা পূর্বেই নির্ণয় করে দেখতে হবে।
- তৈরির পরে এর ব্যবহারের স্থায়িত্ব বাড়ানোর সুযোগ রাখা যায় কিনা সেটাও বিবেচনায় রাখতে হবে।
- বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানে একই উপকরণ ব্যবহার করা যায় কিনা।
- হাতের দ্বারা অথবা স্বল্প মূল্যের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম সময়ে তৈরি করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা।
- পাঠের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো যায় এমনভাবে উপকরণ এর উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- শিক্ষা উপকরণটির অবয়ব শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের উপযোগী কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

স্থানীয়ভাবে যে সকল কাঁচামাল পাওয়া যায়, তা দিয়ে ভালোভাবে গুরুত্ব সহকারে পরিকল্পনা করেই শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা উচিত। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এটি যেন বাস্তবের পদে যায় এবং তা যেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যবহারের উপযোগী হয়। অবস্থার প্রেক্ষিতে একে কীভাবে আরও উন্নত করা যায় তার ব্যবস্থা করে রাখা যেতে পারে।

পাঠদানের জন্য সহজভাবে তৈরি করা যায় যে সকল শিক্ষা উপকরণ তা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন–

- পরিবেশ থেকে সংগৃহীত বাস্তব জিনিস;

- মডেল;
- মানচিত্র ও আকৃতি;
- চার্ট ও ছবি ইত্যাদি।

আমাদের আশ-পাশের পরিবেশের দিকে যদি আমরা একটু তাকাই তাহলে অতি সহজেই আমরা শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন সাধন করতে পারি। এমন কিছু জিনিসপত্র সব সময়ই পাওয়া যায় যা শিক্ষক নিজে কিংবা শিক্ষার্থীদের দিয়ে তৈরি করিয়ে আরবি, আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ের পাঠদান করতে পারেন। বিশেষ করে আইসিটি বিষয়ক উপকরণগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেননা আইসিটিতে কিছু দিন পরপর নতুনত্বের আগমন ঘটে থাকে, যে সকল বিষয় নতুনত্ব আসে সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। যেমন আমরা রিমোট দিয়ে প্রজেক্টর ও স্লাইড পাওয়ার পয়েন্ট চেঞ্জারের কাজ করে থাকি, এখন "আইটি" প্রযুক্তি আসার কারণে একই কাজ আমরা মোবাইল দিয়ে করতে পারি।

বৃহৎ অনলাইন কোর্সগুলোতে প্রযুক্তিগত উপকরণ এবং মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা বিষয়ক প্রযুক্তি, যা যোগাযোগের জ্ঞান, এ উন্নয়ন এবং পরিবর্তনে সাহায্য করে।

দামি উপকরণগুলোর উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, এটা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতার ওপর। আর্থিক সক্ষমতা ভালো থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব আর তা না হলে দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে।

কারিকুলাম ও বিষয়ের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে শিক্ষা উপকরণেরও উন্নয়ন ঘটে থাকে। উপকরণের পরিবর্তন-পরিবর্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময় এবং যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে এর ও উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উপকরণ উন্নয়নের সময় বিবেচনায় রাখতে হবে–
ক. স্বল্প মূল্যের হতে হবে
খ. কম সময়ে তৈরি করা যায়
গ. ব্যবহারের স্থায়িত্ব বাড়ানোর সুযোগ থাকবে
ঘ. উপরের সবগুলোই

২. উপকরণ উদ্ভাবনের সময় কোন বিষয়টির দিক খেয়াল রাখতে হবে?
ক. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের দিকে
খ. শিক্ষার্থীদের ধারণ ক্ষমতার দিকে
গ. দৈহিক গঠনের দিকে
ঘ. দৃষ্টিভঙ্গির দিকে

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উপকরণ উন্নয়ন বলতে কী বোঝেন? লিখুন।
২. উপকরণ উন্নয়নের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ তৈরির পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করুন।
২. আমাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে কীভাবে সহজে উপকরণ উদ্ভাবন করা যায়, তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৫.৪: শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যোগসূত্র স্থাপন;
- শিক্ষা উপকরণের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি অতি পরিচিত শব্দ। সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে ততই-এর প্রসার এবং ব্যবহার বেড়েই চলেছে। বলা যায়, বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগ। এমন কোন দিক নাই যেখানে এর ছোঁয়া লাগেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমান সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। সুতারং শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ এগুলোর সাথে তথ্য প্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে। উপকরণের সাথে যখন প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটে তখন শিক্ষণ-শিখন বিষয়টা আরো আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হয়।

তথ্য প্রযুক্তি কী?

তথ্যের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে Information's। তথ্য হল প্রক্রিয়াকৃত ডেটা বা উপাত্ত যা সুসংগঠিত, সহজবোধ্য, কার্যকর এবং সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে। ডেটা প্রক্রিয়াকরণের পরে ইনফরমেশনের রূপান্তরিত হয়। যেমন কোন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর হল ডটো আর তার প্রগ্রেস রিপোর্ট হচ্ছে ইনফরমেশন বা তথ্য। ডেটাকে প্রসেস করে ইনফরমেশন পাওয়া যায়। ইনফরমেশন আউটপুট স্বরূপ। ইনফরমেশন স্বয়ং সম্পুর্ণ নয়, তাকে ডেটার ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। তথ্য সংগ্রহ, এর সত্যতা ও বৈধতা যাচাই, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ, পরিবহন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি। এক কথায়, তথ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে বলা হয় তথ্যপ্রযুক্তি।

তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় যে সকল বিষয়গুলো আছে, তথ্য সংগ্রহ, প্রসেস, ডিস্ট্রিবিউশন, সব ধরনের নেটওয়ার্ক, ডটো কম্প্রেস ধারণা, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম ইত্যাদি।

যোগাযোগ প্রযুক্তি কী?

যোগাযোগ প্রযুক্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Communication Technology। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডেটা বা উপাত্ত আদান-প্রদানের জন্য অর্থ্যাৎ ডেটাকমিউনিকেশন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলে।

অন্যভাবে বললে তথ্য পরিবহনের জন্য মাধ্যম হিসাবে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তাকেই Communication Technology বা যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা হয়।

সুতরাং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পার্কে এক সাথে বললে বলা যায়, যে কোন প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন এবং বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত সকল ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপাদানসমূহ–

- উৎস (Source);
- প্রেরক (Transmitter);
- মাধ্যম (Medium);
- প্রাপক (Receiver);
- গন্তব্য (Destination)।

শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

শিক্ষণ-শিখন (Teaching-Learning): কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে আইসিটি (ICT)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায়, যা গতানুগতিক শিক্ষা উপকরণের চেয়ে যথেষ্ট কার্যকর। শিক্ষকগণ ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে সফলভাবে শ্রেণিতে পাঠদান করতে পারেন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www) এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষ ও পাঠ্যপুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে। আবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (যেমন: প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক) জন্য বিভিন্ন Computer Assisted Learning (CAL) ও Computer Assisted Instruction (CAI) সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করা যায়। ফলে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

শিক্ষা উপকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যে ছোঁয়া লেগেছে তার গভীরতা অনেক। এই যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনো ধরনের ডিজিটাল উপকরণ প্রস্তুত করে শ্রেণিকক্ষকে প্রাঞ্জল করে টিচিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। বলা যায়, ডিজিটাল কনটেন্ট এর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সকল সংস্পর্শ রয়েছে।

শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে বিষয়গুলো খুব বেশি ভূমিকা পালন করছে তা হচ্ছে–

Radio, Smart Television, Star Board, Video, Cassette/Tape, CD/DVD, Telephone (both fixed line and mobile phones), Computer, Multimedia Projector, Internet, Satellite system ইত্যাদি।

এ সকল মাধ্যম ব্যবহার করে উপকরণ সংগ্রহ করা, জমা করা, স্থানান্তরিত করা, ব্যবহার করা, প্রদর্শন করা বা উপকরণ তৈরি করা যায়। সুতরাং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে শিক্ষা উপকরণের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা অনস্বীকার্য।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল কনটেন্ট, সিডি, ডিভিডি, টেলিভিশন, রেডিও, ক্যাসেট, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়কে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা, যাতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সহজ, আনন্দদায়ক ও কার্যকর হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ও শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার খুব ভালোভাবেই শুরু করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. Information শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী?
ক. তথ্য
খ. উপাত্ত
গ. মাধ্যম
ঘ. প্রক্রিয়া

২. নিচের কোন বিষয়টি যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে?
ক. গ্লোব
খ. ইন্টারনেট
গ. টেলিভিশন
ঘ. ডিভিডি

৩. নিচের কোনটি তথ্যের বৈশিষ্ট্য
ক. তথ্য ক্ষুদ্র হবে
খ. তথ্য পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করে
গ. তথ্য কারো ওপর নির্ভরশীল নয়
ঘ. সবগুলো সঠিক

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তথ্যের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দিন।
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পার্থক্য উদাহরণসহ নির্ণয় করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে সম্পর্ক রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখ করুন।
৩. যোগাযোগ প্রযুক্তির তিনটি আইটেমের ব্যবহার বর্ণনা করুন।

পাঠ ৫.৫: শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উপকরণ সংগ্রহ করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ বলতে শিক্ষাকার্যে ব্যবহৃত এমন কিছু বস্তু, দ্রব্য ও সামগ্রীকে বুঝায় যেগুলো শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত রূপে ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়, শিক্ষাদান কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয়টি সহজভাবে তুলে ধরা যায়। সুতারাং পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ

পাঠদানের ক্ষেত্রে উপকরণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিভাবে কোন পাঠের জন্য কোন উপকরণ প্রয়োজন এবং তা সংগ্রহ করার বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে অনেক সময় উপকরণ সংগ্রহের বিষয়টি ভাবতে হয়। বিদ্যুৎ না থাকলে অনেক সময় অনেক ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা যায় না। এ সকল সমস্যার কারণে পাঠ সহায়ক উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষককে উৎসাহিত করতে হলে এমন ধরনের উপকরণ খুজে বের করা দরকার যার ব্যয় অত্যন্ত কম, সংগ্রহ করা সহজ এবং তৈরি করতে ও পরিশ্রম কম লাগে। উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রাখতে হবে তা নিম্নরূপ–

- পাঠের বিষয় বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।
- উপকরণ দামী হওয়া জরুরি নয়।
- নাগালের মধ্যে স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করা।
- হস্তনির্মিত উপকরণ সংগ্রহে শিক্ষককে বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত।
- শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে আশেপাশের পরিবেশ হতে সহজে পাওয়া যায় এমন সামগ্রী দিয়ে ও উপকরণ তৈরি করা যায়।
- উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ ক্ষমতা ও আগ্রহকে বিবেচনায় নিতে হবে।
- পরিচিত পরিবেশ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা ভালো।

শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার

শিক্ষা উপকরণের নিজস্ব কোন শক্তি নাই। নিষ্ঠাবান শিক্ষকের নৈপুণ্য, বৈদগ্ধ ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগই উপকরণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শিক্ষা উপকরণ যতই দামি হোক না কেন, সঠিক ব্যবহারের নিয়ম অনুসরণ না করলে তা পাঠদানে বিঘ্ন ঘটায়। নিম্নে উপকরণ ব্যবহারের কিছু নিয়ম তুলে ধরা হলো:

- শিক্ষা উপকরণ এমন হওয়া উচিত যা শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল করে তোলে।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মাথা খাটানোর সুযোগ থাকে।

- উপকরণে ব্যবহৃত ভাষা ও লেখা সহজ সরল ও স্পষ্ট হতে হবে।
- উপকরণ ব্যবহারের পূর্বেই শিক্ষককে ব্যবহার কৌশল ভালোভাবে জানতে হাবে।
- পাঠসংশ্লিষ্ট নমুনা, মডেল, চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- উপকরণ ব্যবহারের আগেই ব্যবহারিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- বাস্তব উপকরণ ও ত্রুটিহীন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- পাঠের সাথে সংগতি রেখে উপকরণের ধারাবাহিক ব্যবহার করতে হবে।
- এমনভাবে উপকরণ ব্যবহার করতে হবে যাতে করে শ্রেণিতে অবস্থানরত সকল শিক্ষার্থী দেখতে পারে।
- উপকরণের ব্যবহার শেষ হলে তা শিক্ষার্থীর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হবে।
- উপকরণ ব্যবহারের সফলতা আচরণিক মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে।
- শ্রেণিতে কেন ও কোন উদ্দেশ্যে উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা যাচাই করা উচিত।
- শিক্ষক উপকরণ ব্যবহারের কারণ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজে অবহিত থাকবেন।
- উপকরণ ব্যবহারের ফলে উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন হয়েছে তা পরখ করবে।

শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ

শিক্ষা উপকরণ মূলত তৈরি করা হয় ব্যবহারের নিমিত্তে। যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে এগুলো নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং উপকরণ ব্যবহারের পরে তা সংরক্ষণ করে রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ফলে উপকরণ বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করা যাবে। উপকরণের প্রাথমিক কোনো ক্ষতি হলে তার সমাধান শিক্ষককে জানতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপকরণ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষককে নিজের দায়িত্বে সংরক্ষণ করতে হবে।

নিম্নে উপকরণ সংরক্ষণের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল:

- উপকরণ সংরক্ষণের জন্য আলাদা কক্ষ ব্যবহার করা উচিত।
- ব্যবহারের পরে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ঝুলিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- যথানিয়মে সংরক্ষণের জন্য রেজিস্ট্রার চালু করা যেতে পারে।
- ব্যবহারের পরে পরিষ্কার করতে হবে এবং সাজিয়ে রাখতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ পাঠদানের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তা সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং উপকরণ সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উপকরণ সংগ্রহের কোন বিষয়টি জরুরি
ক. উপকরণ নাগালের মধ্যে থাকবে
খ. পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রাখা
গ. উপকরণ দামী হওয়া
ঘ. হস্তনির্মিত উপকরণ

২. উপকরণ ব্যবহারের সময় নিম্নের কোনটির গুরুত্ব বেশি?
ক. বাস্তব উপকরণের
খ. কর্মভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ
গ. পঠনযোগ্য শিক্ষা উপকরণ
ঘ. উপরে উল্লিখিত সবগুলো

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের পাঁচটি দিক উল্লেখ করুন।
২. উপকরণ সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন।
২. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট ৬: আল-হাদিস বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা

ভূমিকা

কোনো কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন একটি সঠিক পরিকল্পনা। পরিকল্পনাহীন কাজ কখনো সুন্দর ও মানসম্পন্ন হয় না। যে কোনো কাজের যদি যথাযথ পরিকল্পনা করা যায়, তাহলে তা অনেক সহজে ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়। এজন্যই বলা হয়– Proper Planning is 50% Achievement. শিক্ষকের জন্য পাঠদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই পাঠদান কার্যক্রম যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তাহলে তা সুন্দর ও মান সম্পন্ন হবে। প্রতিটি পাঠ শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হবে। শিক্ষার লক্ষ অর্জন সহজ হবে।

মাদরাসা শিক্ষায় দাখিল স্তরে আল-হাদিস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে পাঠদান করার ক্ষেত্রে যদি শিক্ষকগণ সঠিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুসরণ করেন, তাহলে এ বিষয়ে পাঠদান অনেক সুন্দর ও মানসম্পন্ন হবে। এ ইউনিটে আমরা হাদিস বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক দিক ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করবো। এ ইউনিটে মোট ০৫টি পাঠ থাকবে।

পাঠ ৬.১	:	শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল
পাঠ ৬.২	:	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও উপাদানসমূহ
পাঠ ৬.৩	:	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল
পাঠ ৬.৪	:	পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার
পাঠ ৬.৫	:	পাঠ পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

পাঠ ৬.১: শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিখনফলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখনফল নির্বাচনের মূলভিত্তি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিখনফল বিন্যাসের বিবেচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখনফল লেখার নিয়ম ও কৌশল শনাক্ত করতে পারবেন;
- শিখনফল লেখার সঠিক ক্রিয়াপদ চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিখনফলের ধারণা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে 'শিখনফল' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী শিখবে, কেন শিখব? তারা কী ধরনের জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill) ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে এবং তাদের আচরণের কী ধরনের পরিবর্তন হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বিবরণ বা বিবৃতিই হলো উক্ত পাঠের 'শিখনফল'। কোন বিষয় পাঠদান করার পূর্বে ঐ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী শিখতে পারবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কোন শিক্ষক যদি না জানেন যে এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে বা কী অর্জন করবে, তা হলে উক্ত শিক্ষক এই বিষয়ে মানসম্পন্নভাবে পাঠদান করতে পারবেন না। তাই প্রত্যেক শিক্ষকের শিখনফল সম্পর্কে ধারণা এবং প্রতিটি পাঠের শিখনফল জানা থাকা প্রয়োজন।

শিখনফল পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য। শিখনফল নির্বাচনের মূল ভিত্তি হচ্ছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শিক্ষাক্রমের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। তাই উক্ত বিষয়ে শিখনফলও শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হবে। শিখনফলে শিক্ষার্থীর আচরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য সুস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকে। শিখনফলের অনুসরণেই শিখন কার্যাবলি নির্বাচন করা হয়। তাই শিখনফল নির্বাচন যত নিখুঁত, সুনির্দিষ্ট ও লক্ষাভিসারী হবে, শিখন কার্যাবলী ও তত সুন্দর ও মানসম্পন্ন হবে।

শিখনফল নির্বাচনের মূলভিত্তি

শিখনফল নির্বাচনের মূলভিত্তি হচ্ছে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই কোন পাঠের শিখনফল নির্বাচনের জন্য পূর্ববর্তী বিবেচ্য বিষয় হলো উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নির্বাচিত হয় লক্ষ্যের আলোকে। উদ্দেশ্য আবার তিন ধরনের; যথা–

১. সাধারণ উদ্দেশ্য;
২. বিশেষ উদ্দেশ্য;
৩. আচরণিক উদ্দেশ্য।

বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়– কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষকে ভেঙ্গে পাওয়া যায় কতগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য। কোন সাধারণ উদ্দেশ্যকে বিভাজন করে পাওয়া যায় এক বা একাধিক বিশেষ উদ্দেশ্য। বিশেষ উদ্দেশ্যকে তার ক্রিয়ামূলক অংশে (Action Verb) ব্যবহার করে তাকে আচরণিক উদ্দেশ্যে রূপান্তর করা যায়। বস্তুত এই আচরণিক উদ্দেশ্যেরই নামান্তর হচ্ছে শিখনফল ও শিখনযোগ্যতা; যা মূলত শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর

ভিত্তি করেই নির্বাচিত হয়ে থাকে। কারণ প্রতিটি পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতঅর্থে শিক্ষাক্রমের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অংশ বিশেষ অর্জন করে থাকে। তাই যে কোন পাঠের শিখনফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নবর্ণিত দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে–

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ;
- পাঠের সাধারণ উদ্দেশ্য;
- পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্য;
- পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য;
- শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য;
- সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা;
- পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃতি;
- সংশ্লিষ্ট পাঠের প্রকৃতি;
- পরবর্তী শিখনের জন্য আবশ্যকতা;
- শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতা;
- শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি;
- কার্য-সম্পাদনের সুযোগ-সুবিধা;
- উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা;
- অর্জন যোগত্যা;
- সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা।

শিখনফল লেখার নিয়ম ও কৌশল

শিখনফল লেখার কোন সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম ও কৌশল নেই। শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি, বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রায়োগিক বাস্তবতা ইত্যাদি কারণে শিখনফলে পার্থক্য হতে পারে। তবে যে কোন বিষয়ের শিখনফল লেখার সময় অবশ্যই শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা শিক্ষার্থীদের জন্যই শিখন কার্যক্রম। তাই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য কী কাজ সম্পাদন করতে পারবে, শিখনফলের মধ্যে তার সুস্পষ্ট বিবৃতি থাকবে।

শিখনফলকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানত-এর তিনটি অংশ বা উপাদান পাওয়া যায়।

১. **আচরণ:** পাঠ ও শিখন কার্যাবলি শেষে শিক্ষার্থী তার অর্জিতযোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য কী করতে পারবে- শিখনফলে তার সুস্পষ্টতা থাকবে।
২. **শর্ত:** যেসব শর্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর ঐ পূর্ব নির্ধারিত আচরণের পরিবর্তন ঘটবে– শিখনফলে তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
৩. **মানদণ্ড:** শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতা যাচাইয়ের জন্য একটি ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড শিখনফলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সাধারণত শিখনফল লেখার বাক্য বা বিবৃতিতে দু'টি অংশ থাকে।

১. বিষয়বস্তুমূলক অংশ;
২. ক্রিয়ামূলক অংশ।

বিষয় বস্তুমূলক অংশটি হয় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে কোন একটি দিক ভিত্তি করে। আর ক্রিয়ামূলক অংশটি হয় পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। এজন্য শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে ক্রিয়ামূলক অংশে পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য অভিব্যক্তি প্রকাশ করে– এ ধরনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হয়।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে শিখনফল নির্বাচন করা হয়। তাই শিখনফল নির্বাচন ও লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাকে কতগুলো মৌলিক বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমন– শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, পাঠের সাধারণ উদ্দেশ্য, পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্য, পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য, সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা, পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃতি, সংশ্লিষ্ট পাঠের প্রকৃতি, পরবর্তী শিখনের জন্য আবশ্যকতা, শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতা, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি, কার্য-সম্পাদনের সুযোগ-সুবিধা, উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা, অর্জনযোগত্যা, সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে শিখনফল অবশ্যই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে।

শিখনফল লেখার ভাষা ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার

শিখনফল লেখার ভাষা অবশ্যই স্পষ্ট হবে। শিখনফলে কোন অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা যেন না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। শিখনফল লেখার সময় শুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে এবং অশুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার সযত্নে পরিহার করতে হবে।

কতিপয় শুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ, যা শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে:

বলতে পারবে	ভাগ করতে পারবে
লিখতে পারবে	বর্ণনা করতে পারবে
উল্লেখ করতে পারবে	ব্যাখ্যা করতে পারবে
সাজাতে পারবে	তুলনা করতে পারবে
নির্ণয় করতে পারবে	আলোচনা করতে পারবে
সংশোধন করতে পারবে	চিহ্নিত করতে পারবে
দেখাতে পারবে	অঙ্কন করতে পারবে
উদাহরণ দিতে পারবে	পার্থক্য করতে পারবে
সংজ্ঞা দিতে পারবে	পৃথক করতে পারবে
শনাক্ত করতে পারবে	তৈরি করতে পারবে
নির্দেশ দিতে পারবে	ব্যবহার করতে পারবে
আলাদা করতে পারবে	বিন্যাস করতে পারবে
যুক্তি দিতে পারবে	চিত্রায়িত করতে পারবে
গঠন করতে পারবে	পাঠ করতে পারবে
সিদ্ধান্ত নিতে পারবে	মিলাতে পারবে
শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে	প্রকাশ করতে পারবে
নির্বাচন করতে পারবে	প্রদর্শন করতে পারবে
মূল্যায়ন করতে পারবে	হিসাব করতে পারবে
যোগ করতে পারবে	গণনা করতে পারবে
বিয়োগ করতে পারবে	বিশ্লেষণ করতে পারবে
গুণ করতে পারবে	

কতিপয় অশুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ, যা শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:

জানতে পারবে	বুঝতে পারবে
অনুভব করবে	মনোযোগ দিতে পারবে
ধারণা পাবে	অর্জন করবে
অনুমান করবে	উপলব্ধি করবে
অনুধাবন করবে	বোধ করবে
ধারণা করবে	শিখতে পারবে
চিন্তা করতে পারবে	উপভোগ করবে

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিখনফলের ধারণা ও প্রণয়ণ কৌশল সংক্রান্ত ওপরের আলোচনার আলোকে নিচের হাদিসটি পাঠের জন্য পাঁচটি শিখনফল লিখুন।

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

১. ....
২. ....
৩. ....
৪. ....
৫. ....

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিখনফল নির্বাচনের ভিত্তি কী?
ক. পাঠ্যপুস্তক
খ. শিক্ষার্থীর মেধা
গ. শিক্ষকের যোগ্যতা
ঘ. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

২. শিখনফল লেখার ক্রিয়ামূলক অংশটি কেমন হওয়া উচিত?
ক. সাধু ভাষায়
খ. চলিত ভাষায়
গ. শুদ্ধ আচরণিক
ঘ. অনুধাবনমূলক

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখন কার্যাবলি কিসের অনুসরণে নির্বাচন করা হয়?
২. শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য কয় ধরনের ও কী কী?
৩. শিখনফল লেখার বাক্যে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে ও তা কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিখনফল কী? কোনো বিষয় পাঠদানের পূর্বে শিখনফল নির্বাচনের গুরুত্ব যুক্তিসহ বর্ণনা করুন।
২. শিখনফল নির্বাচনের সময় কোন কোন বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হয় এবং কেনো?
৩. শিখনফল লেখার নিয়ম ও কৌশল বর্ণনা করুন।
৪. শিখনফল লেখার ভাষা ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত? উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.২: পাঠ পরিকল্পনার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার সোপানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনার ধারণা

কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও শিক্ষণ কার্যক্রমও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও মান সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজন পাঠ পরিকল্পনার। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য শিক্ষক যে প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, এর বিজ্ঞানসম্মত লিখিত রূপকে পাঠ পরিকল্পনা বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট ছকে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। এই পাঠটির সাধারণ উদ্দেশ্য কী, বিশেষ উদ্দেশ্য কী, আচরণিক উদ্দেশ্য কী, পাঠটি কিভাবে পরিচালিত হবে, শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ, সময় বণ্টন, উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুই পাঠ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। দাখিল স্তরে হাদিস বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়ে যথাযথভাবে পাঠদান করতে হলে প্রয়োজন সঠিক ও সুন্দর পাঠ পরিকল্পনা। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ফলপ্রসূ হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। সুতরাং শ্রেণি কার্যক্রমকে ত্রুটিমুক্ত ও ফলপ্রসূ করতে পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যথাযথ ও সঠিক পাঠ পরিকল্পনা একদিকে যেমন শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে; অপরদিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে সুসম্পর্ক এবং শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে করে তোলে আকর্ষণীয়, আনন্দঘন ও বৈচিত্র্যময়।

পাঠ পরিকল্পনার সোপানসমূহ

শিক্ষা বিজ্ঞানে সাধারণত শিক্ষা বিজ্ঞানী হার্বার্ট এর পঞ্চ সোপানের উপরভিত্তি করে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। সোপানগুলো নিম্নরূপঃ

১. প্রস্তুতি (Preparation);
২. উপস্থাপন (Presentation);
৩. তুলনাকরণ (Comparison);
৪. সূত্র গঠন (Generalisation);
৫. প্রয়োগ (Application)।

তবে বর্তমানে হার্বাটের পঞ্চসোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে পরিবর্তিত করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সোপান তিনটি হলো–

১. প্রস্তুতি (Preparation);
২. উপস্থাপন (Presentation);
৩. প্রয়োগ (Application)।

আবার মূল তিনটি সোপান বা ধাপকে নানা উপধাপে বিভক্ত করা হয়। যেগুলো বিষয়, ক্ষেত্র ও পরিসর ভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সুতরাং পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। তাই প্রত্যেক শিক্ষককে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে মেধা খাটিয়ে চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ধীর স্থিরভাবে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পাঠদান অত্যন্ত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ একটি কাজ। পাঠ পরিকল্পনা না থাকলে এ দায়িত্ব সঠিক, সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করা সম্ভব হবে না। মানসম্পন্ন পাঠ পরিকল্পনা না থাকলে পাঠদান লক্ষভ্রষ্ট হয়। শ্রেণি শিক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করতে এবং মানসম্পন্ন পাঠদান নিশ্চিত করতে তাই পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন। যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে পাঠদানে সহায়তা করে এবং প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বনে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগী, সক্রিয় ও সুশৃঙ্খল করার জন্য পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। সুচিন্তিত পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই পাঠকে করে তোলে আনন্দদায়ক ও বৈচিত্র্যময়। পাঠ পরিকল্পনা থাকলে শিক্ষক অত্যন্ত আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে পাঠদান করতে পারেন। পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠদান করা যায়। পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদান করলে শিখনফল অর্জন সহজ হয়। শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির জন্য মানসম্পন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন। পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা সবিশেষ উপকৃত হয়। কারণ শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয় কীভাবে পাঠদান করা হবে, পাঠ পরিকল্পনায় তার কৌশল উল্লেখ করা হয়। শিক্ষাদানকে কীভাবে সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা বিবেচনা করা হয়। একটি নির্দিষ্ট পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী কী শিখন ফল অর্জন করবে, এই বিষয়টি সঠিকভাবে পাঠদান করতে হলে কী কী উপকরণ প্রয়োজন, পাঠদান কার্যক্রমে শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হবে, পাঠের ফলাবর্তন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কী হবে ইত্যাদি বিষয় একটি পাঠ পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। ফলে পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষাদান কার্যক্রমকে সহজ, আকর্ষণীয় ও মানসম্পন্ন করে তোলা। তাই শ্রেণি শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ

মানসম্পন্ন পাঠদানের জন্য প্রয়োজন সঠিক পাঠ পরিকল্পনা। প্রত্যেক শিক্ষককে শিখন-শেখানো কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হলে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে একটি পরিকল্পনা করতে হয়। যার লিখিত রূপই হলো পাঠ পরিকল্পনা। তবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ পরিকল্পনার কোন সার্বজনীন রূপরেখা নেই। শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি, বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রায়োগিক বাস্তবতা ইত্যাদি কারণে পাঠ পরিকল্পনার উপাদানে কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। সাধারণত একটি সুন্দর ও আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার কতগুলো মূল উপাদান থাকে। সে গুলো হলো–

১. **পরিচিতি:** পাঠ পরিকল্পনার শুরুতেই থাকে পরিচিতি। এটি একটি সাধারণ উপাদান; যা সকল শ্রেণির ও সকল বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই থাকে। এখানে দুই ধরনের তথ্য থাকে। একটি হলো সাধারণ পরিচিতি এবং অপরটি হলো পাঠ সংক্রান্ত পরিচিতি। এই অংশে সাধারণত নিম্নোক্ত তথ্যাবলি সন্নিবেশিত করা হয়।

- প্রতিষ্ঠানের নাম :
- শ্রেণি :
- শিক্ষকের নাম :
- শিক্ষার্থীর জেণ্ডার :
- শিক্ষার্থীর গড় বয়স :

- বিষয় :
- সাধারণ পাঠ :
- বিশেষ পাঠ :
- তারিখ :
- পিরিয়ড :
- সময় :

২. **শিখনফল:** একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় আজকের পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী কী কী শিখবে বা কী কী দক্ষতা অর্জন করবে, তা উল্লেখ থাকে। শিখনফল হচ্ছে শিখন প্রক্রিয়ার মূল ও প্রত্যাশিত বিষয়। পাঠ পরিকল্পনায় শিখনফল উল্লেখ থাকলে শিক্ষক সেই আলোকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে পারেন। শিখনফল জানা না থাকলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে শিক্ষাদান করতে ব্যর্থ হবেন।

৩. **উপকরণ:** আজকের বিষয়টি যথাযথভাবে পাঠদান করতে হলে কী কী উপকরণ লাগবে– একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় তা উল্লেখ থাকে। উপকরণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষণ ও শিখন উভয়ই ফলপ্রসূ করা যায়। উপকরণ প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে।

- **সাধারণ উপকরণ:** যা সকল শ্রেণি ও বিষয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়। যেমন– পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, মার্কার পেন, নির্দেশিকা কাঠি ইত্যাদি।
- **বিশেষ উপকরণ:** যা শ্রেণি ও বিষয়ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন– ছবি, ম্যাপ, গোলক, ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, স্ক্রীন, পেনড্রাইভ, অভিধান এবং বিজ্ঞান, কৃষি, কারিগরি, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ক বিভিন্ন উপকরণ। শিক্ষকের পাঠদানকে প্রাণবন্ত করতে এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও তাদেরকে কাজে নিয়োজিত রাখতে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক ও কার্যকর। সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিক্ষা সামগ্রী শিক্ষককে বাছাই ও সংগ্রহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে চাহিদা, বাস্তবতা ও উপকরণের লভ্যতা বিবেচনা করে উপকরণ নির্বাচন করা প্রয়োজন।

৪. **প্রস্তুতি:** শ্রেণিকক্ষে মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে শিক্ষককে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয়। সেগুলো পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে। তন্মধ্যে কতগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বের প্রস্তুতি। যেমন–

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জন;
- পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা;
- শিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুত করা।

আবার কতগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পরের প্রস্তুতি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠের পরিবেশ তৈরির জন্য শিক্ষক কী কী করবেন, তা পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ করবেন। যেমন–

- কুশল বিনিময় করা;
- প্রয়োজনে শ্রেণিবিন্যাস করা;
- বাড়ির কাজ সংগ্রহ করা;
- পূর্বের পাঠের সার-সংক্ষেপ পুনরালোচনা করা ইত্যাদি।

৫. **শিখন-শেখানো কার্যাবলি:** শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন-শেখানো কার্যাবলি কেমন হবে, শিক্ষক তা পাঠ পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করবেন। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হলো পাঠ পরিকল্পনার প্রধান অংশ। এখানে পাঠের বিষয়বস্তু বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে। শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত কাজের মাধ্যমে বিষয়বস্তু

উপস্থাপনের প্রক্রিয়া এখানে উল্লেখ থাকবে। এখানে শিক্ষকের কাজ কী হবে এবং শিক্ষার্থীদের কাজ কী হবে, তা আলাদা আলাদাভাবে বিবৃত হবে। এ পাঠে সহজ থেকে জটিল, জানা থেকে অজানা, সাধারণ উদাহরণ থেকে বিশেষ উদাহরণ ইত্যাদি ধারা অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিখনফলের চাহিদা মোতাবেক বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন খণ্ডাংশে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন কাজের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৬. **মূল্যায়ন:** পাঠ পরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদান হলো মূল্যায়ন। শ্রেণি কার্যক্রমে পাঠের কার্যকারিতা এ পাঠের সফলতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। এতে শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিরূপণের ব্যবস্থা থাকে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে– শিক্ষার্থী আসলে কী শিখেছে তা চিহ্নিত করা, শিক্ষার্থীদের শিখনের জটিলতা বা সমস্যা কী তা নিরূপণ করা এবং শিখন সম্পর্কিত ফলাবর্তন সংগ্রহ করা। মূল্যায়নের ফলাফলের মাধ্যমে পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনার জন্য তথ্য পাওয়া যায়। তাই একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ মূল্যায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত থাকে।

৬. **সমাপনী কার্যক্রম:** পাঠ পরিকল্পনার সর্বশেষ অংশে থাকবে সমাপনী কার্যক্রমের বিবরণ। এতে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম কীভাবে সমাপ্ত করবেন, তা উল্লেখ থাকবে। যেমন– বিশেষ কোন নির্দেশনা বা বাড়ির কাজ প্রদান, বোর্ড পরিষ্কার করা, উপকরণ গুছানো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সাধারণত কার পঞ্চ সোপানের ওপর ভিত্তি করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়?
ক. রবার্ট
খ. হার্বার্ট
গ. রিচার্ড
ঘ. লোনার্ড

২. 'বাড়ির কাজ প্রদান' পাঠ পরিকল্পনার কোন ধরনের উপাদান?
ক. শিখনফল
খ. শিখন-শেখানো
গ. মূল্যায়ন
ঘ. সমাপনী

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উপকরণ কী? উপকরণ কত প্রকার ও কী কী?
২. পাঠ পরিকল্পনায় প্রস্তুতি বলতে কী বোঝায়?
৩. পাঠ পরিকল্পনায় মূল্যায়ন-এর গুরুত্ব কতটুকু?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।
২. পাঠ পরিকল্পনার সোপানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.৩: পাঠ পরিকল্পার ধারণা ও প্রণয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ পরিকল্পনার শর্তসমূহ বলতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনার শর্তাবলি

মানসম্পন্ন পাঠদান নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন একটি মান সম্পন্ন ও সঠিক পাঠ পরিকল্পনা। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষদানকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষককে আগে থেকেই কিছু বিষয় চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, যার আলোকে তিনি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। এগুলো পাঠ পরিকল্পনার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠের যে বিশেষ অংশটি পাঠদান করবেন, তা নির্বাচন করা।
২. নির্দিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য নির্ধারিত অংশটি ভালভাবে অধ্যয়ন করা।
৩. নির্দিষ্ট বিষয়টি শেখানোর উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করা।
৪. পাঠের বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা।
৫. পাঠকে কার্যকর ও বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্য প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক উপকরণ নির্বাচন করা।
৬. পাঠদানের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৭. শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক সামর্থ্য বিবেচনা করে পাঠদানের সর্বাপেক্ষা উপযোগী পদ্ধতিটি নির্বাচন ও অনুসরণ করা।
৮. পাঠ পরিকল্পনা, অনুশীলন ও মূল্যায়নের কৌশলগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা।
৯. শিক্ষার্থীর বয়স, ধারণ ক্ষমতা ও শ্রেণি উপযোগী পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
১০. শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের দিকে লক্ষ রেখে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
১১. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিকল্পনা করা।
১২. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করা।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ণে অনুসরণীয় কৌশলসমূহ

পাঠদান কার্যক্রম একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে একে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা যায় না। বরং এ জন্য একটি সুচিন্তিত কর্ম-পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এর লিখিত ও সুবিন্যস্ত রূপই হলো পাঠ পরিকল্পনা। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাযথ ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের পঞ্চসোপান অনুসরণ করা হয়। উক্ত পাঁচটি সোপান হলো–

১. প্রস্তুতি বা আয়োজন;
২. উপস্থাপন;
৩. তুলনা;
৪. সূত্র গঠন;

৫. প্রয়োগ ও অভিযোজন।

বর্তমানে হার্বার্টের পঞ্চ সোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে রূপান্তরিত করে পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠটিকা প্রণয়ন করা হয়। এই তিনটি সোপান হলো:

১. আয়োজন;
২. উপস্থাপন;
৩. অভিযোজন।

হার্বার্টের পঞ্চ সোপানের তুলনা ও সূত্র গঠন– এই দুটি সোপানকে উপস্থাপন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রধানত হার্বার্টের পঞ্চসোপানকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারপর এগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় উপাদান সংযোজন করা হয়। একটি মানসম্পন্ন, আধুনিক ও আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিতে হবে।
২. নির্ধারিত পাঠের শিখনফল বিবেচনা করতে হবে।
৩. শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক সমর্থ বিবেচনা করতে হবে।
৪. শ্রেণি উপযোগী করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
৫. শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।
৬. নির্দিষ্ট পাঠের জন্য বরাদ্দকৃত সময় বা পিরিয়ডের ব্যাপ্তিকাল বিবেচনায় নিতে হবে।
৭. পাঠদান কালীন প্রাকৃতিক অবস্থা ও ঋতু বৈচিত্র্য বিবেচনায় রাখতে হবে।
৮. শিক্ষা সহায়ক উপকরণের প্রাপ্তি ও সহজলভ্যতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৯. বিভিন্ন প্রশ্ন ও উদাহরণ কোথায় কী ব্যবহৃত হবে পাঠ পরিকল্পনায় তা সন্নিবেশিত করতে হবে।
১০. শিখন শেখানোর বিভিন্ন পদ্ধতির কোথায় কোনটি প্রয়োগ করা হবে তা উল্লেখ থাকতে হবে।
১১. শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ গ্রহণে বা শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয় করার কৌশল পাঠ পরিকল্পনায় থাকতে হবে।
১২. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।
১৩. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে কুরআন-হাদিসের বক্তব্য, বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবদান, মনীষীদের বক্তব্য, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদি আমলে নিতে হবে।
১৪. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, জাতিসত্তা, ধর্মীয় অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে।
১৫. পাঠ পরিকল্পনার প্রধান ও মৌলিক স্তরসমূহ অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সেগুলো হলো–
    - পরিচিত;
    - উদ্দেশ্য/শিখনফল;
    - উপকরণ;
    - আয়োজন বা প্রস্তুতি;
    - পাঠ ঘোষণা;
    - উপস্থাপনা;
    - অভিযোজন;
    - মূল্যায়ন;
    - বাড়ির কাজ;

- সমাপনী।

১৬. পাঠ পরিকল্পনায় শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের ভূমিকা ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

১৭. এখানে দাখিল নবম শ্রেণির হাদিস বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা/পাঠটিকার একটি নমুনা ছক উপস্থাপন করা হলো।

১	সাধারণ তথ্য	মাদরাসা : .... শিক্ষক : .... শ্রেণি : .... বিষয় : .... সাধারণ পাঠ : .... বিশেষ পাঠ : .... তারিখ : .... সময় : ....
২	শিখনফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা– ১. .... পারবে ২. .... পারবে ৩. .... পারবে ৪. .... পারবে

	সোপান	কার্য-প্রণালি (শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত)	উপকরণ	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
৩	প্রস্তুতি	১. শুভেচ্ছা বিনিময় ২. বাড়ির কাজ আদায় ৩. পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক পরিবেশ তৈরি ৪. পাঠ ঘোষণা			
৪	উপস্থাপন	১. হাদিসটির সূত্র ও পরিচয় ২. বর্ণনাকারীর পরিচয় ৩. আদর্শ পাঠ ৪. সরব পাঠ ৫. শব্দার্থ ও তাহকিক ৬. ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ৭. শিক্ষণীয় বিষয়			
৫	মূল্যায়ন	১. শ্রেণির কাজ ২. বাড়ির কাজ			
৬	সমাপ্তি	১. পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা ২. ধন্যবাদ জ্ঞাপন			

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি পাঠ পরিকল্পনায় 'প্রস্তুতি' পর্বের কাজ?
ক. শুভেচ্ছা বিনিময়
খ. সরব পাঠ
গ. শ্রেণির কাজ
ঘ. ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

২. পাঠ পরিকল্পনায় 'ধন্যবাদ জ্ঞাপন' কোন পর্বের কাজ?
ক. প্রস্তুতি
খ. উপস্থাপন
গ. মূল্যায়ন
ঘ. সমাপ্তি

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনা ব্যতীত পাঠদান করলে কী হয়?
২. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীদের কোন কোন দিক বিবেচনায় রাখা উচিত?
৩. হার্বার্টের পঞ্চ সোপান কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনার শর্তসমূহ আলোচনা করুন।
২. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার নমুনা ছক প্রস্তুত করুন।

পাঠ ৬.৪: পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ ও গুরুত্ব

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম হলো পাঠ্যপুস্তক। উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল সকল দেশেই শিখনের প্রধান সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে যেখানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণসহ অন্যান্য শিখন সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, সেখানে পাঠ্যপুস্তকই শিখন-শেখানোর প্রধান এবং ক্ষেত্র বিশেষে একমাত্র উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। আমাদের দেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই প্রধানত পাঠ্যপুস্তক নির্ভর। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে পাঠদান করেন। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে পাঠ্যপুস্তক পড়ে জ্ঞান লাভ করে ও বাড়ির কাজ তৈরি করে। অভিভাবক ও গৃহ শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তক দেখে শিক্ষার্থীদের পড়া-লেখার তদারকী করেন এবং জ্ঞান লাভে সহায়তা করেন। পাঠ্যপুস্তকের আলোকেই শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে পাঠ্যপুস্তক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয় নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও বিন্যাসের ব্যাপারে অনুসরণ করা হয় বিশেষ নীতি ও পদ্ধতি। এমনকি পাঠ্যপুস্তকের শব্দ চয়ন, বাক্য কাঠামো ও সন্নিবেশের ব্যাপারেও বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিক গঠনও অন্যান্য পুস্তক থেকে ভিন্নতর হয়। তাই পাঠ্যপুস্তক অন্যান্য সাধারণ পুস্তক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পুস্তক। শিখন-শেখানো কার্যক্রম অনেকাংশেই পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভরশীল।

পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে এর বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। কেননা উন্নয়নশীল দেশসমূহে পাঠ্যপুস্তকই শ্রেণি পাঠদান প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী এবং পাঠ্যপুস্তকের সফল ব্যবহারের ওপরই অগ্রগতি নির্ভর করে। পাঠ পরিকল্পনা ও শ্রেণি কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তকের সফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকটি আদ্যোপান্ত ভালভাবে অধ্যয়ন করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে পাঠ ও পাঠের ধারাবাহিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচিত পাঠের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের পাশাপাশি শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক ও সংশ্লিষ্ট পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে। যেমন– শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রশ্ন পুস্তিকা, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, ওয়ার্ডবুক, অভিধান, শিক্ষার্থী নির্দেশিকা ইত্যাদি।
- পাঠের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য, শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, কলাকৌশল, পাঠের ধাপ, উপ-ধাপ, ধাপভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ ও কাজের ধারাবাহিকতা নির্বাচন করতে হবে।

- শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তকের কোন অংশ কখন ও কীভাবে ব্যবহার করে কাজ করবেন, তা আগে থেকেই নির্বাচন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর জন্য এমনভাবে কাজ নির্বাচন করতে হবে, যাতে তার সমাধান করতে গিয়ে পাঠ্যপুস্তকে-এর সরাসরি সমাধান না পায়; বরং এর সমাধানে তাকে চিন্তন ক্ষমতার অনুশীলন করতে হয়।
- শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক মূলত শিক্ষার্থীর ব্যবহারের জন্য। তাই শিক্ষক এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন যাতে এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের সফল ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- হাদিস বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে সাধারণ পর্যায়ক্রম হচ্ছে–

  ১. হাদিসের বিশুদ্ধ পাঠ;
  ২. রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচিতি;
  ৩. হাদিসের উৎস (মূল কিতাব) পরিচিতি;
  ৪. শব্দার্থ;
  ৫. হাদিসের সরল অনুবাদ;
  ৬. গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ;
  ৭. হাদিসটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়;
  ৮. গুরুত্বপূর্ণ শব্দের তাহকীক;
  ৯. বিশেষ বিশেষ বাক্যের তারকীব বিশ্লেষণ;
  ১০. হাদিসের আলোকে শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদান;
  ১১. শিক্ষার্থীদের কার্য-সম্পাদন;
  ১২. শিক্ষার্থীদের কাজ উপস্থাপন;
  ১৩. শিক্ষকের ফলাবর্তন।

- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপরোক্ত পর্যায়সমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কীভাবে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবে, তা অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে পূর্ব নির্ধারিত হতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

১. পাঠ্যপুস্তক যেহেতু বহুল ব্যবহৃত সাধারণ উপকরণ এবং সকল শিক্ষার্থীর কাছেই পাঠ্যপুস্তক থাকে, তাই পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা করা হলে এর ভিত্তিতে সকল শিক্ষার্থীকে একক নির্দেশনার মাধ্যমে কাজ দেওয়া যায়।

২. পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা শিক্ষকের জন্য খুব সহজসাধ্য একটি কাজ।

৩. পাঠের উদ্দেশ্য নির্বাচনের জন্য শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করলেই হয়। তাই তার জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়ে যায়।

৪. শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক তত্ত্ব ও তথ্য পাঠ্যপুস্তকেই পাওয়া যায়। তাই এটি শিক্ষার্থীর শিখনকে সহজসাধ্য করে দেয়।

৫. শিক্ষককে কী শেখাতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেই বা কী শিখতে হবে, এই দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধান করে দেয় পাঠ্যপুস্তক। ফলে শিক্ষণ ও শিখন কাজ উভয়ের জন্যই সহজ হয়।

৬. কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থী ক্লাসে আসতে না পারলেও বাড়িতে নিজে নিজেই পাঠ্যপুস্তক পড়ে শেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে।

৭. পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী প্রত্যাশিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
৮. পাঠ্যপুস্তকের আলোকেই শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় বহুল ব্যবহৃত প্রধান মাধ্যম কোনটি?
ক. হোয়াইট বোর্ড
খ. মার্কার পেন
গ. পাঠ্য পুস্তক
ঘ. খাতা-কলম

২. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তক কোন ধরনের উপকরণ হিসেবে বিবেচিত?
ক. সাধারণ
খ. বিশেষ
গ. সহায়ক
ঘ. আনুষঙ্গিক

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে শিক্ষককে কেনো পাঠ্যপুস্তক আদ্যোপান্ত পড়তে হবে?
২. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি আর কী কী অধ্যয়ন করতে হবে?
৩. শিক্ষকের জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন কতটুকু?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২. পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।
৩. পাঠ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
৪. হাদিস বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে সাধারণ পর্যায়ক্রমসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.৫: পাঠ পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির স্বরূপ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির স্বরূপ ও গুরুত্ব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technolodgy) বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সংক্ষেপে আইসিটি (ICT) বলা হয়। বর্তমানে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, দেশ ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদানের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এটি প্রধানত কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি গোটা পৃথিবীকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। এর মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তথ্য ও ডকুমেন্ট আদান-প্রদান করা যায়। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব, স্মার্টফোন, পেনড্রাইভ, মেমোরী কার্ড, সিমকার্ড ইত্যাদি সবই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ। ই-মেইল, ফেইসবুক, হোয়াটস্অ্যাপ, ম্যাসেঞ্জার, টুইটার, ইমো, ভাইভার, গুগোল, ইউটিউব ইত্যাদি নানা ধরনের নতুন নতুন প্রযুক্তি বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে বিস্ময়কর নতুন মাত্রা। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে এখন কোনো একটি আইসিটির মাধ্যমে সার্চ দিলে মুহূর্তের মধ্যেই আমরা তা পেয়ে যাই। কারো সাথে কোনো তথ্য বা ডকুমেন্ট আদান-প্রদান করতে হলে আইসিটির মাধ্যম ব্যবহার করে আমরা সাথে সাথেই তা আদান-প্রদান করতে পারি। সেটা যত দূরের পথই হোক না কেন। এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনধারা ও কার্যক্রমকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। তাই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করা গেলে এর মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম অনেক সহজ, দ্রুত ও আকর্ষণীয় হবে। শিক্ষক মুহূর্তের মধ্যে পাঠসংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীরাও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজে তাদের কাজ সমাধা করতে পারবে। যে কোনো তথ্য, শিক্ষার উপাদান ও ডকুমেন্ট অতি দ্রুত খুঁজে বের করতে পারবে, সংরক্ষণ করতে পারবে, ক্লাসে বা শিক্ষককে প্রদর্শন করতে পারবে এবং অন্যদের সাথে শেয়ার বা আদান-প্রদান করতে পারবে। হাদিস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আইসিটির মাধ্যম ব্যবহার করে যে কোনো হাদিস এবং হাদিস সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য ও প্রতিপাদ্য মুহূর্তের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই হাদিস বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সময়ের অনিবার্য দাবি। এ কাজটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সঠিকভাবে করতে পারলে হাদিস শিক্ষাদান কার্যক্রম আরো সহজ ও আকর্ষণীয় হবে, সময়ের সাশ্রয় হবে, অনেক দূরে থেকেও শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুন্দরভাবে চালানো সম্ভব হবে। তাই তো দিন দিন অন-লাইন ভিত্তিক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রেনিং কোর্স ইত্যাদি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নিকট ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে যে, সারা বিশ্বের সকল শিক্ষাদান কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা অন-লাইনভিত্তিক হয়ে যাবে। তাই আমাদের এখনই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে আমরা কীভাবে আমাদের শিক্ষাদান কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করব। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং এর ভালো ও কল্যাণকর দিকগুলো আমাদের সঠিকভাবে

কাজে লাগাতে হবে। বিভিন্ন আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার করে যে কোন ভাষায় যে কোনো টেক্সট/লেখা, যে কোনো ইমেজ/ছবি, অডিও, ভিডিও, টেবিল, ডেটা, গ্রাফ, এনিমেশন ইত্যাদি তৈরি, এডিট, সংরক্ষণ ও শেয়ার করা যায়। তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যেমন অনেক ইতিবাচক ও কল্যাণকর দিক রয়েছে, তেমনি এর অনেক নেতিবাচক ও ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন এটাকে ইতিবাচক, সৃজনশীল ও কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে এবং এর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর দিক দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়

বর্তমান যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া কোনো কাজ সুন্দর ও মান সম্পন্নভাবে করা দূরূহ। তাই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে-এর বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। পাঠ পরিকল্পনা ও শ্রেণি কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- প্রত্যেক শিক্ষককে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- চর্চার মাধ্যমে যে কোনো দক্ষতা বিকশিত ও পরিপক্ক হয়। তাই প্রত্যেক শিক্ষককে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার ও নিয়মিত এর চর্চা করতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি সীমাহীন বিশাল জগত। প্রত্যেক শিক্ষককে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ থেকে নতুন নতুন শিক্ষামূলক আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় খুঁজে বের করতে হবে।
- নির্ধারিত পাঠের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও শিখন ফলের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিভিন্ন উপাদান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ ও সংযোজন করতে হবে। যেমন– বিভিন্ন টেক্সট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও, চার্ট, টেবিল, গ্রাফ, এনিমেশন ইত্যাদি।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কোন আইটেমটি কখন ও কীভাবে ব্যবহার করবেন, তা আগে থেকেই নির্বাচন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি, জেণ্ডার, ধারণ ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর ইত্যাদি বিবেচনা করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইটেম ও উপাদান নির্বাচন করতে হবে।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ কী হবে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপযোগী হবে এবং এগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি ও কৌশল কী হবে তা পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীদেরকে রক্ষা করার কৌশল ও প্রক্রিয়া পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকতে হবে।
- বিষয় বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রয়োজনীয় বাড়তি উপাদান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে, পাঠ পরিকল্পনায় তা উল্লেখ থাকতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে কাজ করা যায়।
- এর মাধ্যমে খুব সহজে যে কোনো ডেটা, তথ্য-উপাত্ত ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা যায়।
- এর মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম দ্রুত, তথ্য বহুল, ডকুমেন্ট ভিত্তিক ও আকর্ষণীয় হয়।

- যে কোনো ডেটা, তথ্য, ইমেজ, অডিও, ভিডিও, চার্ট, গ্রাফ, এনিমেশন ইত্যাদি খুব সহজে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।
- যে কোনো ডকুমেন্ট মুহূর্তের মধ্যে অন্যদের সাথে শেয়ার করা যায়।
- যে কোনো স্থান থেকে পরস্পর যোগাযোগ এবং তথ্য ও ডকুমেন্ট আদান-প্রদান করা যায়।
- যে কোনো বিষয়ের জবাব ও ফীডব্যাক সাথে সাথে দেয়া যায়।
- যে কোনো ডকুমেন্ট ফোল্ডার ও ফাইল ভিত্তিক গ্রুপে গ্রুপে ও স্তরে স্তরে সংরক্ষণ করা যায়।
- সংরক্ষিত যে কোনো ডকুমেন্ট মুহূর্তের মধ্যে বের করে কাজে লাগানো যায়।
- সংগৃহীত বা সংরক্ষিত ডকুমেন্ট প্রয়োজনে এডিট ও পরিমার্জন করা যায়।
- কোনো ডকুমেন্ট স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ভাবে সংরক্ষণ করতে চাইলে তা নির্দিষ্ট ফর্মেটে সেভাবেই সংরক্ষণ করা যায়।
- যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাজ করা যায়।
- এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করলে তুলনামূলকভাবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বিশেষ করে হিসাব-নিকাশ, ডেটা, তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি খুবই নির্ভরযোগ্য ও সময় সাশ্রয়ী।
- আইসিটি ব্যবহার করে যে কোনো হাদিস মুহূর্তের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়।
- কোনো একটি হাদিস কোন বর্ণনাকারী কীভাবে বর্ণনা করেছেন বা কোন কিতাবে কীভাবে সংকলন করা হয়েছে, তা মুহূর্তের মধ্যে জানা যায়।
- কোনো হাদিসের বিশুদ্ধতার মান মুহূর্তের মধ্যে নির্ণয় করা যায়।
- কোনো হাদিস বা তার অংশ বিশেষের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সাথে সাথে জানা যায়।
- যে কোনো হাদিস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন– বর্ণনাকারী, সনদ, মতন, কিতাব, অধ্যায়, পাঠ, হাদিস নম্বর, হাদিসের মান ইত্যাদি বিষয় খুব সহজে জানা যায়।
- যে কোনো হাদিস বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় আইসিটি উৎস থেকে কপি করে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।
- হাদিসের বিশুদ্ধ পাঠ, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন এনিমেশন, অডিও ও ভিডিও ভার্সন থেকে খুব সহজে লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সংক্ষেপে কী বলা হয়?
ক. কম্পিউটার
খ. ইন্টারনেট
গ. আইসিটি
ঘ. ই-মেইল

২. কোন দক্ষতা কিসের মাধ্যমে বিকশিত ও পরিপক্ক হয়?
ক. অধ্যয়ন
খ. গবেষণা
গ. উপলব্ধি
ঘ. চর্চা

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত পাঁচটি ডিভাইস বা উপকরণের নাম লিখুন।
২. হাদিস শিক্ষাদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে কাজে লাগানো যায়?
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে কীভাবে সময়ের সাশ্রয় হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির স্বরূপ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।
৩. পাঠ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৭: আল-হাদিস পাঠদানে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল

ভূমিকা

শিক্ষা মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ। শিক্ষা ব্যতীত মানব জীবন অসম্পূর্ণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবসম্পদ। কিন্তু মানুষ সম্পদ হয়ে জন্মায় না। তাকে সম্পদে পরিণত করতে হয়। শিক্ষার লক্ষ মানুষকে সম্পদে পরিণত করা। শিক্ষা দুইভাবে বা দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। আধুনিক ধারণায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতীত উন্নত জীবনযাপন বা সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি কল্পনা করা যায় না। তাই শিক্ষার লক্ষ অর্জনে প্রয়োজন ব্যাপক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং তা বাস্তবায়নের ওপরই শিক্ষার লক্ষ অর্জন নির্ভর করে। শিক্ষা একটি ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের অংশ হিসেবে শ্রেণিকক্ষে সফলভাবে পাঠদান পরিচালনা করা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনি চ্যালেঞ্জিং। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, পাঠ গ্রহণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হয়। এজন্য শিক্ষাবিদগণ শ্রেণিকক্ষে সফল পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি-এর অন্যতম। শ্রেণিকক্ষে সফল পাঠদান শিক্ষকের দক্ষতার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই আল-হাদিস পাঠদানে শ্রেণি কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং আত্মমূল্যায়ন ও পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

এ ইউনিটে আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল, শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান, কেস স্টাডি ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়বস্তুকে নিচের চারটি পাঠে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১	:	আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা
পাঠ ৭.২	:	অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা
পাঠ ৭.৩	:	শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল
পাঠ ৭.৪	:	শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন

পাঠ ৭.১: আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন;
- আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের ধারণা

আল-হাদিস পাঠদানে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা পরস্পর সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পাঠ গ্রহণ করে থাকে, তাকে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান বলা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুর প্রকৃত ধারণা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক, শিক্ষার্থী যৌথভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করে শিখনকে ফলপ্রসূ করে তোলে। Cohen and Lotan-এর মতে, "সতীর্থ শিক্ষণ প্রক্রিয়া চালু করার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের একক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার্থীদের নিকট হস্তান্তর হয় এবং এতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের একক আধিপত্যের অবসান ঘটে"। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষক নিজেও শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে আরো অভিজ্ঞতা অর্জন করে শিখন-শিখানো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তোলে। অংশগ্রহণমূলক নবতর এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়, পাঠদান কার্যক্রম সহজ ও প্রাণবন্ত হয়, শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রত্যয়ী হয় এবং শিখন হয় দীর্ঘস্থায়ী। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বলতে মূলত একাধিক পদ্ধতিকে বুঝায়। যেমন– জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, দলীয় আলোচনা, সতীর্থ শিক্ষণ, কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস, তুষার বল, মাছ বাটি, আটার রোলে বাদাম সাজানো, ডাকবক্স, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি। এসব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে পাঠে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী এ পদ্ধতিসমূহের যে কোনো এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখনকে সফল ও সার্থক করে তোলা যায়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী চিন্তা-ভাবনা করতে শিখে এবং দলগত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ লাভ করে।

অংশগ্রহণমূলক আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

কোনো কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সে কাজের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা। সঠিক পরিকল্পনা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোনো কাজই সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণিকক্ষের যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপূর্ণতা বা বিশৃঙ্খলা শিক্ষাদান কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণমূলক আল-হাদিস পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন। অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা হলো শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, শিখন-শেখানোর সামগ্রিক কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। কাজেই আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ এমন হওয়া উচিত, যেখানে শিখন-শেখানোর যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে। একই শ্রেণিতে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধার তারতম্য থাকে। কেউ উচ্চ মেধাসম্পন্ন, কেউ মধ্যম মানের, কেউ নিম্ন মেধাসম্পন্ন। তবে মেধার এ তারতম্য কিছুতেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বুঝতে দেওয়া যাবে না। শিক্ষক, আল-হাদিস পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম আরম্ভ করবেন এবং বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদেরকে সরাসরি পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে পাঠ সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান না করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে সংশ্লিষ্ট উপকরণসহ আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করবেন। যাতে মুখস্থ করার প্রবণতা বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীরা চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাতে উৎসাহ বোধ করে। সুতরাং আল-হাদিসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে অংশগ্রহণমূক পাঠদানের জন্য নির্ধারিত শ্রেণিকক্ষটি অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে সাজাতে হবে। তবেই অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি পাঠদানের সফলতা অর্জন সম্ভব হবে।

আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উপাদান

আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. ভৌত উপাদান;
খ. মানবীয় উপাদান।

ক. ভৌত উপাদান

শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযায়ী কাঙ্ক্ষিত শ্রেণিকক্ষ;
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র;
পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা;
প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও ব্যবহার;
যথাযথ আসন ব্যবস্থাপনা;
পরিচ্ছন্ন ও পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ।

খ. মানবীয় উপাদান

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস;
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কুশল বিনিময়;
উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ;
শিক্ষকের আকর্ষণীয় পাঠ উপস্থাপন;
শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রতকরণ;
বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা;
স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজের উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কৌশল

অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিবিন্যাস বলতে কেবল আসনবিন্যাস বোঝায় না; বরং-এর সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের আকার, আয়তন, আসবাবপত্র, আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিকেও বোঝায়। সুতরাং আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে–

শ্রেণিকক্ষের আয়তন: শ্রেণিকক্ষের আয়তন শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুপাতে হওয়া প্রয়োজন। দাখিল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ১০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। সে হিসেবে ৪০/৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৪০০-৫০০ বর্গফুট আয়তনের শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন হবে।

আলো-বাতাসের ব্যবস্থা: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য শ্রেণিকক্ষের উচ্চতা ও দরজা-জানালার সংখ্যা বেশি হওয়া এবং জানালাগুলো বড় আয়তনের হওয়া প্রয়োজন।

আসবাবপত্র: শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজবুত ও হালকা আসবাবপত্র রাখতে হবে। যেমন– বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, স্টিল বা কাঁচের আলমারী, খোলা রেক, যাতে বই-পুস্তক, শিক্ষা উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা যায়।

শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা: আল-হাদিসের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার আসন বেঞ্চের পরিবর্তে চেয়ার-টেবিল হলে ভালো হয়, যাতে প্রয়োজনে দলীয় কাজের সময় সুবিধামত দল গঠন করা যায়। চেয়ারগুলো হয় (ইউ) আকৃতিতে সাজাতে হবে অথবা দলগত কাজের জন্য বিভিন্ন দলের জন্য এমনভাবে সাজাতে হবে, যেন চলাফেরার রাস্তা থাকে। দলীয় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি হয়ে বসবে।

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ছবি, চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষ কোলাহল মুক্ত রাখতে হবে।

ক্লাশ রুটিন: দাখিল পর্যায়ের মাদরাসায় সাধারণত ৬ থেকে ৮ পিরিয়ড ক্লাস হয়ে থাকে। প্রতি পিরিয়ডের জন্য নির্ধারিত সময় থাকে সাধারণত ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট। প্রথম ৪ পিরিয়ডের পর আধা ঘণ্টা কিংবা ১ ঘণ্টার টিফিন বিরতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

শ্রেণিকক্ষে হাজিরা গ্রহণের ব্যবস্থা: শ্রেণি পাঠদান সুষ্ঠু ও কার্যকর রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

দলনেতা নির্বাচন: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা ও শিক্ষকের কাজে সহায়তার জন্য বিভিন্ন দল গঠন ও প্রত্যেক দলের জন্য আলাদা-আলাদা দলনেতা নির্বাচন করতে হবে। দল গঠনের ক্ষেত্রে অমনোযোগী ও মনোযোগী শিক্ষার্থী এবং ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। দলনেতাদের সাহায্য নিয়ে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

আনন্দদায়ক পাঠদান: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষক আনন্দদায়ক আবহ তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীরা যে পাঠ গ্রহণ করবেন তা যেন কোনো বাধা-বিঘ্ন ছাড়া আনন্দের সাথেই গ্রহণ করতে পারেন, শিক্ষক সেদিকে বিশেষ যত্নবান হবেন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর ও সক্রিয় রাখার কার্যকর একটি পদ্ধতি হলো অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পরিচালনা করা। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কাজ, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করে শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও পাঠদান ফলপ্রসূ করা যায়।

পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা: অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার অন্যতম শর্ত হলো, শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রেখে পাঠদান নিশ্চিত করা। সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার অত্যাবশ্যক। শ্রেণিকক্ষে যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার ব্যতীত পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা ও আগ্রহী করে তোলা দুরূহ হয়ে পড়ে।

শ্রেণি পর্যবেক্ষণ: আল-হাদিসের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে আলাদা-আলাদা কাজ ভাগ করে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া কাজের অগ্রগতি তদারকী করবেন এবং তাদেরকে মনোযোগী ও আগ্রহী করে তুলতে পাঠ গ্রহণে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হবেন।

আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও প্রণোদনা দেওয়া: অনেক শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে ভয় পায় ও পাঠ গ্রহণে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। এর মূল কারণ আত্মবিশ্বাসের অভাব। এক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ গ্রহণে অনুপ্রেরণা দেওয়া ও পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। পাঠ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, কাজের প্রশংসা করা ও ধন্যবাদ জানানো ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদেরকে আত্মবিশ্বাসী ও পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়।

উপরোক্ত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ যে কোনো শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একইভাবে আল-হাদিসের অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যথাযথ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অভাবে শিক্ষণ-শিখনের সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অসুবিধা

আল-হাদিসের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় যেমন বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে তেমনি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো–

- শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব;
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে;
- অধিকাংশ মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের বসার আসন অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিচালনার অনুপোযোগী;
- এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে ব্যয় বহুল ও সময়সাপেক্ষ। মাদরাসার নির্ধারিত ৩০/৪০ মিনিটের ক্লাসে এ পদ্ধতিতে পাঠদান করা কঠিন;
- অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের পরিমাণ এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক পাঠদানের অনুপোযোগী;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মানসিকতার অভাব;
- মাদরাসা প্রশাসনের সহযোগিতার অভাব।

আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সুবিধাসমূহ

আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক আল-হাদিস পাঠদানে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ রয়েছে–

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করেন না; বরং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে থাকেন;
- আল-হাদিসের শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু মুখস্থ করে না, বুঝতে সক্ষম হয়, ফলে শিখন স্থায়ী হয়;
- শিক্ষার্থীরা নিজেরা মুক্তভাবে চিন্তা করতে শিখে এবং নিজের চিন্তার সাথে অন্যের চিন্তা ও মতামতের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন ও প্রমাণ করার সুযোগ লাভ করে;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীকে পাঠ গ্রহণে সক্রিয় ও মনোযোগী থাকতে হয়, ফলে পাঠ গ্রহণ সহজ হয়;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন নেয়ার সুযোগ থাকে;

- অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও প্রেষণার সৃষ্টি হয়;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ পেয়ে পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে;
- শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে পাঠদান আনন্দদায়ক হয় এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় ও প্রফুল্ল থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অংশগ্রহণমূলক আল-হাদিস পাঠদান পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
ক. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অনর্গল বক্তৃতা দেওয়া
খ. সকলে একসাথে মিলে হাদিস পাঠ করা
গ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আল-হাদিস পাঠদান
ঘ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য সকল শিক্ষার্থী মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা

২. শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক আল-হাদিস পাঠদানে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কী?
ক. শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
খ. আল-হাদিস পাঠদানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
গ. শ্রেণিকক্ষে আল-হাদিসের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক কজে মনোযোগী করা
ঘ. দলীয় কাজের মাধ্যমে আল-হাদিস পাঠদানে অভ্যস্ত করা

৩. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৫ ভাগে
খ. ২ ভাগে
গ. ৩ ভাগে
ঘ. ৬ ভাগে

৪. আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের সুবিধা কোনটি?
ক. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মুখ্য ভূমিকা পালন করে না; বরং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে থাকে
খ. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা নিরবতা পালন করে
গ. সকল শিক্ষার্থীকে পাঠ গ্রহণে বাধ্য করা যায়
ঘ. শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে অংশগ্রহণমূলক পাঠ পরিচালনা সহজ হয়;

উত্তরমালা: ১. গ; ২. ক; ৩. খ; ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উপাদানের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
৩. আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের সুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।
৪. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার পরিচয় আলোচনা করুন।
২. আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.২: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল উল্লেখ করতে পারবেন;
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুতের পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা

শ্রেণিকক্ষ বলতে বোঝায় যে কক্ষে বা ঘরে পাঠদান করানো হয় সাধারণত তাকে শ্রেণিকক্ষ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে শ্রেণিকক্ষ বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট কক্ষকে বোঝানো হয়, যেখানে নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একজন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী পঠন-পাঠন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ বড় বা ছোট হতে পারে। শ্রেণিকক্ষ বর্গাকৃতি না হয়ে আয়তক্ষেত্রের আকারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফলপ্রসূ পাঠদানের প্রয়োজনীয় পরিবেশ আপনা আপনি গড়ে ওঠে না। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা। শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বলতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান চর্চার সামগ্রিক ও কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ভৌত অবকাঠামো সুযোগ সুবিধা এবং উপযুক্ত পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বা Classroom Management বলা হয়। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থপনার দু'টি দিক রয়েছে। এর একটি হলো প্রাকৃতিক ও ভৌত পরিবেশ এবং অপরটি হলো আচরণগত পরিবেশ। শ্রেণিকক্ষের প্রাকৃতিক ও ভৌত পরিবেশ বলা হয় শ্রেণিকক্ষের অবস্থান, শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা, শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র যেমন– চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক ও বেঞ্চ যথাস্থানে বিন্যস্তকরণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইত্যাদিকে। আর আচরণগত পরিবেশ হলো, শ্রেণিকক্ষ এমনভাবে সাজানো ও পরিচালনা করা, যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরব ও সুশৃঙ্খল থাকে, কিন্তু তাদের ভূমিকা হবে সক্রিয়। তারা সর্বদা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে যাতে শ্রেণিকক্ষে প্রাণবন্ত পরিবেশ বিরাজ করে।

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করা বা কার্যকরভাবে পাঠদান করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। এক্ষেত্রে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি তথা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সে জন্য একজন শিক্ষককে আল-হাদিস পাঠদানের আধুনিক কলাকৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা ও কলাকৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় থাকে। যেমন– শ্রেণির আসন বিন্যাসকরণ, শ্রেণিতে সবল-দুর্বল মিলে দল গঠন, দলগত কাজ প্রদান ও আদায়, প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠদান, দলীয় আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান, দলগত এসাইনমেন্টের ব্যবস্থা, যথার্থ নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন, Eye-Contact-এর প্রয়োগ ও কাজের চাপ ইত্যাদি। অর্থাৎ শিখনকে ফলপ্রসূ করার লক্ষে অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিসের একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করবেন।

এতদ্ব্যতীত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করে পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন–

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠদান করা: অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ তেমন ফলপ্রসূ হবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যেমন– জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি কৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

পূর্বজ্ঞান যাচাই: শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনের পর পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাচাই করতে হবে। অর্থাৎ পাঠদানের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কতটুকু ধারণা আছে তা শ্রেণি শিক্ষককে জানতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পায়চারী ও গতিবিধি: অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাঠদান করলে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এমনভাবে দাঁড়াবেন বা পায়চারী করবেন, যাতে শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী তার দৃষ্টির মধ্যে থাকে এবং শিক্ষার্থীরাও নিজ আসনে বসে শিক্ষককে দেখতে পায়।

জেণ্ডার সমস্যা সমাধানে কৌশলী হওয়া: আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে উভয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান পরিচালনা করবেন। সকল শিক্ষার্থীকে কোন একটি পক্ষ যাতে শ্রেণিকক্ষে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে শিক্ষক সতর্ক নজর রাখবেন। আসন ব্যবস্থা, দলগত কাজ ও আলোচনা বা বক্তৃতা উপস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে উভয়ের সমান সুযোগ শ্রেণি শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।

সকল শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ পরিচালনা করা: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস পাঠদানে শিক্ষার্থীদেরকে এককভাবে বা ব্যক্তিগত কাজ না দিয়ে জোড়ায় বা দলে কাজ দেওয়া এবং দলীয়ভাবে তা উপস্থাপনের সুযোগ করে দেওয়া। এতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকবে।

চকবোর্ড ব্যবহার: শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী চকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার করবেন। শিক্ষক মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের ডেকে নিয়ে চকবোর্ড ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে।

দলীয় কাজের ক্ষেত্রে দল গঠনে কৌশল অবলম্বন করা: অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজের সময় দল গঠনে সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থী, ছেলে-মেয়ে ও অগ্রসর এবং অনগ্রসর ইত্যাদি মিশিয়ে দল গঠন করা হলে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ: শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ দিয়ে শিক্ষক সতর্কভাবে তা পর্যবেক্ষণ করবেন, যাতে কেউ কাজে ফাঁকি দিতে না পারে।

শ্রেণিকক্ষে আধুনিক শিক্ষোপকরণের ব্যবহার: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আধুনিক শিক্ষোপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যেমন– OHP, মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার এবং মাইক্রোফোন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

হস্তনির্মিত ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষোপকরণের ব্যবহার: আধুনিক ও দামী শিক্ষোপকরণ ক্রয় করা সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই শ্রেণি শিক্ষক হস্তনির্মিত ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষাপোকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল। এতদ্ব্যতীত সকল অভিভাবক তাদের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে আগ্রহী হয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে বাধ্য হয়। ফলে শ্রেণিকক্ষে আসন সংখ্যার তুলনায় অধিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ঘটে। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কাজটি তখন দুরূহ হয়ে পড়ে। এতে শিক্ষককে নিম্নে উল্লিখিত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হতে হয়–

- শ্রেণিকক্ষের আয়তনের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ থাকে না।
- আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় একই বেঞ্চে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ঠাসা-ঠাসি করে বসে।
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে শিক্ষকের পক্ষে সকল শিক্ষার্থীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় না।
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান নজর কিংবা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া সম্ভব হয় না।
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শ্রেণিকক্ষে কোলাহলের সৃষ্টি হয়, ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না।
- পিছনের সারিতে বসা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথা ঠিকমত শুনতে পায় না এবং চক বোর্ড দেখতে পায় না।
- শ্রেণিতে চলাচল করা শিক্ষকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়।
- শ্রেণির কাজ তদারকি ও যাচাই করা এবং বাড়ির কাজ আদায় ও তা মূল্যায়ন করা সময়সাধ্য হয়ে পড়ে।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে পাঠদানের জন্য দলগত কাজ প্রদান বা অংশগ্রহণমূলক অন্যান্য পাঠদান কৌশল প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- একই বেঞ্চে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী বসার কারণে লেখার কাজ, নড়া-চড়া ও ওঠা-বসা করতে বেশ বেগ পেতে হয় এবং গরমের দিনে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষের সমস্যা সমাধানের উপায়

- মাদরাসার শ্রেণিকক্ষসমূহ আয়তকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাদরাসার শ্রেণিকক্ষসমূহে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- আলোর বিপরীতে চক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড স্থাপন করতে হবে।
- বোর্ডে স্পষ্টভাবে বড় বড় করে লিখতে হবে।
- প্রতিবারে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের লেখা টুকে নেয়ার পর তা মুছে ফেলতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে প্রথম সারি থেকে শেষ সারিতে বসার বৃত্তাকার নিয়ম চালু করতে হবে।
- শ্রেণিতে অংশগ্রহণমূলক কাজ যেমন– জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, মাথা খাটানো ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে।
- মাল্টিমিডিয়া বা প্রজেক্টরের সাহায্য শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উচ্চস্বরে কথা বলবেন এবং কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামার মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদানকে আকর্ষণীয় করে তোলবেন।
- পাঠ পরিকল্পনা ও যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন।

এছাড়াও একই শ্রেণির শাখা খোলার মাধ্যমে অধিক শিক্ষার্থী জনিত সমস্যা সমাধান করা যায়। তবে শিক্ষক স্বল্পতা বা কক্ষ না থাকার কারণে অনেক সময় তাও সম্ভব হয় না। ফলে সেখানে পাঠদানের সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হয়।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায়

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যেমন– দলগত কাজ, দলীয় আলোচনা, জোড়ায় কাজ, একক কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। শ্রেণি পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

দলগত কাজ: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিতে অগ্রসর-অনগ্রসর বা ভালো-মন্দ শিক্ষার্থী মিলিয়ে দল গঠন করতে হবে। প্রত্যেক দলকে আলাদা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের কাজ দিয়ে এবং কাজের সুসম তদারকির মাধ্যমে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

দলীয় আলোচনা: পাঠ-সংশ্লিষ্ট চিন্তামূলক সমস্যা সমাধান করার জন্য দলীয় আলোচনার সুযোগ দিয়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দলের আলোচনা শুনে এবং সহযোগিতা করে পাঠে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন।

জোড়ায় কাজ প্রদান: অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিতে পাশাপাশি বসা দুইজন শিক্ষার্থী বা অগ্রসর ও অনগ্রসর মিলিয়ে জোড়া করে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট করার জন্য মতবিনিময়ের সুযোগ প্রদান ও সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে পাঠে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

মাথা খাটানো: সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে শ্রেণিতে চিন্তামূলক ও সৃজনশীল প্রশ্ন করার মাধ্যমে এবং সবাইকে চিন্তা করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে পাঠে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রশংসা করা: শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং বিভিন্ন কাজ ও উত্তরদানের জন্য তাদের প্রশংসা করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে।

কৌতুক ও আনন্দদানের মাধ্যমে পাঠদান: কৌতুক বলা ও বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের আনন্দদানের মাধ্যমে শ্রেণি পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা প্রাণবন্ত থাকে। ফলে পাঠে সবার মনোযোগ থাকে ও সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন: শিক্ষক অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণির ভালো মন্দ সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান আচরণ করবেন এবং সবাইকে যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব দিবেন। তাহলে শিক্ষকের পাঠের প্রতি শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী মনোযোগী হবে।

সতীর্থ ব্যবহার: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কাজ করার সময় ভুল করা স্বাভাবিক। শ্রেণিকক্ষের কাজের সংশোধনের ক্ষেত্রে সতীর্থদের ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া: শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়ার পর বা প্রশ্ন করার পর শিক্ষক নিজে তা সমাধান না করে বা উত্তর না দিয়ে শিক্ষার্থীদের থেকে তা আদায় করার ব্যবস্থা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শ্রেণিকক্ষের সংজ্ঞা দিন।
ক. যে কোনো কক্ষকে শ্রেণিকক্ষ বলা যায়
খ. যে কোনো নির্দিষ্ট কক্ষকে শ্রেণিকক্ষ বলা হয়
গ. প্রতিষ্ঠানের যে কক্ষে বা ঘরে পাঠদান করানো হয় তাকে শ্রেণিকক্ষ বলা হয়
ঘ. যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কক্ষকে শ্রেণিকক্ষ বলা হয়

২. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষের সমস্যা কোনটি?
ক. সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান নজর দেওয়া সম্ভব হয় না
খ. শ্রেণিকক্ষে কোলাহলের সৃষ্টি হয় ফলে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয় না
গ. পেছনের সারিতে বসা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথা শুনতে পায় না এবং চকবোর্ড দেখতে পায় না
ঘ. সব উত্তরই সঠিক

৩. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?
ক. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরব ও সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তাদের ভূমিকা হবে সক্রিয়
খ. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরবতা পালন করবে
গ. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ঠাসা-ঠাসি করে বসে থাকবে
ঘ. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শুধু শিক্ষকের বক্তব্য শুনবে

৪. আল-হাদিস পাঠদানে অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষের সুবিধা কী?
ক. অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা পালন করে
খ. আল-হাদিসের শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু মুখস্থ করে
গ. সকল শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণে সক্রিয় ও মনোযোগী থাকতে হয়, ফলে পাঠ গ্রহণ সহজ হয়
ঘ. শিক্ষার্থীরা অন্যের ওপর নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে

উত্তরমালা: ১, গ; ২. ঘ; ৩. ক; ৪. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষের সংজ্ঞা উল্লেখ করুন।
২. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৩. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার সমস্যাসমূহ উল্লেখ করুন।
৪. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষের সমস্যা সমাধানের উপায় বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ পরিচালার কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
২. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ পরিচালার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন।
৩. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত আল-হাদিস শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায় বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.৩: শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়নের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ও পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবেন;
- প্রতিফলন দিনলিপির ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।

আত্ম-উন্নয়ন পরিচিতি

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি ব্যক্তি মানুষের পরিচয় বহন করে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সাফল্য তার গুণাবলি ও কর্মতৎপরতার ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে হলে একজন শিক্ষককে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আত্মমূল্যায়ন করতে হয়। আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক নিজের মধ্যে যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন তা-ই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন। আল-হাদিসের একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে পরবর্তী পাঠদানের জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করেন তা তার পেশাগত আত্ম-উন্নয়ন। আত্ম-উন্নয়নের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-মূল্যায়ন। আত্ম-উন্নয়ন, আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে যেমন হতে পারে তেমনি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও হতে পারে। সহযোগী শিক্ষক ও সহকর্মীদের গঠনমূলক সমালোচনা থেকেও দুর্বল ও সবল দিকগুলো চিহ্নিত হতে পারে। অন্যের ভালো দিকগুলো দেখেও প্রতিফলন চিন্তন একজন শিক্ষককের পেশাগত উন্নয়ন হতে পারে। একজন ভালো শিক্ষক সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলন অনুশীলন করে থাকেন। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ভালো দিক ও মন্দ দিক তিনি চিহ্নিত করবেন। প্রতিদিনের মন্দ দিকগুলো বর্জন করে তিনি ভালো দিকগুলো চর্চার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন, যা তার পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশ্বায়নের এই যুগে বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক জ্ঞান অর্জনের একক সূত্র হিসেবে বিবেচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার সক্ষমতা রাখে। ফলে একজন শিক্ষককে সবদিকের প্রতি লক্ষ রেখে প্রতিদিনের আচরণ ও শ্রেণি কার্যক্রমে অধিকতর সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। এ কারণে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য আত্ম-মূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি।

আত্ম-উন্নয়ন কৌশল

শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। এ পেশায় সফল হতে হলে প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে আত্ম-উন্নয়নের কৌশলসমূহ অনুসরণ করা। আল-হাদিসের একজন শিক্ষকের ধারাবাহিকভাবে আত্ম-উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন–

১. **পাঠদানের পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করা:** ফলপ্রসূ ও কার্যকর শ্রেণি পরিচালনার পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ। সুতরাং আল-হাদিসের শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বে সার্বিক ও সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

২. **শ্রেণিকক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী ও একাগ্র হওয়া:** আল-হাদিসের একজন শিক্ষক পাঠদানের সময় শ্রেণিকক্ষে আত্মপ্রত্যয়ী ও একাগ্র থাকবেন। অন্যথায় পাঠদানের মত কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়বে।

৩. **বক্তব্য উপস্থাপন ও আচরণে উত্তম হওয়া:** আল-হাদিসের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য ও আচরণ হতে হবে আদর্শ স্থানীয়। হালকা বক্তব্য শ্রেণিকক্ষের ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন করে। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্য হতে হবে সাবলীল ও তথ্য সমৃদ্ধ, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করবে। একইভাবে শিক্ষকের আচরণ হতে হবে মার্জিত যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

৪. **সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া:** পেশাদারিত্ব ও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য আল-হাদিসের শিক্ষক তার সকল সহকর্মী ও শিক্ষার্থীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবেন। আচরণের ক্ষেত্রে সহনশীল ও আন্তরিকতার পরিচয় দিবেন। এসব গুণাবলি শিক্ষকের পেশাগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।

৫. **সর্বশেষ তথ্যসূত্রের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া:** বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তন লক্ষণীয়। আল-হাদিসের শিক্ষককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ খবর সম্পর্কে জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

এছাড়াও একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক প্রতিফলন দিনলিপি, পেশাগত উন্নয়নে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে অব্যাহত চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে, ভালো শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, আদর্শ শিক্ষণ সংক্রান্ত ভিডিও ফলো করে, অনুশিক্ষণ ও নিয়মিত আত্ম-মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়ন করতে পারেন। এভাবে আল-হাদিসের একজন শিক্ষক তার আত্ম-উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, তার মধ্যে কর্মসহায়ক গবেষণা ও প্রতিফলন দিনলিপি অন্যতম। নিম্নে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা ও প্রতিফলন দিনলিপি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা

শ্রেণিকক্ষে কোনো একটি সমস্যা চিহ্নিত হওয়ার পর তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদানে উন্নয়ন ঘটানোই হলো কর্মসহায়ক গবেষণা। আল-হাদিস বিষয়ের একজন শিক্ষক নিজের শ্রেণি কার্যক্রম আত্ম-সমালোচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন করে পরবর্তী উন্নয়নের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এ আত্ম-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ দু'ভাবে হতে পারে। সহকর্মী শিক্ষক ও সহযোগীদের গঠনমূলক সমালোচনা থেকে পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত হতে পারে। অনেক সময় অন্যের ভালো দিকগুলো দেখেও চিন্তাশীল শিক্ষক তার পেশাগত উন্নয়ন করতে পারেন। কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আল-হাদিসের শ্রেণি কার্যক্রম একজন শিক্ষককে জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত আল-হাদিসের শিক্ষকের মধ্যে গঠনমূলক সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মনোভাব সৃষ্টি হয় বিধায় তিনি আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হন। ফলে, কর্মসহায়ক গবেষণায় জড়িত আল-হাদিসের শিক্ষক তার পেশাগত ভূমিকা, শিক্ষার্থীর শিখন মান ও শ্রেণিকক্ষ কার্যাবলীর মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন।

কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়েজনীয়তা

- আল-হাদিসের একজন শিক্ষক কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন ও শ্রেণি পাঠদানে দক্ষতা অর্জন করে থাকেন;
- শ্রেণিকক্ষের বাস্তব সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা থেকে পাঠদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়;
- কর্মসহায়ক গবেষণা অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠদানের নিত্য-নতুন কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারেন;

- আল-হাদিসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃক্রিয়া (Interaction) বৃদ্ধি পায়, এতে শিক্ষর্থীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন সহজ হয়;
- কর্মসহায়ক গবেষণা অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তরিকতা, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়;
- কর্মসহায়ক গবেষণায় শিক্ষককের মেধা, চিন্তাশক্তি, গঠনমূলক সমালোচনা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে, ফলে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিখনের মান ও শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়;
- এতে শিক্ষকের মধ্যে পেশাদারী মনোভাব জাগ্রত হয়, ফলে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণায় পারদর্শিতা অর্জিত হয়।

কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি

১৯৪৭ সালে কার্ট লিউইন সর্বপ্রথম কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এ পদ্ধতির তিনটি ধাপ রয়েছে। যথা–

- তথ্যানুসন্ধানজনিত পরিকল্পনা;
- কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কর্মোদ্যোগের ফলাফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

অতঃপর শিক্ষাবিদ কেমিস কার্ট লিউইনের মডেলকে আরো বিশ্লেষণ করে কর্মসহায়ক গবেষণার ৭টি ধাপের কথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কেমিসের ৭টি ধাপ নিম্নরূপ:

১. সমস্যা সম্পর্কিত ধারণা চিহ্নিতকরণ
↓
২. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
↓
৩. পরিকল্পনা গ্রহণ করা
↓
৪. প্রথম কর্ম-পদক্ষেপ গ্রহণ
↓
৫. প্রথম কর্ম-পদক্ষেপ বাস্তবায়ন
↓
৬. মূল্যায়ন
↓
৭. পরিকল্পনা সংশোধন

এভাবেই আল-হাদিসের একজন শিক্ষক নিজের কাজের অগ্রগতি, সফলতা, বিফলতা ও পেশাগত উন্নয়নের জন্য আত্ম-বিশ্লেষণের উপায় হিসেবে প্রতিফলন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন।

প্রতিফলন দিনলিপি কী ও কেনো

প্রতিফলন হচ্ছে একজন শিক্ষকের দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করার একটি কৌশল। এটি নিয়মিত অনুশীলনের বিষয়। অনুশীলনের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত ডায়েরি লিখন ও অনুসরণকে প্রতিফলন দিনলিপি বা প্রতিফলন ডায়েরি বলা হয়। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত একজন শিক্ষক প্রতিদিনের শ্রেণি কর্মকাণ্ডের সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করবেন এবং প্রতিনিয়ত দুর্বল দিকগুলো পরিহার করে সবল দিকগুলো চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলবেন, প্রতিফলন দিনলিপির এটিই মূল কথা।

১৯৮৭ সালে ডোনাল্ড শন (Donald Schon) সর্বপ্রথম প্রতিফলন অনুশীলন বা Reflective Practice-এর ধারণাটি উপস্থাপন করেন। ডোনাল্ড শন-এর প্রদত্ত সংজ্ঞা হচ্ছে, "Reflective practice involves thoughtfully considering one's own experiences in applying knowledge to practice while being coached by professionals in the discipline".

Schon প্রতিফলন অনুশীলনকে নবীন শিক্ষার্থী ও সফল শিক্ষকদের মধ্যকার অনুশীলন কাজের তুলনাকারী হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে প্রতিফলন অনুশীলন হলো একজন প্রশিক্ষকের সাহায্যে কাউকে জ্ঞানদানের চিন্তাপ্রসূত অভিজ্ঞতা।

প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষকের দক্ষতা অর্জনে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত একটি কৌশল। এটি কেবল শিক্ষকতা পেশা নয়, যে কোনো পেশায় দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেসব কাজ হয়ে গেছে সে কাজগুলোকে ফিরে দেখা তথা সেখান থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করে তা পরিহার করা এবং ভালো ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ভবিষ্যৎ কাজে লাগানো প্রতিফলন দিনলিপির মূলকথা। এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যে কোনো শিক্ষকের জন্য বিশেষত: একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য খুবই প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে পদার্থ বিজ্ঞানী Edward Teller-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক শিক্ষামূলক ওয়ার্কশপে বলেছেন, "You can be a good teacher because you know how to teach. You may be a good teacher because you know your subject. Both are very important but you must love your kids. Excite your students awaken their interests and make them follow it up. Turn them into life long learners".

"তুমি একজন ভালো শিক্ষক হতে পারো, কারণ তুমি জান কীভাবে শেখাতে হয়। তুমি হয়তো একজন ভালো শিক্ষক। কারণ, বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান আছে। দু'টোই অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিষয়ের ওপর অবশ্যই তোমার ভালোবাসা থাকতে হবে এবং তা শিশুদের মধ্যে স্থানান্তর করতে হবে। তোমার শিক্ষার্থীদেরকে আন্দোলিত করো, তাদের আগ্রহকে জাগ্রত করো এবং তাদেরকে এগুলো ধরে রাখতে সহায়তা করো। সবশেষে তাদেরকে জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলো"।

এই উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজন কত বেশি। প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন বর্তমানে সমস্যা সমাধানের উত্তম হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন ব্যতীত একজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন তেমন ঘটে না। তাই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য প্রতিফলন দিনলিপি বা ডায়েরি লিখনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন ও রক্ষণাবেক্ষণ

শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য প্রতিদিন শ্রেণি পাঠদানে তিনি কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা নিজের নোটবুক বা ডায়েরিতে লিখে রাখতে হবে। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফিডব্যাক নেয়ার পর পাঠদান কেমন চলছে তা জিজ্ঞেস করতে পারেন। পাঠদান চলাকালে শিক্ষকের ভালো ও মন্দ দিকগুলো শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি বক্স রাখতে পারেন, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের লিখিত মতামত জানাতে পারে। এসব সমস্যা ও মন্তব্য ডায়েরিতে লিখে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তার সমাধান খুঁজে বের করে পরবর্তী শ্রেণি পাঠদানে উন্নয়ন ঘটানো যায়। এছাড়াও একজন শিক্ষক তাঁর আত্ম-উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ডায়েরিতে লিখে সংরক্ষণ করতে পারেন।

- পাঠদান চলাকালীন সময় কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে তা ডায়েরিতে লিখে রাখবেন;
- প্রতিদিন পাঠদান শেষে পাঠের উদ্দেশ্য যাচাই করা এবং ভালো মন্দ দিকগুলো লিখে রাখা;
- পাঠদানের ভালোমন্দ দিক নিয়ে আত্ম-সমালোচনা করা এবং কীভাবে পরবর্তী পাঠদান আরো উন্নত করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করা, প্রয়োজনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নেয়া ও ডায়েরিতে তা লিখে রাখা;
- শিক্ষণ সংক্রান্ত নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, অর্জিত ধারণা ও মনোভাবের কথা লিখে রাখতে পারেন;
- সহযোগী শিক্ষক বা সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের মন্তব্য ও পরামর্শসমূহ ডায়েরিতে লিখে রাখা।

এভাবে প্রতিদিন ডায়েরি লেখার পর পাঠদানের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় অথবা সময় পেলেই ডায়েরী পড়ে পরবর্তী ক্লাসের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারেন। উপরোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
ক. শিক্ষকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
খ. শিক্ষকের পদোন্নতি
গ. শ্রেণি পাঠদানে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন
ঘ. শিক্ষকের মানসিক উন্নয়ন

২. কর্মসহায়ক গবেষণা কী?
ক. পেশাগত উন্নয়নের জন্য সহায়তাকারী যে গবেষণা
খ. শ্রেণি পাঠদানে ক্রমাগত উন্নয়ন ঘটানোই হলো কর্মসহায়ক গবেষণা
গ. ভুল-ক্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নই হলো কর্মসহায়ক গবেষণা
ঘ. সব উত্তরই সঠিক

৩. কার্ট লিউইন কত সালে কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির উল্লেখ করেন?
ক. ১৯৪৮ সালে
খ. ১৯৪৭ সালে
গ. ১৯৫০ সালে
ঘ. ১৯৪৫ সালে

৪. সর্বপ্রথম প্রতিফলন অনুশীলন বা Reflective Practice -এর ধারণাটি কোন দার্শনিক উপস্থাপন করেন?
ক. ডোনাল্ড শন (Donald Schon)
খ. কার্ট লিউইন
গ. উডওয়ার্থ
ঘ. বি এফ স্কিনার

উত্তরমালা: ১. গ; ২. ঘ; ৩. খ; ৪. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আল-হাদিস বিষয়ের শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
২. কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৩. কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষাবিদ কেমিসের কর্মসহায়ক গবেষণার ৭টি ধাপ উল্লেখ করুন।
৫. প্রতিফলন ডায়েরি লিখন কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. কর্মসহায়ক গবেষণা ও এর পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।
২. শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. প্রতিফলন ডায়েরি লিখন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ৭.৪: শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যভ্যাস গঠনের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাসের গঠনের পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন;
- সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের কৌশলসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যানের সংজ্ঞা ও ধারণা

একজন শিক্ষকের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান বা ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষকতা পেশায় সাফল্য লাভ করতে হলে একজন শিক্ষককে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আত্ম-মূল্যায়ন করতে হয়। আত্ম-উন্নয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের আত্ম-মূল্যায়ন। আত্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক নিজের মধ্যে যে বঞ্চিত পরিবর্তন আনতে পারেন, তা-ই শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন। শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান বলতে নিরন্তর বা অব্যাহতভাবে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের কৌশল অবলম্বন করাকে বোঝায়। আত্ম-উন্নয়নের জন্য শিক্ষক তার প্রতিফলন দিনলিপিতে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লিখে রাখবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষক তার সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারবেন। ফলে এটি তার পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একজন শিক্ষককে তাই ক্রমাগত আত্ম-উন্নয়নের জন্য যেসব কৌশল আবলম্বন করতে হবে তা হলো–

১. শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করা;
২. সহকর্মীদের মতামত গ্রহণ করা;
৩. আত্ম-মূল্যায়ন করা;
৪. প্রতিফলন দিনলিপি অনুসরণ করা;
৫. কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা।

সুপাঠ্যাভ্যাস কী

জ্ঞান আহরণের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো পঠন। নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটে থাকে। তাই মানবজীবনে দক্ষতা অর্জনের জন্য পঠন-পাঠনের কোন বিকল্প নেই। নিয়মিত ও ধারাবাহিক পাঠ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। ভালো পঠন হচ্ছে কোন বিষয়বস্তু জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে ও সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে পাঠ করা। পাঠ্যাভ্যাস একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আল-হাদিসের একজন শিক্ষক হাদিসের বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নতুন ধারণা বা জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত পাঠ্যবই, সহায়ক গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে শিখন অভ্যাস গড়ে তোলাকে সুপাঠ্যাভ্যাস বলে অভিহিত করা হয়। সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রে স্বশিখন একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। কোনো বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষক ব্যতীত নিজের প্রচেষ্টায় একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন,

অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে যথার্থ শিখন সম্পন্ন করা স্বশিখন। এর মাধ্যমে সুপাঠ্যাভ্যাস গঠন, জ্ঞানের গভীরতা ও পারদর্শিতা বৃদ্ধি, পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তির আত্ম-মূল্যায়ন, আত্ম-মূল্যায়নের পর সংশোধন ও আত্মগঠন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

সুপাঠ্যাভ্যাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

নিম্নোক্ত কারণে সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। যেমন–

- শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে পড়া;
- পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বেশি বেশি পড়া;
- পাঠ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য;
- পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য;
- জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য;
- নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য;
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য;
- শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য;
- বাচনভঙ্গী ও ভাষার দক্ষতা অর্জনের জন্য;
- শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য;
- প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য;
- জড়তা দূর করার জন্য।

আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের পদ্ধতি ও কৌশল

অব্যাহত আত্ম-উন্নয়নের জন্য পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান একজন শিক্ষক নিম্নোক্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুপাঠ্যাভ্যাসের মাধ্যমে নিজের আত্ম-উন্নয়ন করতে পারেন। যেমন–

- পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলনের মাধ্যমে;
- নিয়মিত জার্নাল, নিউজ লেটার ও দৈনিক পত্রিকা পাঠ করে;
- ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার ব্যবহার করে;
- শিক্ষা সংবাদ, শিক্ষা বার্তা, সাময়িকী ও মানসম্মত জ্ঞানের বই পাঠের মাধ্যমে;
- পূর্ব নির্ধারিত বা ইন্টারনেট থেকে নেয়া বিষয়-সংশ্লিষ্ট ভিডিও দর্শনের মাধ্যমে;
- বাউবি পরিচালিত টিভি ও রেডিওতে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত শোনার মাধ্যমে;
- প্রতিফলন ডায়েরির যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে;
- শিক্ষা গবেষণামূলক বই ও প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পাঠ করে;
- শিক্ষক নিজে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থেকে এবং শিক্ষার্থীদেরকে অর্পিত কাজ দিয়ে এ দু'য়ের সমন্বয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন;
- সেমিনার, কর্মশালা, দলীয় আলোচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করে;
- অভিজ্ঞজনদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে;
- দলীয়ভাবে বিষয়বস্তু চর্চা করার মাধ্যমে;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কাজ বণ্টন করে;
- অর্জিত জ্ঞানের পর্যালোচনা করে;

- ধারাবাহিকভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করে।

সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আরো যেসব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন তা হলো–

- শুদ্ধ করে পাঠ করার অভ্যাস করা;
- অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করা;
- মনোযোগ দিয়ে পড়া;
- জানা বা শেখার জন্য পড়া;
- পুনরাবৃত্তি করা;
- পাঠ্যাংশ নিয়ে অন্যদের সাথে মতবিনিময় করা;
- ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা;
- পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- নিয়মিত পাঠ বা অধ্যয়ন করা;
- সতীর্থদের সাথে আলোচনা করা;
- অভিধান ও বিশ্বকোষ ব্যবহার করা;
- পাঠের প্রতি প্রেষণা বা আগ্রহ সৃষ্টি করা;
- সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা।

মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত S, Q ও R পদ্ধতি

ফলপ্রসূ ও কার্যকর অধ্যয়নের জন্য দক্ষতার সাথে পঠন ও শিখন অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যে কোনো উত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত S, Q ও R পদ্ধতিঃ এবং MURDER পদ্ধতিঃ পাঠ্য বই অধ্যয়নের জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতির ধাপগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো–

Survey (জরিপ): যে বইটি পড়া হবে প্রথমে তার নাম, লেখক ও প্রকাশকের নাম, সাল/তারিখ, সূচিপত্র, উপ-শিরোনাম, ব্যবহৃত চিত্র ও সারণি প্রভৃতি এক নজরে দেখে নেয়া প্রয়োজন।

Question (প্রশ্ন করা): সম্ভাব্য উত্তরের অংশটুকু সম্পর্কে নিজে নিজে প্রশ্ন তৈরি করা। অবশ্য পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন পূর্বেই দেওয়া থাকে।

Read (পড়া): এ পর্যায়ে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখকের মূল কথা বা Point গুলো কালার পেন্সিল দিয়ে মার্ক করে নেয়া উত্তম। এতে দুর্বোধ্য, কঠিন শব্দ বা প্রত্যয়সমূহ চিহ্নিত করে নেয়া সংগত। এটি অধ্যায় ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Recall/Recite (স্মরণ/ আবৃত্তি করা): প্রতিদিনের পাঠ থেকে ও গুরুত্বপূর্ণ Point গুলো থেকে যা কিছু শেখা হলো, তা চিন্তা করে বের করতে হবে। বিভিন্ন শিরোনামের মূল বক্তব্য কী? কী কী প্রশ্ন হতে পারে? এসব আবৃত্তির মাধ্যমে আওড়াতে হবে। বার বার একাজটি করার ফলে ভুল-ভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব হবে।

Review (পর্যালোচনা): নির্ধারিত বিষয়টি পুনঃ পুনঃ পাঠ ও আবৃত্তির ফলে নির্ভুলতার মাত্রা কমে আসে। ভুলে যাওয়া অংশকে স্থায়ীভাবে স্মরণে রাখার জন্য সপ্তাহে অন্তত একবার পুরাতন পাঠ পড়া প্রয়োজন। এতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ ও তা মনে রাখা সহজ হয়।

MURDER পদ্ধতি: এর ধাপসমূহ নিম্নরূপ–

Mood (মেজাজ বা ভাব): ভয় ভীতি বা পূর্বের সমস্যা মন থেকে দূর করে সাহসী, আত্ম-বিশ্বাসী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ শুরু করা।

Understand (উপলব্ধি করা): পাঠের প্রয়োজনীয় অংশ বুঝে পড়া দরকার। অল্প অল্প করে পাঠ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। রঙিন পেন্সিল দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিহ্নিত করা উত্তম।

Recall (স্মরণ): পাঠ করা অংশ থেকে আয়ত্ত করা অংশটুকু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারা ভালো পদ্ধতি। বক্তব্য উপস্থাপনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অংশ বাদ না পড়ে।

Digest (রপ্ত বা আয়ত্ত করা): যে বিষয়সমূহ প্রথমবার পাঠ করার সময় বুঝা যায়নি সেগুলো অন্যান্য উৎসের সহায়তায় অথবা শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

Expand (সম্প্রসারণ): পঠিত বই সম্পর্কে নিজেকে ৩টি প্রশ্ন করা যায়। যেমন–

১. বইয়ের লেখকের সাথে কথা বলার সুযোগ হলে আমি তাকে কী কী প্রশ্ন করবো বা তার বইয়ের কীভাবে সমালোচনা করবো।
২. বই পড়ে আমি যা শিখলাম তা কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করবো।
৩. আমার পঠিত বিষয়বস্তু কীভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে আগ্রহ উদ্দীপক ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে পারি।

মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা যায়। যা একজন আদর্শ শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

Index পদ্ধতি:

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনার পর Index পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের অগ্রগতি যাচাই করা যায়। পড়া কতটুকু বুঝো গেল আর কতটুকু বাকী আছে তা Index পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হবে। Index পদ্ধতির ধাপসমূহ নিম্নরূপ–

১. যে বই, নোট বা আর্টিকেল পড়তে Index পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে প্রথমে সেটি পড়ে ফেলতে হবে।
২. যে অংশটি পড়া শেষ হলো সেখান থেকে প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে। এবার ভাবতে হবে আমি শিক্ষক হলে এখান থেকে পরীক্ষার জন্য কী কী প্রশ্ন করতাম।
৩. পঠিত অংশের যেসব শব্দ বা বাক্য বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তা রঙিন কালি দিয়ে চিহ্নিত করুন।
৪. এরপর প্রয়োজন মত Index কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্য আর্ট পেপার কেটে ঘরেও Index কার্ড বানানো যায়।
৫. এবার ২নং ধাপের প্রশ্নসমূহ এবং ৩নং ধাপের যে যে শব্দ বা বাক্য চিহ্নিত করা হয়েছে প্রত্যেক কার্ডের পেছনে সেগুলোর একটি করে লিখতে হবে। প্রত্যেক কার্ডের সামনের দিকটা ফাঁকা এবং পেছনের দিকটায় একটি করে প্রশ্ন বা বাক্য লেখা হয়ে গেল।
৬. এরপর যেসব কার্ডের পেছনে প্রশ্ন লেখা রয়েছে সেসব কার্ডের সামনের ফাঁকা জায়গায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। আর যেসব কার্ডের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা বাক্য লেখা আছে সেসব কার্ডের সামনের ফাঁকা স্থানে শব্দ বা বাক্যের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা লেখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর ও শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা অবশ্যই নিজের ভাষায় লিখতে হবে।
৭. এবার কার্ডগুলোকে এলোমেলোভাবে সাজাতে হবে অর্থাৎ কার্ডগুলোকে অদল-বদল করতে হবে।

৮. এরপর সবচেয়ে উপরের কার্ডটি তুলে নিতে হবে। কার্ডের পেছনের দিকটায় তাকিয়ে দেখতে হবে যদি সেখানে একটি প্রশ্ন থাকে তবে বিপরীত পার্শ্বের উত্তরটি মনে মনে নিজেকে বলতে হবে। আর যদি শব্দ বা বাক্য থাকে তবে তার সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা করতে হবে। এবার কার্ডটি উল্টো করে দেখতে হবে উত্তর ঠিক হলো কিনা। উত্তর সঠিক হলে কার্ডটি টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিতে হবে। উত্তর ভুল হলে সঠিক উত্তর দেখে নিয়ে কার্ডটিকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর পরের কার্ডটি ওঠাতে হবে।

৯. এভাবে সবগুলো কার্ডের ওপর একবার চোখ বুলানোর পর বুঝতে হবে যে, ড্রয়ারের কার্ডগুলো নিয়ে আর ভাবতে হবে না। একপাশে সরিয়ে রাখা কার্ডগুলো নিয়ে এবার বসতে হবে। ৮নং ধাপ অনুযায়ী এগুলো থেকে আবার একটি করে কার্ড টেনে তুলে পূর্বের নিয়মে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে কয়েকবার চালাতে থাকলে এক সময় সবগুলো কার্ড ড্রয়ারে ঢুকে যাবে। অর্থাৎ সবগুলো কার্ডের প্রশ্ন, শব্দ বা বাক্যের উত্তর, সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা আয়ত্তে এসে যাবে।

আল-হাদিসের একজন আদর্শ শিক্ষক বা পাঠক উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের যে কোনো এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অনুধ্যান বলতে কী বোঝায়?
ক. শিক্ষকের দক্ষতা অর্জন
খ. ধারাবাহিকভাবে বা ক্রমাগতভাবে শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়ন
গ. শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন
ঘ. শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নয়ন

২. সুপাঠ্যাভ্যাসের প্রয়োজন কী?
ক. পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য
খ. জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য
গ. নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য
ঘ. সব উত্তরই সঠিক

৩. S, Q ও R পদ্ধতিটি কোন মনোবিজ্ঞানীর?
ক. মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত
খ. ডোনাল্ড শন (Donald Schon)
গ. কার্ট লিউইন
ঘ. উডওয়ার্থ

৪. মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত S, Q ও R পদ্ধতির R-এর অর্থ কি?
ক. Recall/Recite (স্মরণ/আবৃত্তি করা)
খ. Read (পড়া)
গ. Review (পর্যালোচনা)
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

উত্তরমালা: ১. খ; ২. ঘ; ৩. ক; ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যানের সংজ্ঞা ও ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. সুপাঠ্যাভ্যাস কী তা উল্লেখ করুন।
৩. সুপাঠ্যাভ্যাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৪. সুপাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য MURDER পদ্ধতির ধাপসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আত্ম-উন্নয়ন বিষয়ী অনুধ্যান ও সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনের পদ্ধতি ও কৌশল বর্ণনা করুন।
২. মনোবিজ্ঞানী রবিনসন প্রদত্ত S, Q ও R পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৩. সুপাঠ্যাভ্যাস গঠনে Index পদ্ধতির প্রয়োগ আলোচনা করুন।

ইউনিট ৮: আল-হাদিস শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর উপায়

ভূমিকা

আধুনিক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ঝোঁক-প্রবণতা বা গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী সফলভাবে পাঠদান করা সম্ভব হবে না। পাঠদানকে কর্মমুখী ও জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য শ্রেণি শিক্ষককে দক্ষ ও কৌশলী হতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আল-হাদিসের একজন শিক্ষককে পাঠদানের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি, শ্রেণি সক্ষমতা বৃদ্ধি, যথাযথ মূল্যায়ন, ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তবেই আল-হাদিসের শিক্ষকের পক্ষে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে পাঠদান পরিচালনা করা সম্ভব হবে। শিক্ষকের বিষয়গত গভীর জ্ঞান, পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ, পাঠদান পদ্ধতির সফল প্রয়োগ, শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের প্রেষণাদান প্রভৃতি কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে থাকে। আল-হাদিসের শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি প্রয়োগ করলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে একজন শিক্ষক আল-হাদিস পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিকট বাস্তব ঘটনা বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষকে প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারেন।

এ ইউনিটে মাদরাসায় আল-হাদিস পাঠদানে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর পরিবেশ তৈরি, শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গঠনকালীন মূল্যযাচাই, বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ এবং শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়বস্তুকে নিচের পাঁচটি পাঠে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইউনিট ৮.১	:	মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা
ইউনিট ৮.২	:	আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
ইউনিট ৮.৩	:	প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার
ইউনিট ৮.৪	:	বিভিন্নতার ভিত্তিতে শিখন সফলতা বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ
ইউনিট ৮.৫	:	সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

পাঠ ৮.১: মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরি করা

উদ্দেশ্য

এ পাঠঅধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখন পরিবেশের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখন পরিবেশের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরির বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরির উপকরণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ

কার্যকর শিখনের জন্য সুষ্ঠু শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ অপরিহার্য। সংক্ষেপে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ বলতে শিখনের ইতিবাচক ও অনুকূল পরিবেশকেই বুঝায়। অর্থাৎ মাদরাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আল-হাদিসের বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের লক্ষে সহায়ক শিক্ষা সামগ্রী, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতির সমন্বয়ে পাঠদানের যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে তা-ই আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ। বস্তুত, যে পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন কাজ ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলে সে পরিবেশকেই শিখন বান্ধব পরিবেশ বলা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা জীবনের এক বিরাট অংশ শ্রেণিকক্ষে ব্যয় করে থাকে। তাই আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ অবশ্যই আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। আল-হাদিসের জন্য নির্ধারিত শ্রেণিকক্ষটি হতে হবে অত্যন্ত সাজানো গোছানো ও পরিপাটি, বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সজ্জিত, শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী আসনের সুব্যবস্থা, পাঠদান পদ্ধতি হতে হবে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক ও সহযোগিতামূলক এবং সামগ্রিক পরিবেশ হবে সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তবেই আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠবে এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণে আগ্রহী হবে। মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. শিক্ষণ-শিখনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ
২. শিক্ষণ-শিখনের বাহ্যিক পরিবেশ
৩. শিক্ষণ-শিখনের সামাজিক পরিবেশ

১. আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ

শিক্ষার্থীরা যে শ্রেণিকক্ষে শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকে সে কক্ষের ভেতরের পরিবেশকে আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলা হয়। শ্রেণিকক্ষের ভেতরটা অবশ্যই সাজানো গোছানো হতে হবে। আল-হাদিসের বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষটি সাজাতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। শিক্ষার্থীদের বসার সুব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক যাতে দলগত কাজ করাতে পারেন সেদিকটি বিবেচনায় নিয়ে আসন বিন্যাস করতে হবে। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করবেন। অর্থাৎ পাঠদান পদ্ধতি হতে হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, সহযোগিতামূলক ও আনন্দদায়ক।

আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে দেয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। শিক্ষার্থীরা যেন সহজেই

তাদের কাজ উপস্থাপন করতে পারে তার জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে বুলেটিন বোর্ড, ক্লিপ বোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড ইত্যাদি স্থাপন করে রাখতে হবে। এছাড়া উদ্দীপিত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শ্রেণিকক্ষের ভেতরের দেয়ালে বিষয় সংশ্লিষ্ট আল-কুরআন ও আল-হাদিসের বাণী, চার্ট ও মানচিত্র ঝুলিয়ে রাখা প্রয়োজন। দেয়ালের রক্ষিত বুলেটিন বোর্ডে শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংগ্রহ করা বিভিন্ন খবর, খবর সংশ্লিষ্ট ছবি ও দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকলে একদিকে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও প্রতিভার বিকাশ ঘটবে অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ আকর্ষণীয় হবে।

২. শিক্ষণ-শিখনের বাহ্যিক পরিবেশ

যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমসম্পন্ন করে থাকে তার বাইরের পরিবেশই বাহ্যিক পরিবেশ। শ্রেণিকক্ষের আকৃতি ও গঠন বর্গাকৃতির হওয়া উচিত। কক্ষের দেয়াল সবুজ রঙেরও ছাদ সাদা রঙের বা মিষ্টি কোনো কালারের হওয়া বাঞ্ছনীয়। করিডোর, সিড়ি, ওয়াশ-রুম, আশ-পাশ, চলাচলের রাস্তা, খেলার মাঠ ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বিভিন্ন গাছ-পালা ও ফুলের বাগান করে মাদরাসার বাহ্যিক অঙ্গনকে চিত্তাকর্ষক ও মনোরম করে গড়ে তুলতে হবে।

৩. শিক্ষণ-শিখনের সামাজিক পরিবেশ

যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সে অর্থে মাদরাসা ও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আল-হাদিসের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণ-শিখনের সামাজিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখনের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে যাতায়াতের সুব্যবস্থা থাকবে এবং স্থানটি হবে কোলাহল মুক্ত। কোনো প্রকার শব্দ দূষণ ও বায়ু দূষণ যাতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ না হয় এবং শিখন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। বাইরের যে কোনো নেতিবাচক পরিবেশ যেমন– গাড়ি বা কল-কারখানার বিকট শব্দ ও কালো ধোঁয়া, বাজারের হৈ-হুল্লা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মনোযোগ ও একাগ্রতা যাতে নষ্ট করতে না পারে সেদিকে বিশেষ নজর রেখেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির কৌশল

মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করা যায়, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

সহযোগিতামূলক আবহ সৃষ্টি: আল-হাদিস বিষয়ে সুষ্ঠু ও কার্যকর শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরির জন্য শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হতে হবে বন্ধু ভাবাপন্ন ও সহযোগিতামূলক। শিক্ষক শিক্ষার্থী একে অপরের মনে আঘাত দেওয়া বা শিক্ষার্থীদেরকে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং শিক্ষকের কড়া মেজাজ প্রদর্শন ইত্যাদি নেতিবাচক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে।

সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পবিশেন করা: শিক্ষক আল-হাদিসের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে যা কিছু বলতে বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শেখাতে চান, তা যেন সুস্পষ্টও নির্ভরযোগ্য হয়। এর মধ্যে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা বা গোজামিল যেন না থাকে, সর্বোপরি শিক্ষকের দেওয়া তথ্যসমূহ নির্ভুল ও সন্দেহমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়বে, যা গোটা শিক্ষা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করবে। শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে এমন কোন প্রত্যাশা জাগাবেন না, যা বাস্তবায়ন অসম্ভব বা বাস্তবায়নে সন্দেহ আছে।

মনোযোগ আকর্ষণ করা: আল-হাদিসের শ্রেণিকক্ষে মূলপাঠ উপস্থাপনের পূর্বে একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এমন সব কৌশল অবলম্বন করবেন, যাতে শিক্ষর্থীদের মনোযোগ শিক্ষকের দিকে থাকে। যেমন– শিক্ষামূলক গল্প বলা, সমকালীন ঘটে যাওয়া সত্য ও বাস্তব ঘটনা বলে পাঠদান শুরু করা,

চিত্তাকর্ষক কোনো প্রাকৃতিক ছবি বা দৃশ্য প্রদর্শন করা অথবা এমন ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্ন দিয়ে ক্লাস আরম্ভ করা, যার উত্তর প্রায় সকল শিক্ষার্থীর জানা আছে ইত্যাদি নানা কৌশলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কাজ তদারক করা: শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজ বা বাড়ির কাজ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই শিক্ষক অর্পিত কাজ যথাযথভাবে দেখা শুনা ও তদারক করবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ না হারায় বা বিরক্ত না হয়ে পড়ে।

মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশ: শিক্ষার্থীরা সাধারণত এমন পরিবেশ পছন্দ করে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে আল-হাদিস শিখনের পরিবেশ এমন হতে হবে যা গুরুগম্ভীর না হয়ে শিক্ষার্থীদের চিত্তের বিকাশ ঘটানোর উপযোগী হয়।

নিয়মনীতি ঠিক করা: শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পাঠদানের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মনীতি স্থির করবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করেই এটি করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে তা শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হতে হবে। নিয়ম ভঙ্গ করলে কী শাস্তি ভোগ করতে হবে তাও শিক্ষার্থীদের জানা থাকা প্রয়োজন। নিয়মনীতির প্রয়োগ যেন প্রহসন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ নিয়ম যেন স্থান, কাল পাত্রভেদে ভিন্ন না হয়, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও চাহিদা জানা: আল-হাদিসের পাঠ গ্রহণে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমস্যা কী বা তারা কী ধরনের শ্রেণি কার্যক্রম প্রত্যাশা করে শিক্ষকের তা জানা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন লজ্জা ও ভয় পেয়ে দূরে সরে না থাকে সে ব্যাপারে শিক্ষক সচেতন ও সতর্ক থাকবেন। বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষক সবসময় শিক্ষার্থীদের খোঁজ খবর রাখবেন।

পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা: শ্রেণিকক্ষে আল-হাদিস পঠন-পাঠনের পরিবেশ শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কথা ও আচরণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনো অবস্থাতেই পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ নষ্ট না হয়। পাঠের ধারাবাহিকতা ও সাবলীল গতিধারা অক্ষুণ্ন রেখেই পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা: আল-হাদিসের পাঠদানে শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শিক্ষক নিয়মনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিধাহীন ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করবেন। শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে কোনো অন্যায় করবেন না। যেমন– পক্ষপাতিত্ব করা, দেরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করা, ক্লাসের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই ক্লাস থেকে বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। একই সাথে শ্রেণি শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান আচরণ করবেন এবং নিয়মনীতি প্রয়োগে অবিচল থাকবেন।

প্রত্যক্ষ বাক্য প্রয়োগ করা: শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত নির্দেশনা দেওয়ার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে কোনো কথা বলার সময় শিক্ষকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলবেন। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রত্যক্ষ বাক্য অর্থাৎ হ্যাঁ সূচক বাক্য ব্যবহার করবেন, না সূচক বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলবেন।

আকর্ষণীয় পাঠদান: মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের আগমনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। শিক্ষক আল-হাদিসের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণের বিকল্প নেই। আল-হাদিসের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের কাজটি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিকট বিভিন্ন কৌশলে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

পাঠ-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার: আল-হাদিসের শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জ্ঞানলাভ

করবে এবং এতে শিক্ষা স্থায়ী হবে। উপকরণ এমনভাবে স্থাপন বা সাজাতে হবে যাতে সকল শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ আসনে বসে সহজে দেখতে পায়।

সকল শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের মূল কাজ হচ্ছে পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা। এক্ষেত্রে শিক্ষক মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন এবং শুধু মেধাবী বা ভালো শিক্ষার্থীদের প্রতি বেশি মনোযোগ না দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতিও সমান মনোযোগ দেবেন।

শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা: পাঠের প্রতি অহেতুক ভীতি বা অনীহার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে বা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশংসা ও অভয় প্রদানের মাধ্যমে তাদের ভয়-ভীতি দূর করার কৌশল গ্রহণ করবেন।

প্রেষণা সৃষ্টি: প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অফুরন্ত শক্তি ও অমিত সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা বা উৎসাহ সৃষ্টি করা। এজন্য শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। তবেই তারা পাঠগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠবে।

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা: শ্রেণিকক্ষের আকার-আয়তন পাঠদান উপযোগী হলেও সেটি যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হয়, তবে তাকে সুষ্ঠু পাঠদান উপযোগী শ্রেণিকক্ষ বলা যাবে না। সুতরাং শ্রেণিকক্ষটি অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। এজন্য নিয়মিত শ্রেণিকক্ষের দেয়াল, মেঝে ও আসবাবপত্রের ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হবে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর যেন একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সকলকেই এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। ক্লাস শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা ছেঁড়া কাগজ ও অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করাতে পারেন এবং বসার আসন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে বলতে পারেন।

আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সাজানো: শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র হালকা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীরা সরাতে পারে। শিক্ষার্থীদের দৈহিক গঠন, বয়স ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের ব্যবহার উপযোগী করে আসবাবপত্র তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থার পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে সাদাবোর্ড, চকবোর্ড, শিক্ষকের লেকচার টেবিল ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ যেমন– ম্যাপ, চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করতে হবে। OHP ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম শ্রেণিকক্ষে থাকতে পারে। তাহলে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সুন্দর ও পাঠদান উপযোগী হবে।

কার্যকর ও নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ: আল-হাদিসের শ্রেণিকক্ষ কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় হলেই হবে না; বরং শ্রেণিকক্ষটি হতে হবে শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর পাঠদান উপযোগী। যে কোনো দুর্ঘটনার সময় যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিরাপদ থাকেন, সেদিকে লক্ষ রেখেই শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করতে হবে। যেমন– বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিরাপদ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষে থাকতে হবে। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা এবং কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে যাতে সকলেই নিরাপদে শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার নিশ্চিয়তা থাকতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবস্থান: আল-হাদিসের পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবস্থান, চলাফেরা বা গতিবিধি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবস্থান এমন হতে হবে, যাতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি নজর রাখা যায়। শিক্ষক একস্থানে দাঁড়িয়ে বা বসে না থেকে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর রাখবেন ও পাঠে সহায়তা করবেন।

মাদাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির উপকরণ

মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির উপকরণসমূহ নিম্নরূপ:

- আল-হাদিসের পাঠদান উপযোগী শ্রেণিকক্ষ, যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদরাসা প্রশাসনের যথোপযুক্ত সহযোগিতা;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক;
- পাঠ গ্রহণ উপযোগী শিক্ষার্থী;
- মক্কা, মদিনা ও হাদিস সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য স্থানের ছবি সম্বলিত পোস্টার;
- মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত সৌদি আরবের মানচিত্র;
- স্বল্পব্যয়ে সংগ্রহকৃত শিক্ষা উপকরণ;
- প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বসার স্থান;
- শিক্ষকের বসার স্থান উঁচু হওয়া উচিত;
- দুটি বেঞ্চের মাঝে চলাচলের জন্য ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে;
- পাঠ্য পুস্তক ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ সমৃদ্ধ লাইব্রেরি;
- সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ কী?
ক. শিক্ষণ-শিখনের আধুনিক পাঠ্যসূচী
খ. শিক্ষণ-শিখনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ
গ. শিক্ষণ-শিখনের সামগ্রিক অনুকূল পরিবেশ
ঘ. শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ

২. শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?
ক. শ্রেণিকক্ষটি হতে হবে অত্যন্ত সাজানো গোছানো ও পরিপাটি
খ. বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সজ্জিত
গ. পাঠদান পদ্ধতি হতে হবে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক ও সহযোগিতামূলক
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

৩. মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৩ ভাগে
খ. ২ ভাগে
গ. ৫ ভাগে
ঘ. ৪ ভাগে

৪. ক্লাস শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা কী কাজ করাতে পারেন?
ক. পড়া দিয়ে ক্লাসে বসিয়ে রাখতে পারেন
খ. ছেঁড়া কাগজ ও ময়লা পরিষ্কার করতে এবং বসার আসন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে বলতে পারেন
গ. মাঠে খেলার সুযোগ করে দিতে পারেন
ঘ. কোনো বিষয়ে লিখতে দিতে পারেন

উত্তরমালা: ১. গ; ২. ঘ; ৩. ক; ৪. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ কী তা ব্যাখ্যা করুন।
২. মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের বাহ্যিক পরিবেশ বর্ণনা করুন।
৩. মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের সামাজিক পরিবেশ আলোচনা করুন।
৪. মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির উপকরণসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশেকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তা উল্লেখপূর্বক অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বর্ণনা করুন।
২. মাদরাসায় আল-হাদিস শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির কৌশল আলোচনা করুন।

পাঠ ৮.২: আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

উদ্দেশ্য

এ পাঠঅধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণা বলতে পারবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উপকরণের সাহায্যে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণা

শিক্ষার লক্ষ অর্জন করতে হলে আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। একজন শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান, পাঠ উপস্থাপন, পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সক্ষমতা, নিজস্ব আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিষয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই মাদরাসা শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষক নির্দেশিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থসমূহ, বিষয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল, সাময়িকী এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনসমূহ থেকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, লাইব্রেরি ওয়ার্ক ও ইন্টারনেট ইত্যাদি উৎস থেকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণিকার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত পাঠাগার ও আত্ম-মূল্যায়নের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। জ্ঞান আহরণের উপরোক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ্যবই, সহায়ক গ্রন্থাবলি ও অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ত করেন এবং শ্রেণি কার্যক্রমে তা ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

যে কোনো কাজের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। অন্য কথায় প্রশিক্ষণ, যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার। সুতরাং আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণিকার্যক্রমে ব্যবহারে শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যকীয় একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন এবং শিক্ষণ তত্ত্ব, পেশাগত জ্ঞান ও পাঠদান পদ্ধতি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষণতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক মাদরাসা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পরিকল্পনা এবং শ্রেণি পাঠদানকে আকর্ষণীয় করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন। প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে স্বল্প মেধাসম্পন্ন, পশ্চাৎপদ বা পাঠে ধীরগতির শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন এবং তাদের পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে থাকে। এছাড়া ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ আল-হাদিসের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নির্ভুল পদ্ধতি, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ কৌশল এবং যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শ্রেণিকার্যক্রম ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়

আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আল-হাদিসের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক যেমন নিজের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারেন, তেমনি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহ আয়ত্ত করে শ্রেণি পাঠদানকে সাফল্য মণ্ডিত করতে পারেন।

২. আল-হাদিসের প্রশিক্ষণার্থীগণ মাদরাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, পাঠদান পরিকল্পনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা ও পুরস্কৃত করার মাধ্যমে প্রেষণাদান, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণের যৌক্তিক ব্যবহার, আল-হাদিসের বিষয় বস্তুসমূহ বিশ্লেষণ ও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে শ্রেণি কার্যক্রমে তা ব্যবহার করতে পারেন।

৩. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীগণ আল-হাদিসের পাঠ্যসূচি ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত সহায়কর গ্রন্থাবলির সাহায্যে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করার সুযোগ লাভ করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দাখিল পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণির সিলেবাস সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লাভ করেন, যা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তার শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারেন।

৪. আল-হাদিসের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য মাদরাসাসমূহ এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, যেমন– বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই)-এর পাঠাগার সমৃদ্ধ করা খুবই প্রয়োজন। এছাড়া আল-হাদিসের বিষয় সংশ্লিষ্ট সহায়ক গ্রন্থসমূহ, জার্নাল, সাময়িকী প্রভৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের আল-হাদিসের শ্রেণিতে ব্যবহার উপযোগী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল-হাদিসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে উপস্থিত বক্তৃতা, সেমিনার ও বিতর্কের আয়োজন করতে পারেন।

৬. দাখিল পর্যায়ের শিক্ষাকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তুলতে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা শ্রেণিকক্ষে তাদের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, নৈপুণ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন করতে সক্ষম হবেন। ফলে এমন নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক গড়ে উঠবে যারা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল

প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল নিম্নে তুলে ধরা হলো–

- আল-হাদিসের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট শ্রেণির বা স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন;
- দাখিল পর্যায়ের আল-হাদিসের বিষয়সমূহের পরিসর ও কাঠামো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করবেন;
- দাখিল স্তরের আল-হাদিসের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষে আল-কুরআন, হাদিস, নাহু, ছরফ, বাংলা ও ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়ের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবেন;
- দাখিল স্তরের আল-হাদিসের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন;
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও মাদরাসাসমূহ পাঠাগারে আল-হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সহায়ক গ্রন্থাদির ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে পারেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজের উদ্যোগে আল-হাদিস, সহায়ক গ্রন্থাবলি ও অন্যান্য তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থের পাঠাগার গড়ে তোলে জ্ঞানার্জনে ব্যাপক চর্চা ও লেখাপড়ার মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন;

- প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ উদ্যোগে হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাস ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকী ইত্যাদিতে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করতে পারেন;
- বাংলাদেশ মাদরাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণার্থীদের আল-হাদিস ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি সঞ্জিবনী ও পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে শ্রেণি পাঠদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

অমুদ্রিত উপায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল

- শ্রেণিতে দক্ষ ও সাবলীলভাবে পাঠ উপস্থাপন করে;
- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স, দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধিমত্তা বিবেচনা করে পাঠ উপস্থাপন করে;
- আল-হাদিসের বিষয়বস্তু শ্রেণিতে সহজভাবে উপস্থাপন করে;
- শ্রেণিতে বিমূর্ত বিষয়কে সহজে ও মূর্তভাবে উপস্থাপন করে;
- শিক্ষাদান ও গ্রহণে বৈচিত্র্য আনয়ন করে;
- অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে;
- শ্রেণি পাঠদানকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও প্রাণবন্ত করার মাধ্যমে;
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল ও প্রসারিত করার মাধ্যমে;
- আল-হাদিসের বিষয় অন্তর্ভুক্ত নিজ দেশ ও সমকালীন বিশ্বে বিরাজমান নানা সমস্যা ও ঘটনাবলী নিয়ে সেমিনার, বিতর্ক ও ওয়ার্কশপের আয়োজনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন;
- শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি দূর করে চিন্তনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে;
- শিক্ষর্থীদের জ্ঞানের ভিত্তিকে মজবুত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার মাধ্যমে;
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করে ও প্রেষণাদানের মাধ্যমে।

সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আল-হাদিসের শিক্ষকের অর্জিত গুণাবলি

সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে আল-হাদিসের একজন শিক্ষকের যেসব গুণাবলি অর্জন করা প্রয়োজন তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

- শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে আল-হাদিসের একজন আদর্শ শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন;
- শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন;
- জটিল সংজ্ঞা ও ধারণাসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যাদান করবেন;
- তিনি শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকবেন;
- পাঠদানের উপযুক্ত পদ্ধতি ও সঠিক কৌশল প্রয়োগ করবেন;
- যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলবেন;
- পাঠ্যসূচিভুক্ত পাঠসমূহকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে প্রতিদিন পাঠ উপস্থাপন করবেন;
- শিক্ষাদানকে সুবিন্যস্ত, কর্মমুখী ও আনন্দময় করে তুলবেন;
- সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের মনে পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও উৎসাহ প্রদান করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স, মেধা, অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে পাঠের ধারণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন;
- আদর্শ শিক্ষকের পাঠদানের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হবে;
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবে;
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব ও তথ্য পেতে সদা সচেষ্ট থাকবেন;
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হবেন;

- শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবেন;
- পরীক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান সম্পন্ন হবেন;
- আল-হাদিস বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে অনুরাগ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিক ও তাদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবেন;
- আল-হাদিসের প্রতিটি ঘটনার পিছনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবেন;
- নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সজাগও সচেতন থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কেন প্রয়োজন?
ক. নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য
খ. জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য
গ. অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য
ঘ. কেবল কৌশল আয়ত্ত করার জন্য

২. প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় কী?
ক. প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে
খ. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, পাঠদান পরিকল্পনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে
গ. সহায়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করার মাধ্যমে
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

৩. জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কী জরুরি?
ক. শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক
খ. তেমন প্রয়োজন নেই
গ. প্রশিক্ষণ নিলে ভালো হয়
ঘ. প্রশিক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই

৪. মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে কয়টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে?
ক. ৩টি
খ. ২টি
গ. ১টি
ঘ. ৫টি

উত্তরমালা: ১. খ; ২. ঘ; ৩. ক; ৪. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. অমুদ্রিত উপায়ে শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশলসমূহ উল্লেখ করুন।
৪. সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে আল-হাদিসের শিক্ষকের অর্জিত গুণাবলি উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলকপ্রশ্ন

১. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় উল্লেখ করুন।
২. শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল বর্ণনা করুন।

পাঠ ৮.৩: প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠঅধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার আলোচনা করতে পারবেন।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই কী

মূল্যযাচাই হলো শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া। মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপ করা সম্ভব হয়। গঠনকালীন মূল্যযাচাই-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Formative Assessment। ইংরেজি Form শব্দের অর্থ হলো তৈরি করা, গঠন করা, উপযুক্তকরণ ইত্যাদি। আর Assessment শব্দের অর্থ হলো মূল্যমান নির্ধারণ, মূল্যযাচাই, মূল্যরূপ ইত্যাদি। গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলতে বোঝায় সারা বছর শিখন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি ও আচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে যে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন– শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, মৌখিক অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, কুইজ, চেকলিস্ট ইত্যাদি গঠনকালীন মূল্যযাচাই বা Formative Assessment প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর মননশীল ক্ষেত্রের পাশাপাশি তার আবেগিক ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের মূল্যযাচাই সম্ভব হয়। এছাড়া একজন শিক্ষার্থী সবগুলো শিখন অর্জন করেছে কিনা তা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী যাচাই করা যায়। এক কথায় গঠনকালীন মূল্যযাচাই হলো শিক্ষার্থীদের গঠন করার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়। গঠনকালীন মূল্যযাচাই সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Best & Khan-এর অভিমত হলো– "গাঠনিক মূল্যায়ন একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। Rag & Thamas-এর মতে, "শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়া গতমান উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য মূল্যায়নই হলো গাঠনিক মূল্যায়ন"। এ বল ও ফ্রিজবির মতে" পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য মূল্যযাচাই। "আহম্যানও ফ্লক-এর মতে, "গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে সময় থাকতে ফিডব্যাক দেয়, যার ভিত্তিতে শিখন-শিখানোর প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়। সফল শিখন বা সার্বিক শিখনের জন্য এখন ও আর কতটা পথ বাকী আছে তাও জানা যায়"। এটি গাঠনিক মূল্যযাচাই নামে ও পরিচিত।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়ক্রমিকমান উন্নয়নের জন্য গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে গঠনকালীন মূল্যযাচাই নির্দেশনাদান করে। এর মাধ্যমে শিখনের সময় ফলাবর্তন পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণার্থী কী শিখল বা কতটুকু অর্জন করলো ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা কোন পর্যায়ে, তা চিহ্নিত করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্টকরণে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাবর্তন ব্যবহার করতে পারেন। গঠনকালীন মূল্যযাচাই প্রশিক্ষণার্থী ঠিকমত শিখছে কিনা অথবা শিক্ষক সঠিকভাবে শেখাতে পারছেন কিনা তা নির্ণয়

করতে কাজে লাগে। প্রশিক্ষণার্থীর বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণা কোন পথে এগুচ্ছে অথবা প্রশিক্ষক যথাযথ শিখন পদ্ধতি অনুসরণ করছেন কিনা তা ও মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর ধারণা চিহ্নিত হয় এবং প্রশিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করতে পারেন। শিক্ষার্থীর চিন্তা দক্ষতা, মৌখিক উপস্থাপন, নেতৃত্বের বিকাশ, ব্যক্তি আচরণ, মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, ইত্যাদি উন্নয়নে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– (১) প্রশিক্ষকের নিকট গুরুত্ব ও (২) প্রশিক্ষণার্থীর নিকট গুরুত্ব।

১. প্রশিক্ষকের নিকট গুরুত্ব

- প্রশিক্ষণার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়;
- শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ণয় করা যায়;
- শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা নিরূপণ করা যায়।

২. প্রশিক্ষণার্থীর নিকট গুরুত্ব

- শিখনে অগ্রগতি হয়;
- দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা যায়;
- ভীতি দূর হয়;
- স্পষ্ট ধারণা অর্জিত হয়;
- আত্ম-প্রত্যয়ী ও আত্ম-বিশ্বাসী হওয়া যায়;
- প্রেষণা সৃষ্টি হয়;
- উত্তম পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশল

শ্রেণি পাঠদানকে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নির্ধারিত বিষয়ের ভূমিকা প্রদান, ফলাবর্তন, বাড়ির কাজ, পরবর্তী ক্লাসের ধারণা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি প্রশিক্ষককে লক্ষ রাখতে হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্ব জগত, গৃহ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সমাজের নানা ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। শিক্ষার্থীর চেনা পরিবেশ থেকে উদাহরণ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা পাঠ উপস্থাপন করলে শিক্ষর্থীরা বেশি আনন্দ পায় এবং পাঠে মনোযোগী হয়। এসব বিষয়ে সফলতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষককে নানা পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করতে হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাই তাদের অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে প্রশিক্ষককে একটা ধারণা প্রদান করে। অর্থাৎ গঠনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণ সম্ভব হয়। মূল্যায়ন বা মূল্যযাচাই লিখিত বা অলিখিত দু'ভাবেই হতে পারে। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশলসমূহ নিম্নরূপ। যেমন–

- শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ;
- শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ;
- মৌখিক উপস্থাপনা;
- মাসিক পরীক্ষা;
- ষান্মাসিক পরীক্ষা;
- টার্ম পেপার;

- শ্রেণি পরীক্ষা;
- সাপ্তাহিক পরীক্ষা;
- ত্রৈমাসিক পরীক্ষা;
- সাক্ষাৎকার;
- মাথা খাটানো;
- চিত্র বা মানচিত্র আঁকা;
- পোস্টার প্রদর্শন;
- জোড়ায় কাজ;
- দলীয় কাজের পারস্পরিক মূল্যায়ন;
- মাইণ্ডম্যাপিং;
- ভূমিকাভিনয়;
- অ্যাসাইনমেন্ট;
- কেস স্টাডি;
- সেমিনার;
- ফলাবর্তন ইত্যাদি।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন কৌশলসমূহ কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ: শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষকগণ যেসব মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। মৌখিক প্রশ্নকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ সফল হয়েছে কিনা বা তাদের বিদ্যমান ধারণার মাত্রা কোন পর্যায়ে তা নিরূপণ করা যায়। পরবর্তী পাঠে যাওয়ার জন্য এবং বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্টকরণে কোন প্রশিক্ষণার্থীর বাড়তি সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা, মৌখিক প্রশ্নকরণ প্রশিক্ষককে সে সম্পর্কে ধারণা দিতে সহায়তা করে।

শ্রেণির কাজ: শ্রেণির কাজ হলো শ্রেণিতে সম্পাদিত প্রশিক্ষণার্থীর কার্যাবলী। শ্রেণি কার্যাবলীর অনেকগুলো পরোক্ষভাবে কাজে লাগে। অধিকাংশ জ্ঞান ও দক্ষতাই বাস্তবে প্রয়োগ ও ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। শ্রেণি কার্যাবলী হচ্ছে– সাক্ষাৎকার, মাথা-খাটানো, গল্প-বলা, ছবি বা চিত্র, মানচিত্র আঁকা, পোস্টার প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, মাইণ্ডম্যাপিং, ভূমিকাভিনয়, দলীয় কাজের পাস্পরিক মূল্যায়ন, নির্দেশিত পঠন, কেস স্টাডি, পর্যবেক্ষণ, চেকলিস্ট ইত্যাদি। এসব কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা যখন তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ এবং অনুশীলন করেন তখন প্রশিক্ষক তাদেরকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে তা বুঝতে পারেন। ফিডব্যাক ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্ট করতে পারেন।

ব্যক্তিগত বা একক কাজের মৌখিক উপস্থাপনা: এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করতে পারেন এবং মৌখিকভাবে উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরো সহায়তার প্রয়োজন আছে কিনা তা বুঝতে পারেন। প্রশিক্ষক সে অনুযায়ী ধারণা সুস্পষ্টকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

দলগত কাজ: দলগত কাজ যে কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের আলোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। দলগত কাজ চলাকালীন প্রশিক্ষক প্রতিটি দলের কার্যক্রম ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের বিদ্যমান

ধারণা চিহ্নিত করবেন। দলীয় কাজের লিখিত রিপোর্ট ও তা উপস্থাপনার মাধ্যমে ও বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করা যায়। এতে প্রশিক্ষক ধারণা সুস্পষ্টকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

বাড়ির কাজঃ বাড়ির কাজ শিক্ষার্থীর আহরিত জ্ঞানকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝতে পেরেছে, সে সম্পর্কে শিক্ষককে ধারণা দিতে সহায়তা করে। বাড়ির কাজের ভুলগুলো সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষকতা সুস্পষ্ট করতে পারেন।

নির্ধারিত কাজঃ নির্ধারিত কাজ হলো ভিন্ন ধরনের বাড়ির কাজ, যাতে শিক্ষার্থীকে পাঠ্য বইয়ের বাইরের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হয়। অতঃপর শিক্ষার্থীকে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হয়, যেখানে অর্পিত কাজ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এবং উক্ত পর্যবেক্ষণে কী পেয়েছেন তা উল্লেখ করতে হয়। উক্ত প্রতিবেদন থেকে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করা যায় এবং সে অনুযায়ী ধারণা সুস্পষ্টকরণে পদক্ষেপ নেয়া যায়।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার মাধ্যমে গঠনকালীন মূল্যযাচাই পদ্ধতিকে প্রান্তিক কিংবা নির্ণায়ক মূল্যযাচাই থেকে পৃথক করা যায়। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা এর দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

- গঠনকালীন মূল্যযাচাই একটি চলমান এবং অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া;
- এটি শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়;
- এটি প্রশিক্ষণার্থীর মান উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রক্রিয়া;
- এর দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান, আচরণ ও মনোপেশীজ দক্ষতার মূল্যায়ন করা যায়;
- এর দ্বারা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়;
- এটি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়ই হতে পারে;
- গঠনকালীন মূল্যযাচাই সনদ সর্বস্ব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গঠনকালীন মূল্যযাচাই কী?
ক. প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা নেয়া
খ. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠ্যাভ্যাস যাচাই করা
গ. প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা
ঘ. শিখন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন

২. গঠনকালীন মূল্যযাচাই সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Best & Khan-এর অভিমত কোনটি?
ক. "গাঠনিক মূল্যায়ন একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া"
খ. "শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়াগত মান উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য মূল্যায়নই হলো গাঠনিক মূল্যায়ন"
গ. "গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে সময় থাকতে ফিডব্যাক দেয়"
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

৩. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব কয়ভাগে বিভক্ত?
ক. ৩ ভাগে
খ. ২ ভাগে
গ. ৫ ভাগে
ঘ. ৪ ভাগে

৪. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশল কোনটি?
ক. শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ
খ. শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ
গ. মৌখিক উপস্থাপনা
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

উত্তরমালা: ১. ঘ; ২. ক; ৩. খ; ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করুন।
২. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও কৌশল বর্ণনা করুন।
২. বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার আলোচনা করুন।

পাঠ ৮.৪: বিভিন্ন তার ভিত্তিতে শিখন সফলতা বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিস্তৃত কার্যক্রম বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- বিস্তৃত কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের কৌশল আলোচনা করতে পারবেন।

বিস্তৃত কার্যক্রমের ধারণা

শিখন একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষে সফল শিখনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সমাজ থেকে নানা চিন্তা-ভাবনা ও সামাজিক জ্ঞান নিয়েই প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া করতে আসে। ফলে বিভিন্ন মানসিকতা ও চাহিদার শিক্ষার্থী একই শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকে। তাই ছেলে বা মেয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে একজন অন্যজন থেকে আলাদা প্রকৃতির হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর বয়স, লিঙ্গ, পাঠ গ্রহণের ক্ষমতা, পাঠ ধারন ক্ষমতা, শেখার প্রকৃতি, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, বোধগম্যতা, মনোযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আবার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন, মধ্যম মেধা এবং কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীও থাকে। যেসব শিক্ষার্থী তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন বা কম মেধাসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের অভাবে তাদের মেধার বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। অন্যথায় শিখনে বিভিন্নতার কারণে শ্রেণিকক্ষে একই পাঠদান পদ্ধতি বা কার্যক্রম গ্রহণ করলে সব শিক্ষার্থী সমানভাবে উপকৃত হবে না।

সুতরাং সফল শিখনের জন্য গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতি পরিহার করে একই শ্রেণিতে নানাবিধ কার্যক্রম ও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষকের শারীরিক ভাষা ও কণ্ঠস্বরের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হলে পাঠদান আনন্দদায়ক হয় এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। শিক্ষাথীদের চাহিদা পূরণ, শিখনে উৎসাহিতকরণ ও কৌতুহলী করে তোলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে সফল শিখনের জন্য কেবল শ্রেণিকক্ষের সুন্দর পরিবেশই যথেষ্ট নয়; বরং শিক্ষক সময়মত বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণে সক্ষম হলে তবেই শিখন সফল হবে।

শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনা করতে শ্রেণি শিক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন–

- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা;
- শিক্ষার্থীর বয়স ও তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা;
- শিক্ষার্থীর বিকাশমান জীবনের বৈশিষ্ট্য;
- শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা;
- শিক্ষার্থীর স্বাতন্ত্রিক দিকসমূহের ভালো-মন্দ বিচার;

- শিক্ষার্থীর মন্দ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;
- শিক্ষার্থীর চাহিদা, স্বভাব ও মানসিক অবস্থা;
- জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সামর্থ্য, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা;
- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পাঠদান পদ্ধতি বা কাজের ধরন নির্ধারণ;
- শিখনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ;
- কী কী শিখন ফল অর্জিত হবে তা নির্ধারণ;
- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সার্বিক সুযোগ সুবিধা কতটুকু আছে তা বিবেচনায় নেয়া;
- শিখন মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে তা ঠিক করা;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দেওয়া;
- অভিযোজনের ক্ষমতা।

শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

নিঃসন্দেহে শিক্ষকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। কেননা শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী একজন অন্যজন থেকে স্বতন্ত্র। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ গ্রহণের সক্ষমতা, পাঠ ধারন ও অর্জন ক্ষমতা, বোধগম্যতা ও অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার্থীর শেখার গতি-প্রকৃতি ভিন্নভিন্ন হওয়ার ফলে সমন্বিত উপায়ে অংশগ্রহণমূলক ও দলীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। এতে করে সব ধরনের শিক্ষার্থী যেমন– মেধাবী, মধ্যম, অমনোযোগী, দুরন্ত, ছাত্র-ছাত্রী দলীয় এবং সামষ্টিক চেতনায় নিজেদেরকে পাঠে সম্পৃক্ত করার সুয়োগ পায়। এক্ষেত্রে যথার্থ ও সঠিক শ্রেণি সংগঠনের জন্য সুষ্ঠু দল গঠন অপরিহার্য। শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় ও উদ্বুদ্ধ করে একঘেয়েমিভাব দূর করা যায় এবং পাঠদান আনন্দ মুখর ও আকর্ষণীয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ– হাদিসের আলোকে বৃক্ষরোপণ অভিযান, যৌতুক প্রথা প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি দূরীকরণ এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদি বিস্তৃত কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শিখনে বৈচিত্র্য আসে বলে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী ও আগ্রহী হয়। শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে যেসব বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা নিম্নরূপ:

- প্রতীক বা চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ;
- দলগত কাজ;
- দলীয় আলোচনা;
- সমস্যা সমাধান;
- মাইণ্ডম্যাপিং;
- জোড়ায় কাজ;
- স্ক্যাফেল্ডিং;
- কর্মশালা;
- পোস্ট বক্স কৌশল;
- মাথা খাটানো;
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি;
- প্রকল্প পদ্ধতি;
- ব্যবহারিক কাজ;
- এক্সপার্ট জিগ্‌স;
- ভূমিকাভিনয়।

উপরোক্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলো:

- শিক্ষার্থীর রুচি, চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা;
- মাদরাসায় কার্যকর সময়সূচি অনুসরণ করা;
- শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা;
- শ্রেণি পাঠদানে আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (যেমন– জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, বিতর্ক ইত্যাদি) প্রয়োগ করা;
- জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;
- প্রতিটি দলে চিন্তামূলক প্রশ্ন সরবরাহ করা এবং দলীয় আলোচনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে চিন্তামূলক প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা;
- দলগত কাজের সময় শ্রেণিকক্ষে ঘুরেঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজের তদারকি করা, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান, কৃতকার্য কাজের প্রশংসা করা এবং শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা;
- পাঠদানের জন্য পাঠ পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা;
- পাঠদানের পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা ও ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান সফল করে তোলা;
- শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন হওয়া কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করা ও পুরস্কৃত করা;
- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পাঠদান পদ্ধতির ব্যবস্থা করা;
- শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষার্থীদের মন্দ দিকগুলো পরিহার করে ভালো দিকগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা;
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পাঠদান ও বৃত্তিমূলক কাজের নির্দেশনা দেওয়া;
- শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও তাড়নাকে সমাজ অভিপ্রেত পথে পরিচালনা করা;
- শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা;

শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের কৌশল

শিখন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার মূলে কতগুলো শর্ত রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীগণ এগুলোকে শিখনের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উপাদানসমূহ যথানিয়মে কার্যকর হলে শিখন প্রক্রিয়া সফলতা লাভ করে। বিস্তৃত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সফল শিখনের জন্য যেসব কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় তা নিম্নরূপ–

দৃষ্টিনির্ভর শিখন

- প্রতীক বা চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ;
- কোনো বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ চিহ্নিত করা;
- কোনো বিষয়বস্তু চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা;
- ছবি বা চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা।

শ্রবণনির্ভর শিখন

- সহপাঠী ও শিক্ষকের সাথে আলোচনা করা;
- পুনঃস্মরণ বা কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শ্রবণযোগ্য স্বরে কথা বলা;
- কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা বা অন্যদের শেখানো।

পঠন-লিখন নির্ভর শিখন

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বারবার লেখা;
- নিরবে পড়া;
- নিজের ভাষায় লেখা।

অনুভূতি বা স্পর্শ নির্ভর শিখন

- হাতের কাজ বা হাতে কলমে শেখা;
- গুরুত্বপূর্ণ কোনো ধারণা বা প্রক্রিয়ার ওপর ভূমিকাভিনয় করা;
- কোনো কিছুর ছবি তৈরি করা।

এতদ্ব্যতীত আল-হাদিসের একজন শিক্ষক নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। যেমন–

- বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা;
- পর্যবেক্ষণ;
- পোস্টার লিখন ও প্রদর্শন;
- শিক্ষা সফর;
- ফিশবল কৌশল;
- হাঁটা, পড়া ও কথা বলা;
- শূন্যস্থানে তথ্য বসানো;
- অনুসন্ধানমূলক কাজ দেওয়া;
- অর্পিত কাজ দেওয়া;
- তালিকা তৈরিকরণ;
- ক্রম অনুযায়ী সাজানো;
- ভুল চিহ্নিতকরণ;
- সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা;
- শ্রেণিবিন্যাসকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে কিরূপ হয়ে থাকে?
ক. একই প্রকৃতি ও স্বভাবের হয়ে থাকে
খ. কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে
গ. একজন অন্যজন থেকে আলাদা প্রকৃতির হয়ে থাকে
ঘ. প্রকৃতি ও স্বভাবের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই

২. শ্রেণিকক্ষে সাধারণত কয় ধরনের শিক্ষার্থী থাকে?
ক. ৩ ধরনের
খ. ৫ ধরনের
গ. ২ ধরনের
ঘ. ৪ ধরনের

৩. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয় কোনটি?
ক. শিক্ষার্থীর চাহিদা, স্বভাব, মানসিক অবস্থা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সামর্থ্য, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা
খ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কাজের ধরন
গ. ব্যক্তিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

৪. বিস্তৃত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সফল শিখনের জন্য কতটি কৌশলের ওপর নির্ভর করতে হয়?
ক. ৫টি
খ. ৪টি
গ. ৩টি
ঘ. ৭টি

উত্তরমালা: ১. গ; ২. ক; ৩. ঘ; ৪. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে কী কী বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা বর্ণনা করুন।
২. শিখন সফলতা বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন কৌশল আলোচনা করুন।

পাঠ ৮.৫: সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার কৌশলের পরিকল্পনা উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল আলোচনা করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশলের পরিকল্পনা

শিক্ষার সাথে মনোযোগ ও আগ্রহের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মনোযোগ হলো মানসিক নানা চিন্তা-ভাবনা থেকে মাত্র একটি বিষয়বস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করা। মনোযোগ ছাড়া শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠতে পারে না। আর মনোযোগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও প্রধান উপাদান হলো আগ্রহ। শিক্ষার্থী যখনই নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে ওঠবে তখনই শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের আবেগ প্রবণ, চঞ্চল বা অস্থির শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সহজ ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি, পাঠ্যসূচি, বিষয়বস্তু, শ্রেণি পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হয়। একটি শ্রেণিতে নানা বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে। কেউ ছাত্র, কেউ ছাত্রী, কেউ তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন, কেউ মধ্যম মেধার, কেউ বা কম মেধাসম্পন্ন হয়ে থাকে। এজন্য শিক্ষককে ক্লাস শুরু করার পূর্বেই পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ, সঠিকভাবে বিষয় বণ্টন, সময় বণ্টন, উপস্থাপন কৌশল প্রভৃতি কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। একই সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আকর্ষণীয় পাঠ উপস্থাপন, পাঠদানকে আনন্দদায়ক ও পাঠ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা প্রভৃতি কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। তবেই শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণ-শিখনে সহায়তা করার বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহণ সফল ও সার্থক হবে।

সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা ও শিক্ষণে সহায়তার পরিকল্পনা

সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা ও শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য যেসব কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

- সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর প্রতি সমান আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা;
- কোনো ছাত্র বা ছাত্রী কিংবা মেধাবী শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিকক্ষে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা;
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন দল যাতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে;
- ছাত্র, ছাত্রী মেধাবী বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী সবার জন্য সমভাবে আসন বিন্যাস করা;
- সকলের কাজ সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করা;
- দলীয় কাজে দলনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া;

- শ্রেণিকক্ষে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- জেণ্ডার নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার ও উদাহরণ দেওয়া;
- সকলের মতামতকে সমান স্বীকৃতি ও গুরুত্ব দেওয়া;
- সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকা এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে সবার সাথে যোগাযোগ রাখা।

শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল

শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য শ্রেণি শিক্ষক নিম্নোক্ত কৌশলের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। যেমন–

প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া উচিত। শ্রেণিকক্ষে প্রচুর আলো, বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণিকক্ষের সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশ শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে।

উপস্থাপন কৌশল: শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক নানা কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। যেমন– মঞ্চ বক্তৃতা, বিষয়ভিত্তিক উপাদান ব্যবহার ও প্রদর্শন, ব্লাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার, ফলাবর্তন ইত্যাদি।

বিষয়বস্তুর সাবলীল উপস্থাপন: শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য এবং চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচির বিন্যাস এবং বিষয়বস্তু সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীরা সহজেই পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। পাঠের বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, পুরাতন থেকে নতুন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।

পাঠদান পদ্ধতি: পাঠদান পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত ও শ্রেণি উপযোগী হওয়া উচিত। পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক না হয়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। পাঠদানে একঘেয়েমি দূর করে বৈচিত্র আনতে হবে। পাঠের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবসম্মত ও জীবন ঘনিষ্ঠ হলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণি পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠবে।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান: পাঠদানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। এতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠবে।

শিক্ষকের আচরণ: শিক্ষকের কড়া ও রুক্ষ মেজাজ শ্রেণি পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে। এতে সুষ্ঠু পাঠদানের পরিবেশ ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে শিক্ষকের সহৃদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পাঠদানের পরিবেশকে প্রাণবন্ত ও সক্রিয় করে তোলে। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি মনোযোগী ও আগ্রহী হয়ে ওঠে।

পর্যবেক্ষণ: শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সামনে পড়া-শোনা, কাজকর্ম, খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিমাপ করা যায়। পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যাদি লিখে রেখে বার্ষিক পরীক্ষায় সামগ্রিক মূল্যায়নে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে শ্রেণি পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী: সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেনো-দৈহিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। তাই শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন– আবৃত্তি, বিষয়ভিত্তিক বত্তৃতা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত বা গজল প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, দেয়ালিকা বা বার্ষিকী প্রকাশ, শিক্ষা সফর ইত্যাদির

ব্যবস্থা করতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাশক্তি ও অভিরুচি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার ক্ষেত্রে ডোনাল্ডসন প্রদত্ত কৌশল

ডোনাল্ডসন শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা বা তাদেরকে কৌতুহলী ও আগ্রহী করে তোলার জন্য শিক্ষকের ব্যবহৃত ভাষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত ও পরিচিত ভাষা ব্যবহার করবেন। পরিচিত ভাষা ব্যবহার শিক্ষণ-শিখানোর পরিবেশকে শিক্ষার্থীদের নিকট অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এতে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হওয়া বা বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু চিন্তা করার সুযোগ পাবে না। ফলে–

- বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারে;
- সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থী যুক্তিযুক্ত উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়;
- শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেই চেষ্টা করতে থাকে।

ডোনাল্ডসন শিক্ষার্থী শিখনের এই ব্যবস্থাকে 'অবিচ্ছিন্নকল্পনা' (Imaginative Embedding) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, শিখনের জন্য শিক্ষার পরিবেশই মূল বিষয়। শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে কেবল পরীক্ষা করাতে হবে বা সমস্যার সমাধান করাতে হবে– এসব শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, শিক্ষক শুধু অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেবেন, শিক্ষার্থীরা সে পরিবেশে নিজের আগ্রহে শিখবে। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার জন্য একজন শিক্ষক ডোনাল্ডসনের মতবাদ অনুসরণে যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবেন সেগুলো হলো–

- শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন;
- শিক্ষার্থীর ব্যবহৃত ও নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করবেন;
- ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার ও মনের ভাব প্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীর পঠন অভ্যাস গড়ে তুলবেন;
- আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীকে চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

ডোনাল্ডসনের মতে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার জন্য পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের স্তর অনুযায়ী হওয়া উচিত। শিখন সমস্যাসমূহ যদি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের স্তর উপযোগী করে উপস্থাপন করা যায় তবে পাঠের প্রতি তারা মনোযোগী ও আগ্রহী হয়ে ওঠবে। ডোনাল্ডসন মনে করেন, শিক্ষার্থীর বয়স ও জ্ঞানের স্তর থেকে কঠিন বা সহজ কোন সমস্যার সমাধান করতে দিয়ে লাভ নেই; বরং শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও সমস্যার মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বারবার ভাবতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা নিজের মধ্যে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সুযোগ লাভ করবে।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার ও শিক্ষণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা

যে কোনো কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়া নির্ভর করে যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণের ওপর। শিক্ষাদানের মত মহৎ ও কঠিন কাজের সফলতা ও নির্ভর করে ভালো একটি পদ্ধতি ও পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য একজন শ্রেণি শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। যেমন–

- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা;

- যথাযথভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা;
- কুশল বিনিময় করা বা শিক্ষার্থীদের ভালো, মন্দ খোঁজ-খবর নেয়া;
- পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য পাঠদানের শুরুতে শিক্ষক যেসব পদক্ষেপ নিতে পারেন তা হলো– শিক্ষণীয় গল্প বলা, চিত্তাকর্ষক চিত্র প্রদর্শন করা, পূর্বের পাঠ বা নতুন পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের জানা বিষয়ে প্রশ্ন করা, জীবন ঘনিষ্ঠ যে কোন বিষয়ে সহজ কিছু প্রশ্ন করা যার উত্তর প্রায় সব শিক্ষার্থী জানে বলে শিক্ষক মনে করেন, শিক্ষণীয় কৌতুক বলা ইত্যাদি;
- বাড়ির কাজ সংগ্রহ করা;
- পূর্ব জ্ঞান যাচাই করা;
- সহজ-সরল ও সাবলীলভাবে পাঠ উপস্থাপন করা;
- মধ্যম মানের পাঠ উপস্থাপন করা। কেননা শ্রেণিকক্ষে মেধাবী, মধ্যম ও দুর্বল এ তিন ধরনের শিক্ষার্থী থাকে;
- নির্ধারিত সময়ের কার্যকর ব্যবহার করা;
- যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা (মানচিত্র, মডেল, ওভারহেড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি);
- পাঠের মাঝে মাঝে শ্রেণি তদারক করা;
- পাঠের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখা;
- পাঠদানের বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট পর্বে ভাগ করে উপস্থাপন করা;
- সকলের প্রতি প্রশ্ন করা এবং উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ দেওয়া;
- বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে সক্রিয় রাখা (একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ ইত্যাদি অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে);
- পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করা;
- সবার প্রতি সমান ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা;
- পাঠের উদ্দেশ্য ও সফলতা যাচাই করা;
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমের প্রশংসা করা, সম্ভব হলে পুরস্কৃত করা;
- শিখন কার্যক্রম আনন্দদায়ক করা;
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও শিক্ষা প্রদর্শনী।

শিক্ষকের সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

- শিক্ষকের মধ্যে কোনো প্রকার দৃষ্টিকটু ভাব না থাকা। যেমন– আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার, সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ, একই কথা বারবার উচ্চারণ করা ইত্যাদি;
- বই, খাতা, কলম, চক, ডাস্টার ইত্যাদি টেবিলে ঘুচিয়ে রাখা;
- শ্রেণিকক্ষে নিজের বই, খাতা, কলম ইত্যাদি ব্যবহার করা;
- যথাসময়ে ক্লাসে উপস্থিত হওয়াও যথাসময়ে ক্লাস শেষ করা;
- ব্লাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড পরিষ্কার করে ক্লাশ থেকে যাওয়া;
- সকল প্রকার নীচতা ও হীনতার ঊর্ধ্বে থাকা;
- ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখা;

- অট্টহাসি বা সন্দেহ উদ্রেককারী হাসি না হাসা, অবশ্য মুচকী হাসি বাঞ্ছনীয়;
- শ্রেণিকক্ষে সিগারেট পান না করা বা পান না চিবানো;
- শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ব্যবহার না করা;
- তুই বা তোরা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে শিক্ষার্থীদের সম্বোধন না করা;
- অতি রাগান্বিত বা উত্তেজিত না হওয়া;
- শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা;
- পোশাক রুচিশীল হওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষার সাথে মনোযোগ ও আগ্রহের কী সম্পর্ক রয়েছে?
ক. তেমন কোনো সম্পর্ক নেই
খ. গভীর সম্পর্ক রয়েছে
গ. অল্পমাত্রায় সম্পর্ক রয়েছে
ঘ. ভারসম্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে

২. মনোযোগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও প্রধান উপাদান কী?
ক. চিন্তা-ভাবনা
খ. একাগ্রতা
গ.আগ্রহ
ঘ. অনুপ্রেরণা

৩. শ্রেণিকক্ষে কয় ধরনের মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে?
ক. ৩ ধরনের
খ. ২ ধরনের
গ. ৫ ধরনের
ঘ. ৬ ধরনের

৪. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কোন কাজটি করা উচিত নয়?
ক. শ্রেণিকক্ষে সিগারেট বা পান না চিবানো
খ. তুই বা তোরা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সম্বোধন না করা
গ. অতি রাগান্বিত বা উত্তেজিত না হওয়া
ঘ. উপরের সব উত্তরই সঠিক

উত্তরমালা: ১. খ; ২. গ; ৩.ক; ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার সাথে মনোযোগ ও আগ্রহের সম্পর্ক কী তা ব্যাখ্যা করুন।
২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখা ও শিক্ষণে সহায়তার পরিকল্পনা কী তা উল্লেখ করুন।
৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কী ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা বর্ণনা করুন।
৪. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ডোনাল্ডসনের মতবাদ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল বর্ণনা করুন।
২. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিক্ষণে সহায়তা করার বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ড. এ. কে. নাজমুল করিম, সামাজিক সমীক্ষণ, নওরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮২
২. মো: নজরুল ইসলাম, মো: আবু হেনা মোস্তফা জালাল, নাসরিন আক্তার, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, প্রভাতি লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০১৫
৩. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও নির্দেশনা
৪. আফজাল হোসাইন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা
৫. রনজিৎ ঘোষ, শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ
৬. ড. শেখ আমজাদ হোসেন, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা
৭. ড. শেখ আমজাদ হোসেন, শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা
৮. M.C. Graw Hall, Introduction to Psychology
৯. Peter Brarnely, Evaluating Training effectiveness, The McGrow Hill Companies-1996
১০. Patel R. N, Educational Evaluation: Theory and Practice, Himalayan Publishing House, Bombi, 1992
১১. ইমাম নববী: মুকাদ্দিমা সহিহ আল-মুসলিম: পৃ. ১৬
১২. আরাক, আত-তাকয়ীদ, পৃ. ২৩-২৫; ফাতহুল মুগীস, পৃ. ৭-৮; সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ১:২৫-৩১; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ১:৬৩-৭৪; মাহমূদ তাহ্হান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদিস, পৃ. ৩৪-৩৬
১৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহিহ আল-বুখারী: ০১:০১, সহিহ মুসলিম: ১৯০৭
১৪. ইবনে মাজা, সুনান ইবনে মাযা; ০১:৬৮২ মিশকাত, হাদিস নং; ৫৫১, তিরমিযী; ১৩৫
১৫. আল্লামা সাগানী, আল-মাউদূ'আত, পৃ. ৫২; মোল্লা আলী কারী, আল-আসরার পৃ. ১৯৪; আল-মাসনূ ১১৬; আল-আজলূনী, কাশফুল খাফা ২:২১৪; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ২:৪৪১; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসাররুল মারফূয়া, পৃ. ৪৪
১৬. হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪:৯৭-৯৮; ইবনুল জাওযী, আল-মাউযূ'আত ১:৩৪৮; সুয়ূতী, আল-লাআলী ১:৪৪২; সাখাবী, আল- মাকাসিদ, পৃ: ৪৫-৪৬; আলবানী, যায়ীফাহ ১:২৯৩
১৭. ইবনু আরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ: পৃ. ২০৭-২০৮
১৮. সাগানী, আল-মাউদূ'আত, পৃ. ৬৪; সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ. ২২৭; তাহির পাটনী, তাযকিরা, পৃ. ১৭৪; মোল্লা কারী, আল-আসরার, পৃ. ১২৩; আল-মাসনূ, পৃ. ৭১; আজলূনী, কাশফুল খাফা ১:৪৯৫; দরবেশ হূত, আসনাল মাতালিব, পৃ. ১১০
১৯. ইবনু আদী, আল-কামিল ১:২৯২, ইবনুল জাওযী, আল-মাউযূআত ১:১৫৪, সাখাবী, আল-মাকাসিদ, পৃ: ৮৩, নং ১২৫, সুয়ূতী, আল-লাআলী ১:১৯৩, যারকানী, মুখতাসারুল মাকাসিদ, পৃ: ৬১, নং ১০৯, আলবানী, সিলসিলাতুল যায়ীফা ১:৬০০, নং ৪১৬, ইবনু আর্রাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ১:২৫৮
২০. সাখাবী, আল-মাকাসিদ, ২৯৩ পৃ. মোল্লা আলী কারী, আল আসরার, ১৫৯ পৃ, আল-মাসনূ ১৯৬ পৃ; যারকানী, মুখতাসারুল মাকাসিদ ৬৫২ পৃ. শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ২:৩৬৮
২১. সাখাবী, আল-মাকাসিদ, ৩৭৭ পৃ:, যারকানী, মুখতাসারুল মাকাসিদ ১৭২ পৃ., মোল্লা আলী কারী, আল আসরার, ২০৭ পৃ., আল-মাসনূয়, ২৫৫ পৃ., শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ২:৩৬৯
২২. আবূ নুয়াইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪:৩৮৫; মোল্লা আলী কারী, আল-আসরার, পৃ. ২৫৫; আলবানী, যায়ীফুল জামি, পৃ. ৮৬১
২৩. আবূ নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৮:১৮; বাইহাকী, কিতাবুয যুহদ ২:১৫২

২৪. তিরমিযী, আস-সুনান ৪:১৬৫; ইবনু হিববান, আস-সহিহ ১১:২০৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১:৫৪; হাইসামী, মাওয়ারিদ ১:১২৭-১২৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ৩:২৬৮
২৫. মোল্লা আলী-কারী, আল-আসরার, ১৭০ ও ২০৬ পৃ., আল-মাসনূয়, ১০০ ও ১৩০ পৃ., যারকানী, মুখতাসারুল মাকাসিদ ১৪৬ ও ১৭১ পৃ., আহমাদ ইবন তাইমিয়া, আহাদিসুল কুসসাস, ৫৩-৫৫ পৃ., সাখাবী, আল-মাকাসিদ আল-হাসানা, ৩১৫ ও ৩৭৪ পৃ., ইবনু আর্রাক, তানযীহ ১:১৪৮
২৬. সাখাবী, আল-মাকাসেদ, পৃ. ৪১৬; যারকানী, মুখতাসারল মাকাসিদ, পৃ. ১৮৬ পৃ., মোল্লা আলী-কারী, আল- আসরার
২৭. মুকাদ্দামায়ে ইবনে সালাহঃ পৃ. ৭৭
২৮. মুকাদ্দামায়ে ইলাউস সুনানঃ ১:২৯
২৯. সহিহ বুখারিঃ ১:৩১৭
৩০. ইরাকী, আত-তাকঈদঃ পৃ.: ১২৮-১২৯; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবীঃ ১:২৮১-২৮৪
৩১. সহিহ মুসলিমঃ ১:১৭-১৮
৩২. ইরাকী, ফাতহুল মুগীসঃ পৃ. ১২২-১২৪
৩৩. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিমের ভূমিকা
৩৪. মহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ আল- বুখারিঃ হাদিস নং ৮৮৭, ইমাম মুসলিম,সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৪
৩৫. মুসলিম, আস-সহিহ ২:৮৮৬-৮৯২
৩৬. মালিক ইবনু আনাস, আল-মুআত্তা ২:৫১৩
৩৭. মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আযামী, মানহাজুন নাকদ ইনদাল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১০
৩৮. মুহাম্মাদ ইবনু তাহির ইবনুল কাইসুরানী, তাযকিরাতুল হুফফায ১:২
৩৯. মুসলিম, আস-সহিহ ৪:২০৫৮-২০৫৯
৪০. তিরমিযী, আস-সুনান ২:২৫৭-২৫৮; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১:৪৪৬
৪১. সূরা নূর, ২৪:২৮
৪২. সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২২
৪৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ ৬:১৫০, ২৪৬
৪৪. মুসলিম, আস-সহীহ ২:৬৪০-৬৪৩, তিরমিযী, আস-সুনান ৩:৩৩৭
৪৫. সূরা তালাকঃ আয়াত ১
৪৬. সূরা কাহ্‌ফ, ১৮:৭
৪৭. সূরাহ আল-বাকারাহ, ২:২৬৯
৪৮. আল-কুরআন, ৫৯: ৭
৪৯. আল-কুরআন, ৩৩: ২১
৫০. আল-কুরআন, ৪: ৬৪
৫১. আল-কুরআন, ৩: ৩২
৫২. আল-কুরআন, ৭: ১৫৭
৫৩. সহিস মুসলিম, হাদিস নংঃ ৭৪৬
৫৪. মোঃ আজহার আলী, পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৫৫. ড. মোঃ আবুল এহসান, শিক্ষাক্রম উন্নয়নঃ নীতি ও পদ্ধতি, ছাত্র বন্ধু লাইব্রেরি, ১৯৯৭
৫৬. মোঃ মুজিবুর রহমান, শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, প্রভাতি লাইব্রেরি, ২০০5

৫৭. সৈয়দ জগলুল পাশা, মোঃ এনামুল হক, ফাহিমা মাহমুদ, শিক্ষক উন্নয়ন কৌশল, ঈশান প্রকাশনী, ২০০৫
৫৮. শামসুল কবির ও মনিরা হোসেন, পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ অনুশীলন, বাউবি, ১৯৯৬
৫৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ আনোয়ার আলী, পাঠদানের কলাকৌশল
৬০. মোঃ লুৎফুর রহমান খান ও আব্দুল মালেক, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, মাউশি ২০০০
৬১. অধ্যাপক এলতাস উদ্দিন ও অন্যান্য, শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা, ১৯৯২
৬২. রায় সুনীল, মূল্যায়নঃ নীতি ও কৌশল, সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৫
৬৩. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, (পেডাগোজী) এফএসএসপি- ২য় পর্যায়, মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা